অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : আইউব

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : আইউব

ভূমিকা

লেখক:

আইউব কিতাবটি কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যতম বিখ্যাত একটি কিতাব হলেও এই একমাত্র কিতাবটির ভেতরে কোন কোন অংশ পাঠ করলে এর লেখক সম্পর্কে জানা যায়। নিঃসন্দেহে তাঁকে "জ্ঞানীদের" মধ্যে একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (মেসাল ২৪:২৩), যেহেতু তিনি তাঁর এই কিতাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মেসাল কিতাবের উদ্ধৃতি দানের মাধ্যমে কিতাবটির প্রতি তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন: "আমি দেখেছি, যারা অধর্মরূপ চাষ করে, যারা অনিষ্ট বীজ বপন করে, তারা তা-ই কাটে" (আইউব ৪:৮); "কিন্তু আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন উপরে উঠে, তেমনি মানুষ সমস্যার জন্য জন্মে" (৫:৭); "কিন্তু অসার মানুষ জ্ঞানহীন, সে জন্ম থেকে বন্য গর্দভের বাচ্চার মত!" (১১:১২)।

যদিও আইউব কিতাবটির কাহিনীর প্রেক্ষাপট ইসরাইলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (উষ দেশটি ইদোমের অন্তর্গত, যা এই কিতাবের কাহিনীর অবস্থান, ২:১১; ৬:১৯; মাতম ৪:২১), তথাপি কিতাবটির লেখক একজন ইহুদী এবং তিনি ইহুদী শরীয়তে ও সাহিত্যে বিশেষ ভাবে পারদর্শী।

আইউব কিতাবটির লেখক ছিলেন একজন পর্যটক, যাঁর দখলে ছিল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধন ভাণ্ডার। তিনি সৌরজগত ও নক্ষত্রপঞ্জি সম্পর্কে খুব ভাল জানতেন (আইউব ৯:৯; ৩৮:৩১), তিনি ধুমকেতু নিয়ে আলোচনা করেছেন (৩৮:২২-৩৮) আবার খনি থেকে মূল্যবান ধাতু উত্তোলনের জটিল কার্যক্রম তিনি বর্ণনা করেছেন (২৮:১-১১)। পানিতে বেড়ে ওঠা প্যাপিরাসের নলখাগড়ার কথা তিনি যেমন বলেছেন (৯:২৬), তেমনি বলেছেন জলাভূমিতে গজিয়ে ওঠা তৃণের কথা (৮:১১-১৯)। অস্ট্রিচ, ঈগল, পাহাড়ী ছাগল, জলহস্তী, কুমির এবং যুদ্ধের ঘোড়া তিনি দেখেছেন (৩৯-৪১ অধ্যায়)। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির মতই তিনি প্রকৃতির নানা উপকরণ থেকে নৈতিক সত্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন।

আক্ষরিক অর্থে হিব্রু ভাষায় আইউব নামটির অর্থ "শত্রু," যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি আইউবের আচরণ এবং তাঁর কষ্টভোগের জন্য প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। নামটির আরেকটি বিশেষ অর্থ হচ্ছে "আমার পিতা কোথায়?" কিন্তু নামটির যথার্থ অর্থ খুঁজে বের করা সত্যিই দুরূহ কাজ, কারণ প্রথম দিককার কিতাব ব্যাখ্যাকারীদের কাছেও এই নামটির অর্থ ছিল অস্পষ্ট। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরেও এই নামটির প্রচলন রয়েছে। অমর্না লিপিফলক (১৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অনুসারে বাশনের বাদশাহ্ অষ্টারোতের নাম ছিল আইউব এবং মিসরীয় লিপিফলক অনুসারে (২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) একজন ফিলিস্তিনী নেতারও এই নাম ছিল। উগারিতে একটি প্রাসাদে বসবাসকারী ব্যক্তিদের নামের তালিকাতেও এই নামটি পাওয়া যায়।

সময়কাল

এই কিতাবে এমন কোন ঐতিহাসিক সূত্র নেই যা থেকে এর সময়কাল বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করা যাবে। প্রাচীন কাল থেকে আইউব কিতাবটি রচনার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চলে আসছে। ব্যাবিলনীয় তালমুদ লিপিতে এই কিতাবের লেখক হিসেবে একাধিক লেখকের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে ইব্রাহিম থেকে শুরু করে মূসার নাম, এমন কি ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা কারও কারও নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবটির মূল চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে তাকে ইব্রাহিম বা ইসহাকের সমসাময়িক কোন ব্যক্তি বলেই মনে হয়। বিশেষত এর কাহিনীর বিভিন্ন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং অলঙ্করণের কারণে অনেকে কিতাবটিকে পূর্বপুরুষদের সময় রচিত বলে মনে করেন। সেদিক থেকে কিতাবটি রচনার সময়কাল ইব্রাহিমের সমসাময়িক হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আইউব কিতাব সম্পর্কে কিতাবটির বাইরে সর্বপ্রথম যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা রয়েছে ইহিস্কেল কিতাবে। নবী ইহিস্কেল সদ্‌গুণের তিন আদর্শের নাম উল্লেখ করেছেন: নূহ, দানিয়াল এবং আইউব (ইহিস্কেল ১৪:১৪, ২০)। তবে এটি স্পষ্ট নয় যে, ইহিস্কেল তাঁদের সম্পর্কে শুধু ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে জেনেছিলেন না কি আরও অন্য কোন সংস্কৃতি থেকে জেনেছিলেন। অন্ততপক্ষে দানিয়ালের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি সত্য, কারণ ইহিস্কেলের সময়কালে দানিয়াল কিতাবটি রচনা করা সম্পন্ন হয় নি। যদি ইহিস্কেল পাক-কিতাব থেকেই আইউবের কথা জেনে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আইউব কিতাবটি বন্দীদশার আগে রচনা করা হয়েছে।

শরীয়তের ধর্মতাত্ত্বিক উত্তরণ সাধনের ভিত্তিতে আইউব কিতাবটির রচনার সময়কাল নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায় অনুসারে আইউব কিতাবটি দেখানো যেতে পারে একটি বিধৃত *midrash* বা ধারাবর্ণনা হিসেবে। সেখানে একটি জাতিকে

কষ্টভোগের জন্য প্রস্তুত করে তোলার জন্য একজন মাত্র ব্যক্তির কষ্টভোগ ও তার প্রতিক্রিয়া ও তা থেকে নিরাময়ের ব্যাপারে দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের জন্য কিতাবটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে "ধর্মতাত্ত্বিক উত্তরণ" নিয়ে আলোচনা ধরে রাখাটা মুশকিল, যেহেতু এর মধ্য দিয়ে এটাই শুধু ধরে নেওয়া যায় যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু কীভাবে সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে, এর উৎস খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না।

আইউব কিতাবের লেখক সরাসরি ইহুদী শরীয়তের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ করেছেন (যেমন জবুর ৮:৪; এর সাথে তুলনা করুন আইউব ৭:১৭-১৮), এবং কোন কোন সময় তিনি সরাসরি উদ্ধৃতি টেনেছেন (যেমন জবুর ১০৭:৪০; এর সাথে তুলনা করুন আইউব ১২:২১, ২৪)। পাক-কিতাবের বিভিন্ন অংশ আইউব কিতাবে এভাবে উল্লেখ করা অর্থ হচ্ছে নিশ্চয়ই লেখকের কাছে এই সমস্ত কিতাব সহজলভ্য ছিল, যদিও তারপরও আমরা বুঝতে পারি না কিতাবটির মূল রচনাকাল কোনটি।

অনেকে বলে থাকেন যে, আইউব কিতাবে যে সকল ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং পাক-কিতাবের যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে করে মনে হয় ইহিষ্কেলের সমসাময়িক কোন ব্যক্তি এই কিতাবটি রচনা করেছেন, তবে খুব জোর দিয়ে যে কথাটি বলা যায় তাও নয়। লেখক এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আরও পরবর্তী সময়ে ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এতে করে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা না গেলেও আনুমানিক সময়কাল হচ্ছে বন্দীদশা (৫৮৭ থেকে ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বা বন্দীদশার পরবর্তী সময় (৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর)।

ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু

আইউব কিতাবটির কাহিনীই আবর্তিত হয়েছে একজন সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনার প্রশ্নকে ঘিরে। আল্লাহ্‌র উপরে কি আস্থা রাখা যায়? তিনি কি এই দুনিয়াকে শাসন করার ক্ষেত্রে উত্তম ও ন্যায্য? আইউব সোজাসুজিভাবে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে অন্যায় করেছেন (১৯:৬-৭)। আবার একই সাথে আইউব এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর "শত্রু" আসলে তাঁর পক্ষে সহায় হয়ে তাঁকে সাহায্য করছে।

কিতাবটির শুরু থেকেই দেখানো হয়ে আসছে যে, মানব জাতির জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট আসে তা অনেক সময় তাদের কাছে গোপন করে রাখা হয়। আইউবের উপরে যে দুঃখ ও কষ্ট নেমে এসেছিল তা অবশ্যই শয়তান বেহেশতে তাঁর নামে অভিযোগ করার কারণেই ঘটেছিল। পাঠকের কাছে এ কথা ব্যক্ত হয় নি যে, আইউব কখনো তাঁর এই দুঃখ কষ্টের কারণ জানতে পেরেছিলেন কি না। সম্ভবত তারা কখনোই তা বুঝতে পারবেন না। আইউব কিতাবের সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহ্ একই সময়ে অনেক কাছের আবার অনেক দূরের মনে হবে। এক দিকে যেমন আইউব অভিযোগ করেছেন যে, তিনি যেন নিজের থুতুও গিলতে না পারেন সেজন্য আল্লাহ্ প্রতি মুহূর্তে তাঁর উপরে নজর রাখছেন (৭:১৯), তেমনি আবার অন্য দিকে আইউব উপলব্ধি করেছেন আল্লাহ্ বিমূর্ত, তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না (৯:১১)। যদিও আল্লাহ্ মানব জাতির ব্যাপারে দারুনভাবে চিন্তাশীল, তিনি সব সময় যে তাদের সবচেয়ে কষ্টদায়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন তা নয়।

এদিকে আইউবের বন্ধুরাও যে তাঁর খুব কাজে এসেছিলেন তা নয়। তারা আসলে তাঁকে "সান্ত্বনা" দিতে এসেছিলেন (২:১১), কিন্তু আইউব শেষ পর্যন্ত তাদেরকে "বাজে সান্ত্বনাদাতা" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যারা তাঁকে "অনর্থক সান্ত্বনা" দিতে এসেছিলেন (২১:৩৪)। এই বন্ধুরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন এক গোঁড়ামিসূচক মতাদর্শের যা এই কথা বিশ্বাস করে যে, মানুষের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে তার গুনাহের পরিণতি বা কর্মফল। তাদের দেওয়া "সান্ত্বনার" অনেক বড় অংশ জুড়ে ছিল এই নীতি শিক্ষা। তারা ক্রমাগতভাবে আইউবকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেন তিনি নিজের গুনাহ্ স্বীকার করেন এবং তার জন্য অনুশোচনা ও মন পরিবর্তন করেন। এক্ষেত্রে যে সকল পাঠক তাদের নিজেদের জীবনে এ ধরনের মতাদর্শে বিশ্বাসী তাদের প্রত্যেকের জন্য এই বন্ধুদের চরিত্রগুলো যেন আয়না হিসেবে কাজ করছে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আইউবের বন্ধুদের কথাকে আল্লাহ্ "যথার্থ" বলেন নি, বরং আইউবকে তিনি গ্রাহ্য করে নিয়েছেন (৪২:৭)। কিতাবটি সামগ্রিকভাবে এই শিক্ষা দেয় যে, মারাত্মক কষ্টের মধ্যেও বিশ্বস্ত থাকা ও ঈমানে স্থির থাকার জন্য যে কোন ঘটনার পেছনে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকাটা পূর্বশর্ত নয়। উপরন্তু আইউবের গভীর দুঃখবোধ ও প্রশ্ন আল্লাহ্‌কে তাঁর প্রতি নেতিবাচক চিন্তা নিতে প্ররোচিত করে নি।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও প্রেক্ষাপট

আইউব নবীর কিতাবটি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য একটি সার্বজনীন সমস্যাকে নিয়ে আলোচনা করেছে। এমন কি যে সমস্ত মানুষ বিশ্বাস করে এই দুনিয়া কোন সর্বশক্তিমান একক সত্তার নিয়ন্ত্রণে চলছে না, বরং প্রকৃতির নিয়মে আবর্তিত হচ্ছে, তাদের জন্যও এই কিতাবের বক্তব্য প্রযোজ্য। আইউব কিতাবের লেখক বিশেষভাবে তাঁর এই কিতাব তাদের জন্য লিখেছেন যারা একজন একক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী, যিনি ইয়াহ্ওয়েহ্ (মাবুদ) নামে পরিচিত, কারণ তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দান করে থাকেন। এই কিতাবটি একান্তভাবে আল্লাহ্ ও মানুষকে নিয়ে রচিত। যারা দুঃখ কষ্টের পূর্ণ

একটি দুনিয়াতে সার্বভৌম আল্লাহ্‌র কাছে তাদের বিচার পাওয়ার জন্য প্রত্যাশা করছে তাদের জন্য বিশেষভাবে কিতাবটি রচনা করা হয়েছে।

লেখক এই কিতাবে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের পক্ষে ধর্মতাত্ত্বিক মতাদর্শ প্রকাশ করেন নি। আইউবের বন্ধুরা সেক্ষেত্রে বেশ ভাল ভূমিকা পালন করেছেন। এই রহস্য ভেদ করার জন্য তাদের সমস্ত বক্তব্য মানবীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের পরিচয় দান করেছে। কিন্তু লেখক দেখিয়েছেন যে, তাদের শত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্‌ আরও ঘোষণা দিয়েছেন যে, আইউবের বন্ধুরা যা বলেছেন তা ভুল (৪২:৮)। ইলীহূ অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কেউই আইউবের যথোপযুক্ত সান্ত্বনা দানকারী ছিলেন না। দুঃখভোগের সময় ঈমানের জয় লাভের ব্যাপারে লেখক বেশ জোর দিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর গল্পের মূল চরিত্র তথা আইউব সফলতা অর্জন করেছেন। আইউব জয়োল্লাস সহকারে ঘোষণা করেছেন, "কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিদাতা জীবিত" (১৯:২৫)। যিনি আপাতদৃষ্টিতে আইউবকে কষ্ট দিচ্ছেন ও শত্রুতা পোষণ করছেন, তাঁকেই তিনি ভালবেসেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, যা পুরো কিতাবটি জুড়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষের দুঃখভোগ জাতি বা ব্যক্তি নির্বিশেষে সব যুগেই থাকবে। এ কারণে আইউব কিতাবটিকে কোন বিশেষ জাতি, সময় বা স্থানের জন্য উপযুক্ত বলে রায় দিলে ভুল হবে। তবে ইশাইয়া ও দ্বিতীয় বিবরণ কিতাব দুটির সাথে এই কিতাবটির আপাতদৃষ্টিতে যোগসূত্র রয়েছে। অবশ্য লেখক সতর্কতার সাথে বিশেষ কোন প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকে এই কিতাবের ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেন নি।

ইসরাইলের জ্ঞানী সাহিত্যিকগণ সব সময়ই তাঁদের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বদর্শনের প্রেক্ষাপট অনুসারে লিখেছেন। যদিও তাঁরা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে মিসরীয় সভ্যতা থেকে, তথাপি তারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাকে তাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য তা করেছেন, যারা ছিল তাদের রচনার প্রধান ও প্রাথমিক পাঠক। একই সময়ে তারা মনে করেছেন সকল যুগের সকল মানুষের জন্যও তাদের চিন্তা যথোপযুক্ত: "হে সমুদয় জাতি, তোমরা এই কথা শোন, জগৎবাসিরা সকলে, কান দাও। সামান্য লোক বা সম্মানিত লোকের সন্তান; ধনী কি দরিদ্র, নির্বিশেষে শোন। আমার মুখ প্রজ্ঞার কথা বলবে, আমার অন্তরের আলোচনা বুদ্ধির ফল হবে" (জবুর ৪৯:১-৩)। অ-ইসরাইলীয় একজন ব্যক্তিকে কাহিনীর মূল চরিত্র হিসেবে রূপ দান করা, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ নিজে কথা বলেছেন সে পর্যন্ত তাঁর ইসরাইলীয় নামটি ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ না করা (অধ্যায় ৩ থেকে; অবশ্য ইশাইয়া ৪১:২০ আয়াতে আইউব ১২:৯ আয়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়) এবং কোন ধরনের বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ অনুপস্থিত থাকার মধ্য দিয়ে কিতাবটিকে করে তোলা হয়েছে সর্বকালীন ও সার্বজনীন।

আইউব ও তাঁর অবস্থান

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, কিতাবটির ইসরাইলীয় লেখকের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে আইউব ঊষ নগরে বসবাসকারী একজন মানুষ, যা ইসরাইলের সীমান্তের কিছুটা বাইরে অবস্থিত। তাঁর ধার্মিকতা (১:১) ইসরাইলের দৃষ্টিতে একজন আদর্শ ধার্মিক মানুষের প্রতি-রূপ এবং তিনি ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র নামকে স্বীকৃতি দান করেছেন (১:২১)। একই সাথে ইব্রাহিমের বংশধরের সাথে তাঁর যোগসূত্র অকেটাই রহস্যাবৃত থেকে গেছে। কিতাবটির ঘটনাবলী পূর্বপুরুষদের, তথা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সময়কাল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে করা যায়। যেভাবে ইহিস্কেল ১৪:১৪, ২০ আয়াতে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) প্রাচীন কালের আরও দুই ব্যক্তির সাথে আইউবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাতে করে তাঁকে উক্ত প্রাচীন যুগের একজন ব্যক্তি বলেই মনে হয়। কিতাবে আল্লাহ্‌র তৎকালীন প্রচলিত জনপ্রিয় নামগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে: "মাবুদ," অর্থাৎ হিব্রু *ইলোয়াহ্‌*, বা *এলোহিম* শব্দটির একবচন রূপ; এবং "সর্বশক্তিমান," অর্থাৎ হিব্রু *শাদ্দাই*, যা হিজরত কিতাবের সময়কার প্রেক্ষাপটে আরও বেশি মানানসই, হিজ ৩:১৪; ৬:৩ (ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌, মাবুদ নামটি শুধুমাত্র আইউব ১-২ এবং ৩৮-৪২ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, মাঝে শুধুমাত্র ১২:৯ আয়াতে একবার নামটির উল্লেখ রয়েছে)।

নবী ইহিস্কেল নূহ্‌ ও দানিয়ালের নামের সাথে আইউব নামটি উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ তিনি আইউবকে একজন সত্যিকার ব্যক্তি হিসেবে মনে করেছেন। ইয়াকুব ৫:১১ আয়াতেও একই ভাবধারা দেখা যায়: "দেখ, যারা স্থির রয়েছে, তাদেরকে আমরা ধন্য বলি। তোমরা আইউবের ধৈর্যের কথা শুনেছ; প্রভুর পরিণামও দেখেছ, ফলত প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়।" একই সাথে লেখক কিতাবটির সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বহু বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন: আইউব ও তাঁর বন্ধুরা পরস্পরের প্রতি বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে আসলেই এত উচ্চ মার্গীয় কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন কি না সে প্রশ্ন লেখকের উদ্দেশ্যকে কোনমতে ব্যহত করে নি।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্‌র নিজ লোকদের প্রতি তাঁর আচরণ ও পরিকল্পনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কষ্টের ঘটনা বারবার ঘটতে দেখা যায়। আইউব কিতাবটি আল্লাহ্‌র লোকদেরকে এ কথা মনে করিয়ে দেয় যে, তাদের এমন এক শত্রু রয়েছে যে সব সময় তাদেরকে

হেয় করার চেষ্টায় রয়েছে (শয়তান), এবং আইউবের বন্ধুদের অজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঈমানদারগণ স্মরণ করতে পারবেন যে, তারা যেটুকু কষ্ট ভোগ করছেন দেখতে পাচ্ছেন তা আসলে মানব জাতির সামগ্রিক দুঃখ ও কষ্টের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। এতে করে ঈমানদারগণ তাদের জীবনের সমস্ত জটিলতা ও কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান ধরে রাখতে ও তাঁকে মান্য করতে সক্ষম হন। তাতে ঈমানদারেরা একে অন্যকে মহব্বত ও নম্রতার রূহে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করতে পারেন (রোমীয় ১২:১৫)। ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে এই জটিলতা দূর হয় নি। তবে তাতে করে "নাজাতদাতার" প্রতি আইউবের প্রত্যাশা আরও দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে (আইউব ১৯:২৫-২৭)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

কিতাবটির সামগ্রিক কাঠামো জুড়ে রয়েছে ধার্মিক আইউবের পতন এবং তাঁর পুনরুদ্ধারের বিস্তৃত বর্ণনা (১:১–২:১৩; ৪২:৭-১৭)। এখানে পাঠকগণ এক নির্দোষ মানুষকে দেখতে পাবেন, যখন তাঁর অজান্তে আল্লাহ্‌ তাঁকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ায় তাঁর শান্তি ও সমৃদ্ধি করুণভাবে বিনষ্ট হতে শুরু করল (১:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। ১:৯ আয়াতে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছে, "আইউব কি বিনা লাভে আল্লাহ্‌কে ভয় করে?" এই প্রশ্ন থেকেই কাহিনীর মূল ধারার সূত্রপাত এবং কিতাবটির শেষে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দান করা হয়েছে।

প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের এই ধরনের মাঝে অবশ্য স্থান পেয়েছে নাটকীয় কাব্যিক কথোপকথন, যা শ্রোতাদের কাছে কাহিনীর মূল চরিত্রগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করেছে। আইউবের একক কথোপকথন বা বক্তব্য (অধ্যায় ৩; ২৮; ২৯-৩১) তাঁর তিন বন্ধু ইলীফস, বিল্‌দদ ও সোফরের সাথে (২:১১) তিন দফা মীমাংসাবিহীন বিতর্কের মাঝে বিরতি হিসেবে কাজ করেছে (অধ্যায় ৪–১৪; ১৫–২১; ২২–২৭)। শুরুতে তাদের কথোপকথনের বিষয়বস্তু ছিল আইউবের সততা ও নিষ্ঠা (৩:২৩-২৫; ৬:৪) এবং তাঁর বন্ধুদের সহানুভূতি (৪:২-৫)। কিন্তু পরবর্তীতে তা রূপ নেয় আইউবের তিক্ততা ও আত্মপক্ষ সমর্থনে (অধ্যায় ২৭) এবং সবশেষে তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া তীব্র অভিযোগের রোষে (অধ্যায় ২২)। পুরোটা সময় জুড়ে আপাতদৃষ্টিতে প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ইলীফসের এই প্রশ্ন: "আল্লাহ্‌র সম্মুখে কোন মানুষ কি ধার্মিক হতে পারে? নিজের নির্মাতার চেয়ে মানুষ কি খাঁটি হতে পারে?" (৪:১৭; এ প্রসঙ্গে দেখুন আইউবের উক্তি ৯:২; ৩১:৬; বিল্‌দদের উক্তি ২৫:৪)। ক্রমান্বয়ে আইউব যতই তাঁর বন্ধুদের সরল নীতিকথার বিপরীতে তাঁর নির্দোষিতার সপক্ষে কথা বলছিলেন, ততই আইউবের বিপক্ষে তাঁর বন্ধুদের সমালোচনার পাহাড় আরও জমে উঠছিল।

আইউব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সমর্থন এবং একজন মধ্যস্থতাকারী প্রত্যাশা করেছেন, যিনি এই পরিস্থিতি থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন (৯:৩৩; ১৬:১৯-২১; ১৯:২৫-২৭)। পাঠকগণ এর আগেই আইউবের এই দুঃখ কষ্টের পেছনে নিহিত বেহেশতী রহস্য জানতে পেরেছেন। সবশেষে তারা প্রত্যাশা করবেন আল্লাহ্‌র নিজ বক্তব্য, যার মধ্য দিয়ে সকল বিতর্কের অবসান হবে, আইউবের বন্ধুদের ভুল ভ্রান্তিগুলোকে চিহ্নিত করা হবে এবং আইউব তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে উদ্ধার পাবেন। তবে এখন সেটি ঘটছে না – অন্তত এখনই নয়।

বরং নতুন আরেকটি চরিত্রের আগমন ঘটেছে, কিতাবটিতে একমাত্র যে ব্যক্তির ইহুদী নাম রয়েছে: ইলীহূ (এই নামের অর্থ "তিনি আল্লাহ্‌", বা "ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-ই আল্লাহ্‌")। তিনি বারখেলের পুত্র (এই নামের অর্থ "আল্লাহ্‌ আমাদের দোয়া করুন" বা "আল্লাহ্‌ দোয়া করেছেন," ৩২:৬)। এক নাগাড়ে পাঁচটি অধ্যায় ধরে (অধ্যায় ৩২-৩৭) তিনি আইউব ও তাঁর বন্ধুদেরকে তিরস্কার করেছেন – কিন্তু কীভাবে পাঠকেরা তাঁর এই ভূমিকাকে উপলব্ধি করবেন? কিতাবের ব্যাখ্যাকারীগণ তাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে বহু মত পোষণ করে থাকেন। কিতাবের কালাম থেকে বেশ কিছু বিষয় উঠে আসে। (১) ইলীহূ সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও সেই "মধ্যস্থতাকারী" ছিলেন যাকে আইউব প্রত্যাশা করছিলেন। ইলীহূ পূর্ণাঙ্গভাবে আইউবের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও তিনি সঠিক দিক নির্দেশ করেছেন। (২) এই কথোপকথন প্রথা, রীতি-নীতি ও তা পালনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে; ইলীহূ অনুপ্রেরণা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন (৩২:৮, ১৮-২০)। অনেকে এই বক্তব্যকে পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাসূচক কথোপকথনের প্রতি নবীয়তী সুলভ প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখে থাকেন। (৩) ইলীহূ আইউব ও তাঁর বন্ধুদের বিতর্ক থেকে উভয় পক্ষের ঘাটতি ও দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন ও সেগুলোকে উল্লেখ করেছেন (৩৩:১; ৩৪:২)। আবারও ইলীহূ এখানে ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ্‌ স্বয়ং এখানে কী অবস্থান গ্রহণ করতেন (অধ্যায় ৩৮-৪২)। (৪) সম্ভবত ইলীহূর ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইলীহূ পুরো বিতর্কটিকে নতুন ধাঁচে মোড় দিয়েছেন। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু আইউব এবং মানবীয় নৈতিকতা থেকে সরে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই নীতির উপরে যে, আল্লাহ্‌ আমাদের সমস্ত নিশ্চয়তা ও প্রত্যাশার উৎসস্থল (৩৬:২২-২৩; ৩৭:১৪-২৪)।

সেই সাথে ইলীহূ হয়তোবা তাঁর এই অবদানকে একটু বেশিই বড় করে দেখছিলেন (৩২:৬-১০)। তিনি তাঁর অন্য তিন বন্ধুর মতই এই ঘটনার মূল কারণ সম্পর্কে জানতেন না (অধ্যায় ১-২) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তাদের চেয়েও বেশি তর্ক করছিলেন। তাছাড়া যখন মাবুদ

অবশেষে কথা বললেন (৩৮:১), তখন আপাতদৃষ্টিতে তিনি ইলীহূকে যেন সম্পূর্ণভাবে এড়িয়েই গেলেন (৪২:৭)। ইলীহূ যদিও তাঁর বক্তব্যের মাঝে বেশ কিছু সত্যকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু যেভাবে তিনি সেগুলোকে প্রয়োগ করেছেন এবং আইউবের ব্যাপারে তিনি যে ধরনের বক্তব্য রেখেছেন তার সাথে আল্লাহ্‌র বক্তব্যকে তুলনা করলে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখতে পাই। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ইলীহূর বক্তব্য কাহিনীর যবনিকা ঘটাতে বিলম্ব ঘটিয়েছে ও আরও রোমাঞ্চ তৈরি করেছে।

সবশেষে মাবুদ আল্লাহ্‌ ঘূর্ণি বাতাসের মধ্য দিয়ে এলেন (৩৮:১; ৪০:৬) – যেভাবে আইউব ধারণা করেছিলেন (৯:১৭)। "ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ কথা বললেন" (অধ্যায় ৩৮-৪১)। তবে তিনি সরাসরি আইউবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বরং প্রতিটি বাস্তবতার পেছনে, বিশেষ করে আইউবের কষ্টভোগের পেছনে যে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি রয়েছে তা প্রকাশ করেছেন।

কিতাবের ভূমিকার (অধ্যায় ১ ও ২) মধ্য দিয়ে পাঠকগণ "সত্য" সম্পর্কে জেনেছেন, যা তাদেরকে কথোপকথনের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে এবং কিতাবটির উপসংহারের মধ্য দিয়ে মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। আইউব প্রথমে তাঁর নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখলেও ক্রমাগত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আরও বেশি করে বুঝতে পারি। অপর দিকে, তাঁর বন্ধুরা কিছু মৌলিক সত্যের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তাদের "গোঁড়ামি" থাকা সত্ত্বেও পাঠকগণ খুব ভাল করে বুঝতে পারবেন আইউবের দোষ গুণ বিচারের ক্ষেত্রে কতটা তাঁর প্রতি প্রযোজ্য ছিল। এভাবেই আইউবের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ প্রশংসা ও বন্ধুদের প্রতি আইউবের পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতার নির্দেশনা দানের (৪২:৭-৯) কারণ ও পটভূমি প্রথম দুটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই কিতাবের সর্ব প্রধান শব্দ হচ্ছে "সান্ত্বনা"; কিতাবটিতে দেখানো হয়েছে আমরা সত্যিকার সান্ত্বনা কোথা থেকে পেতে পারি। ২:১১ আয়াতে আইউবের তিন বন্ধু তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসেন; ৬:১০ আয়াতে আইউব এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেন যে, তিনি পবিত্র আল্লাহ্‌র নাম অস্বীকার করেন নি; ৭:১৩ আয়াতে আইউব দাবী করেন যে, আল্লাহ্‌ কখনোই চান না তাঁর বিছানা সান্ত্বনায় পূর্ণ হোক। ১৫:১১ আয়াতে ইলীফস আইউবকে আল্লাহ্‌র সান্ত্বনা দান করার ঘোষণা দেন, অপরদিকে ১৬:২ আয়াতে আইউব তাঁর বন্ধুদেরকে অনর্থক সান্ত্বনা দানকারী বলেছেন। ২১:৩৪ আয়াতে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তারা সকলে অসার বাক্য দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ২১:২ আয়াতে আইউব হাস্যকরভাবে বলেন যে, তারা যদি তাঁর কথা শোনেন তাহলে তারা সান্ত্বনা পাবেন। মূল বিষয়টি পাওয়া যায় ৪২:৬ আয়াতে: আল্লাহ্‌ যখন কথা বললেন তখন আইউব বলতে পেরেছেন যে, তিনি "ধুলা ও ভস্মে সান্ত্বনা লাভ করেছেন।" "যখন আইউবের আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর বন্ধুরা ৪২:১১ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলেন তখন সত্যিই এক মজার দৃশ্যের অবতারণা ঘটে: কারণ আইউবের যে সান্ত্বনার দরকার ছিল তা তিনি আল্লাহ্‌র সেই জ্ঞানের দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, যে জ্ঞান অনুসন্ধান করে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রধান আয়াত: "মাবুদ শয়তানকে বললেন, আমার গোলাম আইউবের প্রতি কি তোমার মন পড়েছে? কেননা তার মত সিদ্ধ ও সরল, আল্লাহ্‌ভীরু ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক দুনিয়াতে কেউই নেই; সে এখনও তাঁর সিদ্ধতা রক্ষা করছে, যদিও তুমি অকারণে তাকে বিনষ্ট করতে আমাকে প্ররোচিত করেছ" (২:৩)।

প্রধান প্রধান ব্যক্তি: আইউব, তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্‌দদ, নামাথীয় সোফর, বূষীয় ইলীহূ।

আইউব কিতাবের রূপরেখা:

১. হযরত আইউব নবীর সম্পদ ও বিপদ (১:১-২:১৩)
   ক. হযরত আইউব নবীর সততা (১:১-৫)
   খ. প্রথম পরীক্ষা (১:৬-২২)
      ১. হযরত আইউবের চরিত্রের উপর আঘাত (১:৬-১২)
      ২. হযরত আইউব সর্বস্ব হারালেন (১:১৩-১৯)
      ৩. আইউবের স্বীকারোক্তি ও প্রত্যয় (১:২০-২২)
   গ. দ্বিতীয় পরীক্ষা (২:১-১০)
      ১. হযরত আইউবের স্বাস্থ্যের উপর আক্রমণ (২:১-৬)
      ২. হযরত আইউবের কষ্ট ও স্বীকারোক্তি (২:৭-১০)
      ৩. হযরত আইউবের তিন বন্ধুর সান্ত্বনা (২:১১-১৩)
২. তর্ক-বিতর্ক: আইউবের কষ্ট ও আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে তাঁর অবস্থান (৩:১-৪২:৬)
   ক. হযরত আইউব: জন্মদিনকে নিয়ে অসন্তোষ (৩:১-২৬)
      ১. ভূমিকা (৩:১-২)
      ২. জন্মদিনকে অভিশাপ দেন (৩:৩-১০)
      ৩. আইউব একটু বিশ্রাম চান (৩:১১-১৯)
      ৪. আইউব তাঁর কষ্টের কারণে মাতম করছেন (৩:২০-২৬)
   খ. তাঁর বন্ধুরা: আইউব কি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সঠিক আছেন? (৪:১-২৫:৬)
      ১. প্রথম সার্কেল (৪:১-১৪:২২)
         ক. ইলীফসের প্রথম কথা: হযরত আইউব

গুনাহ্ (৪:১-৫:২৭)
গ. হযরত আইউবের জবাব: আমার অভিযোগ ন্যায্য (৬:১-৭:২১)
ঘ. বিল্‌দদ: আইউবের তওবা করা উচিত (৮:১-২২)
ঙ. হযরত আইউবের জবাব: মানুষ কেমন করে আল্লাহ্‌র সামনে ধার্মিক হতে পারে? (৯:১-১০:২২)
চ. সোফর: আইউবের দোষের শাস্তি হওয়া উচিত (১১:১-২০)
ছ. হযরত আইউবের জবাব: আমি হাসির পাত্র হয়েছি (১২:১-১৪:২২)
৩. দ্বিতীয় সার্কেল (১৫:১-২১:৩৪)
ক. ইলীফস: আইউব ধর্মনিন্দা করেছে (১৫:১-৩৫)
খ. আইউবের জবাব: আমার হাতে জুলুম নেই (১৬:১-১৭:১৬)
গ. বিল্‌দদ: আল্লাহ্ দুষ্টতার শাস্তি দেন (১৮:১-২১)
ঘ. হযরত আইউবের জবাব: আমি জানি আমার মুক্তিদাতা জীবিত (১৯:১-২৯)
ঙ. সোফর: দুষ্টদের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী (২০:১-২৯)
চ. হযরত আইউবের জবাব: দুষ্টরা প্রায়ই শাস্তি পায় না (২১:১-৩৪)
৪. তৃতীয় সার্কেল (২২:১-২৫:৬)
ক. ইলীফস: আইউবের দুষ্টতা ভীষণ (২২:১-৩০)
খ. হযরত আইউবের জবাব: আমার অভিযোগ তিক্ত (২৩:১-২৪:২৫)
গ. বিল্‌দদ: মানুষ কি আল্লাহ্‌র সম্মুখে ধার্মিক হতে পারে? (২৫:১-৬)
ঘ. আইউব: আল্লাহর শক্তি, প্রজ্ঞার স্থান, ও সততার পথ (২৬:১-৩১:৪০)
১. হযরত আইউবের জবাব: আল্লাহ্‌র মহিমার তত্ত্ব পাওয়া যায় না (২৬:১-১৪)
২. হযরত আইউব তাঁর নির্দোষিতা পুনর্ব্যক্ত করেন (২৭:১-২৩)
৩. কোথায় প্রজ্ঞা পাওয়া যায় (২৮:১-২৮)
৪. হযরত আইউব নিজের পক্ষে কথা বলা শেষ করেন (২৯:১-৩১:৪০)
ঙ. ইলীহূ হযরত আইউবের বন্ধুদের দোষারোপ করেন (৩২:১-৩৭:২৪)
১. ইলীহূ হযরত আইউবের বন্ধুদের দোষারোপ করেন (৩২:১-৫)
২. যৌবন কালের কণ্ঠস্বর (৩২:৬-২২)
৩. ইলীহূ হযরত আইউবকে ভর্ৎসনা করেন (৩৩:১-৩৩)
৪. ইলীহূ আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার ঘোষণা করেন (৩৪:১-৩৭)
৫. ইলীহূ আত্ম ধার্মিকতার দোষারোপ করেন (৩৫:১-১৬)
৬. ইলীহূ আল্লাহ্‌র মহিমার বন্দনা করেন (৩৬:১-৩৭:২৪)
চ. হযরত আইউবের প্রতি মাবুদের কথা (৩৮:১-৪২:৬)
১. প্রথম চ্যালেঞ্জ: এই বিশ্বভ্রম্মাণ্ড সম্বন্ধে বুঝতে পারা (৩৮:১-৪০:২)
২. আইউব নিরোত্তর (৪০:৩-৫)
৩. দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ: ন্যায়বিচার ও ক্ষমতা বুঝতে পারা (৪০:৬-৪১:৩৪)
৪. আইউবের সমর্পণ (৪২:১-৬)
৫. উপসংহার: হযরত আইউবের উক্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ ও দুর্দশার মোচন (৪২:৭-১৭)
ক. আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুদের ভর্ৎসনা করেন (৪২:৭-৯)
খ. হযরত আইউবের দুর্দশার মোচন ও দ্বিগুণ ফিরে পাওয়া (৪২:১০-১৭)

আইউব কিতাবের মূল বিষয়

	ব্যাখ্যা	গুরুত্ব
কষ্টভোগ করা	আইউব নবীর কোন ভুল, অন্যায় বা পাপ না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ধন-সম্পদ ছেলেমেয়ে ও নিজের স্বাস্থ্য হারিয়েছেন। এমন কি, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নিন্দা-মন্দ করেছেন যে, তিনি তাঁর নিজের কারণেই এই বিপদ নিজের উপর ডেকে এনেছেন। আইউবের কাছে তাঁর দুঃখ-কষ্ট বা ব্যাথা বড় পরীক্ষা ছিল না কিন্তু আসলে তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে, কেন আল্লাহ্ এই কষ্ট তাঁর জীবনে আসতে অনুমতি দিচ্ছেন।	পাপের জন্য মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে, কিন্তু তা সব সময়ই যে পাপের কারণে হয়ে থাকে তা সঠিক নয়। ঠিক একই ভাবে, মানুষের জীবনে অর্থ-সম্পদ সব সময়ই যে ভাল কাজের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কার হিসাবে জীবনে যুক্ত হয় তা নয়। যারা আল্লাহ্কে ভালবাসেন তাদের জীবনে যে, দুঃক-কষ্ট আসবে না তা নয়। যদিও আমরা হয়তো পুরাপুরি ভাবে বুঝতে সমর্থ হব না যে, যে দুঃখ-কষ্ট আমরা ভোগ করছি তা হয়তো আমাদেরকে আরও আল্লাহ্কে নতুনভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।
শয়তানের আক্রমণ	শয়তান আইউব ও আল্লাহ্র মধ্যে এমন এক চাতুরীপূর্ণ খেলা খেলেছে যে, যাতে আইউব এই কথা বিশ্বাস করেন, এই দুনিয়াতে আল্লাহ্ যে শাসন পরিচালনা করেন তা ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতায় পূর্ণ নয়। শয়তান অবশ্য অনুমতি চেয়েছিল যেন সে আইউবের ধন-সম্পত্তি, ছেলেমেয়ে ও স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতি সাধন করতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাকে কিছু সীমিত ক্ষমতা দিয়েছিলেন।	শয়তানের আক্রমনকে আমাদের অবশ্যই চিনতে হবে, তাকে ভয় পেতে নয়। এর কারণ হল, শয়তানকে তার সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। আপনার জীবনের এমন কোন অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে কাজে লাগাতে দেবেন না যাতে আপনার ও আল্লাহ্র সম্পর্কের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শয়তান কিভাবে আক্রমন করবে যদিও আপনি তা নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন না, কিন্তু সেটা কিভাবে মোকাবেলা করবেন তা কিন্তু আপনারই হাতে। আপনাকে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
আল্লাহ্র মঙ্গলময়তা	আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছা নিখুঁত ও সিদ্ধ। তবুও তিনি সব সময় এমনভাবে কাজ করেন না যে, আমরা তা বুঝতে পারব। আউবের উপর যা ঘটেছে তা আমরা বুঝতে পারি না কারণ আল্লাহ্র লোকেরা সাধারণত বিশ্বাস করে যে, যারা আল্লাহ্র লোক তারা সব সময়ই উন্নতি লাভ করবে। যখন আইউব খুব দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে সময় পার করছিলেন তখন আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, এবং তিনি তাঁকে দেখিয়েছেন তাঁর শক্তিময়তা ও তাঁর বিজ্ঞতা যা আমাদের জীবনে মঙ্গলময়তা বয়ে আনে।	যদিও আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান তবুও কোন কোন সময় মনে হয় তিনি অনেক দূরে। এর ফলে আমাদের অনেক সময় একাকী মনে হয়, ও তিনি আমাদের প্রতি যত্ন নেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্ট হয়। আল্লাহ যা তা ভেবে নিয়েই আমাদের তাঁর সেবা করতে হবে, আমরা যা ভাবি তা নিয়ে নয়। তিনি কখনও আমাদের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করতে পারেন না তা নয়। কারণ তিনি সম্পূর্ণ; সেজন্য অবশ্যই আমাদের তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরতায় জীবন-যাপন করতে হবে।

হযরত আইউব নবীর সম্পদ ও বিপদ

১ ১ ঊষ দেশে আইউব নামে এক জন ব্যক্তি
ছিলেন; তিনি সিদ্ধ ও সরল, আল্লাহ্‌ভীরু ও
কুকর্মত্যাগী ছিলেন। ২ তাঁর সাত পুত্রটি ও তিনটি
কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ৩ তাঁর সাত হাজার ভেড়া,
তিন হাজার উট, পাঁচ শত জোড়া বলদ ও পাঁচ
শত গাধী, এই পশুধন এবং অনেক গোলাম-বাঁদী
ছিল; বস্তুত পূর্বদেশের লোকদের মধ্যে সেই
ব্যক্তি সবচেয়ে মহান ছিলেন।
৪ তাঁর পুত্ররা প্রত্যেকে যার যার দিনে গিয়ে
নিজ নিজ বাড়িতে ভোজ প্রস্তুত করতো এবং
লোক পাঠিয়ে তাদের তিন বোনকেও তাদের
সঙ্গে ভোজন-পান করার জন্য দাওয়াত করতো।
৫ পরে তাদের ভোজের দিনগুলো গত হলে
আইউব তাদেরকে আনিয়ে পাক-পবিত্র করতেন,
আর প্রত্যুষে উঠে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি
করে পোড়ানো-কোরবানী দিতেন; কারণ আইউব
বলতেন, কি জানি, আমার পুত্ররা গুনাহ্‌ করে
মনে মনে আল্লাহ্‌কে অসম্মান করেছে। আইউব
সতত এরকম করতেন।

[১:১] জবুর ১১:৭; ১০৭:৪২; মেসাল ২১:২৯; মীখা ৭:২।
[১:২] জবুর ১২৭:৩; ১৪৪:১২।
[১:৩] জবুর ১০৩:১০।
[১:৬] ২শামু ২৪:১; ২খান্দান ১৮:২১; জবুর ১০৯:৬; লূক ২২:৩১।
[১:৭] পয়দা ৩:১; ১পিতর ৫:৮।
[১:৮] জবুর ২৫:১২; ১১২:১; ১২৮:৪।
[১:৯] ১তীম ৬:৫।
[১:১০] ১শামু ২৫:১৬।
[১:১১] লূক ২২:৩১।

হযরত আইউবের চরিত্রের উপর আঘাত

৬ এক দিন আল্লাহ্‌র পুত্রেরা মাবুদের সম্মুখে
দণ্ডায়মান হবার জন্য উপস্থিত হলেন, তাঁদের
মধ্যে শয়তানও উপস্থিত হল। ৭ মাবুদ
শয়তানকে বললেন, তুমি কোথা থেকে আসলে?
শয়তান মাবুদকে জবাবে বললো, আমি দুনিয়া
পর্যটন ও সেখানে ইতস্তত ভ্রমণ করে আসলাম।
৮ তাতে মাবুদ শয়তানকে বললেন, আমার
গোলাম আইউবের উপরে কি তোমার মন
পড়েছে? কেননা তার মত সিদ্ধ ও সরল,
আল্লাহ্‌ভীরু ও কুকর্মত্যাগী লোক দুনিয়াতে
কেউই নেই। ৯ শয়তান উত্তরে মাবুদকে বললো,
আইউব কি বিনা লাভে আল্লাহ্‌কে ভয় করে?
১০ তুমি তার চারদিকে, তার বাড়ির চারদিকে ও
তার সর্বস্বের চারদিকে কি বেড়া দাও নি? তুমি
তার হাতের কাজ দোয়াযুক্ত করেছ এবং তার
পশুধন দেশময় ছেয়ে গেছে। ১১ কিন্তু তুমি
একবার হাত বাড়িয়ে তার সর্বস্ব স্পর্শ কর, তবে

১:১ ঊষ দেশ। জর্ডান উপত্যকার পূর্ব দিকে অবস্থিত এক বিশাল ভূখণ্ড (আয়াত ৩ দেখুন), যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণে ইদোম (পয়দা ৩৬:২৮; মাতম ৪:২১ দেখুন) এবং উত্তরে অরাম (পয়দা ১০:২৩; ২২:২১ দেখুন; এর সাথে ১ খান্দান ১৮:৫ আয়াতের নোটও দেখুন)।

সিদ্ধ ও সরল। রূহানিক ও নৈতিক দিক থেকে তিনি ছিলেন সরল মনা (জবুর ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এর অর্থ এই নয় যে, আইউবের কোন গুনাহ্‌ ছিল না। পরবর্তীতে তিনি তাঁর নিজ নৈতিক শুদ্ধতার সপক্ষে কথা বললেও তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি একজন গুনাহ্‌গার ছিলেন (৬:২৪; ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

আল্লাহ্‌ভীরু। ২৮:২৮; মেসাল ৩:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ২০:১১ আয়াতের নোটও দেখুন।

১:৫ ভোজের দিন। বিশেষ উপলক্ষ্য থাকলে কয়েক সপ্তাহ ধরে ভোজ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত (পয়দা ২৯:২৭; কাজী ১৪:১২ আয়াত দেখুন)।

পাক-পবিত্র করতেন। সন্তানদের জন্য যে কোরবানী তিনি উৎসর্গ করতেন তার জন্য তাদেরকে তিনি আগে পাক-পবিত্র করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত করে নিতেন (হিজ ১৯:১০,১৪ দেখুন, যেখানে এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দের অর্থ হচ্ছে "পবিত্রীকৃত করা")।

পোড়ানো-কোরবানী দিতেন। মূসা যে শরীয়তী আইন প্রবর্তন করেছিলেন তা অনুসারে গৃহের কর্তা অর্থাৎ পিতা ইমামের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন (পয়দা ১৫:৯-১০ দেখুন)।

১:৬ আল্লাহ্‌র পুত্রেরা মাবুদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবার জন্য উপস্থিত হলেন। এই আয়াত এবং ২:১; ৩৮:৭ আয়াতের নোট দেখুন। তারা বেহেশতী বাহিনীর সদস্য হিসেবে মাবুদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, যারা সব সময় আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে থাকতেন (১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ৮৯:৫-৭; ইয়ার ২৩:১৮,২২ এবং ২৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

শয়তান। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ "অভিযোগকারী" বা "প্রতিপক্ষ" (দেখুন প্রকা ১২:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। আইউব কিতাবে এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির ক্ষেত্রে সব সময় শয়তান শব্দটি সর্বনাম পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১ খান্দান ২১:১ আয়াতে অবশ্যই শয়তান শব্দটি নাম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১:৭ মাবুদ। অর্থাৎ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌, ইসরাইল জাতির সাথে আল্লাহ্‌ এই নামে নিজেকে পরিচিত করেছেন (ভূমিকা: লেখক দেখুন; সেই সাথে পয়দা ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৮ আমার গোলাম আইউবের উপরে কি তোমার মন পড়েছে? শয়তান নয়, বরং মাবুদ আল্লাহ্‌ই এই কথোপকথন শুরু করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আইউবের উপরে মহা পরীক্ষা নেমে এসেছিল। মাবুদ আল্লাহ্‌ আইউবকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন যার বিরুদ্ধে "অভিযোগকারী" শয়তান কোন অভিযোগই করতে পারবে না।

আমার গোলাম। ৪২:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন; আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাঁর পরিচর্যা কাজে বিশ্বস্ত এমন ব্যক্তির পরিচয় সেখানে দেওয়া হয়েছে (যেমন মূসা, শুমারী ১২:৭; দাউদ ২ শামু ৭:৫; এর সাথে ইশা ৪২:১; ৫২:১৩; ৫৩:১১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১:৯ শয়তান। "অভিযোগকারী" শয়তান আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্পর্ধার সাথে অভিযোগ করল। সে তাঁকে এই বলে অভিযুক্ত করল যে, আল্লাহ্‌ আইউবকে যে ধার্মিকতার জন্য প্রশংসিত করেছেন সেই ধার্মিকতা প্রকৃতপক্ষে আইউবের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্বরূপ সমস্ত পার্থিব দানের প্রতিফলন। এভাবেই শয়তান আল্লাহ্‌ ও তাঁর বিশ্বস্ত গোলামদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে।

১:১০ বেড়া। প্রতীকী অর্থে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা (ইশা ৫:৫ দেখুন; এর সাথে আইউব ৩:২৩ আয়াতের তুলনা করুন)।

১:১১ হাত বাড়িয়ে তার সর্বস্ব স্পর্শ কর। ৪:৫ আয়াত দেখুন। সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে অসম্মান করবে। কিন্তু আইউব কখনোই আল্লাহ্‌কে অসম্মান করেন নি (আয়াত ১২; ২:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে অসম্মান করবে। ১২ তখন মাবুদ শয়তানকে বললেন, দেখ, তার সর্বস্বই তোমার হস্তগত; তুমি কেবল তার উপরে হস্তক্ষেপ করো না। তাতে শয়তান মাবুদের সম্মুখ থেকে বের হয়ে চলে গেল।

হযরত আইউব সর্বস্ব হারালেন

১৩ পরে কোন এক দিন আইউবের পুত্রকন্যারা তাদের বড় ভাইয়ের বাড়িতে ভোজন ও আঙ্গুর-রস পান করছিল, ১৪ এমন সময়ে আইউবের কাছে এক জন দূত এসে বললো, বলদেরা হাল বইছিল এবং গাধীরা তাদের পাশে চরছিল, ১৫ ইতোমধ্যে শিবায়ীয়েরা আক্রমণ করে সেসব নিয়ে গেল এবং তলোয়ারের আঘাতে যুবকদেরকে হত্যা করলো; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা পেয়েছি। ১৬ সে কথা বলছিল, ইতোমধ্যে আর এক জন এসে বললো, আসমান থেকে আল্লাহ্‌র আগুন পড়ে ভেড়ার পাল ও যুবকদেরকে পুড়িয়ে দিল, তাদেরকে গ্রাস করলো; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা পেয়েছি। ১৭ সে কথা বলছিল, ইতোমধ্যে আর এক জন এসে বললো, কল্‌দীয়েরা তিন দল হয়ে উটের পাল আক্রমণ করে তাদেরকে নিয়ে গেল এবং তলোয়ারের আঘাতে যুবকদেরকে হত্যা করলো; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা পেয়েছি। ১৮ সে কথা বলছিল, ইতোমধ্যে আর এক জন এসে বললো, আপনার পুত্রকন্যা তাঁদের বড় ভাইয়ের বাড়িতে ভোজন ও আঙ্গুর-রস পান করছিল, ১৯ আর দেখুন, মরুভূমির মধ্য থেকে একটা ভারী ঝড় উঠে গৃহটির চার কোণে লাগল, আর যুবকদের উপরে গৃহ ভেঙ্গে পড়লো। তাতে তাঁদের মৃত্যু হল; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা পেয়েছি।

২০ তখন আইউব উঠে নিজের কাপড় ছিঁড়লেন, মাথা মুণ্ডন করলেন ও ভূমিতে পড়ে সেজ্‌দা করলেন, ২১ আর বললেন, আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ এসেছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরে যাব; মাবুদ দিয়েছিলেন, মাবুদই নিয়েছেন; মাবুদের নাম ধন্য হোক। ২২ এই সমস্ত কিছু ঘটলেও আইউব গুনাহ্‌ করলেন না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অবিবেচনার দোষারোপ করলেন না।

হযরত আইউবের স্বাস্থ্যের উপর আক্রমণ

২ ১ আর এক দিন আল্লাহ্‌র পুত্ররা মাবুদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবার জন্য উপস্থিত হলে তাঁদের মধ্যে শয়তানও মাবুদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবার জন্য উপস্থিত হল। ২ মাবুদ শয়তানকে বললেন, তুমি কোথা থেকে আসলে? শয়তান মাবুদকে জবাবে বললো, আমি দুনিয়া পর্যটন ও সেখানে ইতস্তত ভ্রমণ করে আসলাম। ৩ মাবুদ শয়তানকে বললেন, আমার গোলাম আইউবের প্রতি কি তোমার মন পড়েছে? কেননা তার মত সিদ্ধ ও সরল, আল্লাহ্‌ভীরু ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক দুনিয়াতে কেউই নেই; সে এখনও তাঁর সিদ্ধতা রক্ষা করছে, যদিও তুমি অকারণে তাকে বিনষ্ট করতে আমাকে প্ররোচিত

[১:১২] ১করি ১০:১৩।
[১:১৪] পয়দা ৩৬:২৪।
[১:১৫] পয়দা ১০:৭।
[১:১৬] ১বাদশা ১৮:৩৮; ২বাদশা ১:১২।
[১:১৭] পয়দা ১১:২৮, ৩১।
[১:১৯] জবুর ১১:৬; ইশা ৫:২৮; ইয়ার ৪:১১; ইহি ১৭:১০; হোশেয় ১৩:১৫; মথি ৭:২৫।
[১:২০] পয়দা ৩৭:২৯; মার্ক ১৪:৬৩।
[১:২১] কাজী ১০:১৫; হেদা ৭:১৪; ইয়ার ৪০:২; ইফি ৫:২০; ১থিষ ৫:১৮; ইয়াকুব ৫:১১।
[১:২২] জবুর ৩৯:১; মেসাল ১০:১৯; ১৩:৩; ইশা ৫৩:৭; রোমীয় ৯:২০।
[২:১] পয়দা ৬:২।
[২:৩] হিজ ২০:২০।

অসম্মান। অর্থাৎ বদদোয়া দেওয়া। পয়দা ১২:৩ আয়াত দেখুন।

১:১২ দেখ, তার সর্বস্বই তোমার হস্তগত। আইউবকে নিপীড়ন ও অত্যাচার করার জন্য অভিযোগকারী শয়তানকে অনুমতি দেওয়া হল (আয়াত ১২), কিন্তু তাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হল না (আয়াত ১৬,১৯), শয়তানকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীনে রাখা হল (১ খান্দান ২১:১ আয়াতের সাথে ২ শামু ২৪:১ আয়াতের তুলনা করা হল; ১ শামু ১৬:১৪; ২ শামু ২৪:১৬; ১ করি ৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন; ২ করি ১২:৭; ইব ২:১৪ দেখুন)। তবে এই প্রতিযোগিতা মোটেও বানোয়াট কিছু ছিল না। সত্যিই কি আইউব মুখের উপরে আল্লাহ্‌র অসম্মান করবেন? যদি আইউব তা না করেন, তাহলে শয়তান মিথ্যা প্রমাণিত কবে এবং আইউবের উপরে আল্লাহ্‌র আস্থা ও আনন্দ আরও গভীর হবে।

১:১৫ শিবায়ীয়। সম্ভবত দক্ষিণ আরবের শেবা দেশের অধিবাসীরা, যারা মসলা, স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথরের বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১০:১-১৩ আয়াতের শেবা দেশের রাণীর বিবরণ পড়ুন; সেই সাথে জবুর ৭২:১০; ইশা ৬০:৬; ইয়ার ৬:২০; ইহি ২৭:২২; যোয়েল ৩:৮ আয়াত দেখুন)। আইউব ৬:১৯ আয়াতে শিবায়ীয়দেরকে পথিকদল বা যাযাবর বণিক বলা হয়েছে এবং তাদেরকে টেমা নগরীর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে (যা জেরুশালেম থেকে ৩৫০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত)।

১:১৬ আল্লাহ্‌র আগুন। বজ্রপাত (শুমারী ১১:১ আয়াতের নোট দেখুন; ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৩৮; ২ বাদশাহ্‌ ১:১২ আয়াত দেখুন)।

১:১৭ কল্‌দীয়। ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই গোষ্ঠী ছিল যাযাবর, যারা এর পরে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে তারাই বখতে-নাসারের নব্য ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়ে ওঠে (উযা ৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১৯ একটা ভারী ঝড়। টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়।

১:২০ তখন আইউব উঠলেন। সন্তানদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আইউব নীরব ছিলেন। নিজের কাপড় ছিঁড়লেন, মাথা মুণ্ডন করলেন। শোক প্রকাশের জন্য (পয়দা ৩৭:৩৪; ইশা ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:২১ সেই স্থানে ফিরে যাব। দেখুন পয়দা ২:৭; ৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। মাবুদ দিয়েছিলেন, মাবুদই নিয়েছেন। আইউব তাঁর ঈমানের শক্তিতে এই কাজকে মাবুদের কাজ বলে মেনে নিলেন এবং এই মহা দুর্যোগের সময়েও তিনি তাঁর প্রতি কোন অসম্মান করলেন না।

২:১-৩ ৩ আয়াত ছাড়া বাকি অংশটি প্রায় ১:৬-৮ আয়াতের মতই। আইউবের দুরভিসন্ধি রয়েছে এমন অভিযোগ যে এনেছিল, সেই শয়তানেরই যে আসলে দুরভিসন্ধি রয়েছে সেটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আইউবের মধ্য দিয়ে মাবুদের অসম্মান করা।

২:৩ আমাকে প্ররোচিত করেছ। আল্লাহ্‌কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে

করেছ। [৪] শয়তান মাবুদকে জবাবে বললো, চামড়ার জন্য চামড়া, আর প্রাণের জন্য লোক সর্বস্ব দেবে। [৫] কিন্তু তুমি একবার হাত বাড়িয়ে তার অস্থি ও মাংস স্পর্শ কর, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দেবে। [৬] মাবুদ শয়তানকে বললেন, দেখ, সে তোমার অধিকারে; কেবল তার প্রাণ থাকতে দিও।

[৭] পরে শয়তান মাবুদের সম্মুখ থেকে বের হয়ে আইউবের আপাদমস্তকে আঘাত করে দুষ্ট স্ফোটক জন্মাল। [৮] তাতে তিনি একখানা খাপরা নিয়ে সর্বাঙ্গ ঘর্ষণ করতে লাগলেন, আর ভস্মের মধ্যে বসে রইলেন। [৯] তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, তুমি কি এখনও তোমার সিদ্ধতা রক্ষা করছো? আল্লাহ্‌কে অভিশাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ কর। [১০] কিন্তু তিনি তাঁকে বললেন, তুমি একটা মূঢ়া স্ত্রীর মত কথা বলছো। বল কি? আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করবো, অমঙ্গল গ্রহণ করবো না? এই সমস্ত বিষয়ে আইউব নিজের ওষ্ঠাধরে গুনাহ্ করলেন না।

[২:৫] জবুর ১০২:৫; মাতম ৪:৮।
[২:৬] ২করি ১২:৭।
[২:৭] দ্বি:বি ২৮:৩৫।
[২:৮] পয়দা ১৮:২৭; ইউ ৩:৫-৮, ৬; মথি ১১:২১।
[২:৯] ১থিষ ৫:৮।
[২:১০] ইয়াকুব ১:১২; ৫:১১।
[২:১১] পয়দা ৩৬:১১।
[২:১২] পয়দা ৩৭:২৯; মার্ক ১৪:৬৩।
[২:১৩] ইশা ৩:২৬; ৪৭:১; ইয়ার ৪৮:১৮; মাতম

হযরত আইউবের তিন বন্ধু

[১১] পরে আইউবের প্রতি ঘটে যাওয়া ঐ সমস্ত বিপদের কথা তাঁর তিন জন বন্ধু শুনতে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকে যার যার স্থান থেকে আসলেন; তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর একত্রে পরামর্শ করে তাঁর সঙ্গে শোক করতে ও তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর কাছে আগমন করতে স্থির করলেন। [১২] পরে তাঁরা দূর থেকে চোখ তুলে দেখলেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না, তাতে তাঁরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কোর্তা ছিঁড়ে যার যার মাথার উপরে আসমানের দিকে ধূলা ছড়াতে লাগলেন। [১৩] পরে সাত দিন ও সাত

কোন কিছু করানো সম্ভব নয়। যদিও সব সময় তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় না, তথাপি যা কিছু ঘটে তার সবই বেহেশতী পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারেই ঘটে (৪২:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:৪ চামড়ার জন্য চামড়া। সম্ভবত "চোখের বদলে চোখ" বা "দাঁতের বদলে দাঁত" এ ধরনের একটি প্রচলিত কথন।

২:৫ তার অস্থি ও মাংস স্পর্শ কর। ১:১১-১২ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ২:২৩; লূক ২৪:৩৯।

সে অবশ্য ... তোমাকে জলাঞ্জলি দেবে। ১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৬ কেবল তার প্রাণ থাকতে দিও। শয়তানের কার্যক্রমকে আল্লাহ্ সীমিত করে দিলেন। যদি আইউব মারা যান তাহলে আল্লাহ্ বা আইউব কেউই দোষী হবেন না।

২:৭ আইউবের আপাদমস্তকে আঘাত করে দুষ্ট স্ফোটক জন্মাল। আইউবের এই অসুস্থতা আসলে কী ধরনের ছিল সে ব্যাপারটি পরিষ্কার নয়, তবে এর ফলশ্রুতিতে আইউবের সারা শরীরে ব্যথাযুক্ত ঘা হয়ে গিয়েছিল (৭:৫), তিনি দুঃস্বপ্ন দেখতেন (৭:১৪), চামড়া কালো রংয়ের হয়ে খসে পড়ছিল (৩০:২৮,৩০), শরীর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর চেহারা দেখে চেনার উপায় ছিল না (২:১২; ১৯:১৯), নিঃশ্বাসে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছিল (১৯:১৭), জ্বর ছিল (৩০:৩০) এবং রাত-দিন প্রতি মুহূর্তে তিনি ব্যথা অনুভব করতেন (৩০:১৭)।

দুষ্ট স্ফোটক। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের মূল অর্থ হচ্ছে ফোঁড়া বা পুঁজযুক্ত ঘা (হিজ ৯:৯; লেবীয় ১৩:১৮; ২ বাদশাহ্ ২০:৭ আয়াত দেখুন)।

২:৮ ভস্ম। শোকের প্রতীক (৪২:৬; ইষ্টের ৪:৩ দেখুন; এর সাথে ইউনুস ৩:৬ আয়াতের তুলনা করুন, যেখানে ধুলার মধ্যে বসে থাকার কথা বলা হয়েছে)।

২:৯ আল্লাহ্‌কে অভিশাপ দিয়ে। এই আয়াতে এবং ১:৫ আয়াতে শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের মূল অর্থটি মূলত ইতিবাচক অর্থ বহন করে (আক্ষরিক অর্থে "আল্লাহ্‌কে দোয়া করা")।

প্রাণত্যাগ কর। যেহেতু মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই আপাতদৃষ্টিতে আইউবের সামনে খোলা নেই, সে কারণে তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্ররোচণা দিলেন যেন যিনি এই সমস্ত আঘাত তাঁকে দিয়েছেন সেই আল্লাহ্‌কে অভিশাপ দিয়ে তিনি শেষ আঘাত অর্থাৎ মৃত্যু ডেকে আনেন (লেবীয় ২৪:১০-১৬)।

২:১০ আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করবো, অমঙ্গল গ্রহণ করবো না? এটি এই কিতাবের অন্যতম একটি মূলসুর। সমস্যা ও কষ্টভোগ শুধুমাত্র গুনাহ্‌র শাস্তি নয়; আল্লাহ্‌র লোকদের জীবনে এ ধরনের কষ্টভোগ অনেক সময় পরীক্ষা হিসেবে দেখা দেয় বা রূহানিক জীবনকে সঞ্জীবিত করে তোলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় (৫:১৭-২৬ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে দ্বি.বি. ৮:৫; ২ শামু ৭:১৪; জবুর ৯৪:১২; মেসাল ৩:১১-১২; ১ করি ১১:৩২; ইব ১২:৫-১১ আয়াতের নোট দেখুন)। স্ত্রীর প্রতি আইউবের উত্তর অভিযোগকারী শয়তানকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল এবং এরপর আর একবারও শয়তানের কথা শোনা যায় নি। কিতাবের বাকি অংশ জুড়ে আইউব প্রতিবারই আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং এ নিয়ে তাঁকে বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি অনেক প্রশ্ন, অভিমান, অভিযোগ ও আবেদন নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে এসেছেন, কিন্তু কখনোই আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি এবং তাঁকে অসম্মান করেন নি, যা তিনি করবেন বলে শয়তান আল্লাহ্‌কে বলেছিল (আয়াত ৫; ১:১১ দেখুন এবং নোট দেখুন)।

২:১১ ইলীফস। এটি ইদোমীয় নাম (পয়দা ৩৬:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

তৈমনীয়। তৈমন ছিল মৃত সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত ইদোমের একটি গ্রাম (পয়দা ৩৬:১১; ইয়ার ৪৯:৭; ইহি ২৫:১৩; আমোস ১:১২; ওবদিয়া ৯ আয়াত দেখুন)।

শূহীয় বিল্‌দদ। বিল্‌দদ সম্ভবত ইব্রাহিম ও কটূরার কনিষ্ঠ পুত্র শূহের বংশধর ছিলেন (পয়দা ২৫:২ আয়াত দেখুন)।

২:১২ তাঁকে চিনতে পারলেন না। এর সাথে ইশা ৫২:১৪; ৫৩:৩ আয়াতের তুলনা করুন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কোর্তা ছিঁড়ে যার যার মাথার উপরে আসমানের দিকে ধুলা ছড়াতে লাগলেন। শোকের দৃশ্যমান প্রকাশভঙ্গি (১:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১৩ সাত। পূর্ণতা নির্দেশক সংখ্যা (১:২; পয়দা ৫০:১০; ১ শামু ৩১:১৩ দেখুন; সেই সাথে রূত ৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

রাত তাঁর সঙ্গে ভূমিতে বসে থাকলেন, তাঁকে কেউ কিছুই বললেন না; কারণ তাঁরা দেখলেন, তাঁর যাতনা কি ভীষণ!

হযরত আইউব তাঁর জন্মদিনকে বদদোয়া দেন

৩ ১ এর পরে আইউব মুখ খুলে তাঁর জন্মদিনকে বদদোয়া দিতে লাগলেন।
২ আইউব বললেন, বিলুপ্ত হোক সেদিন,
যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল,
সেই রাত, যে রাত বলেছিল,
'পুত্র-সন্তান হল'।
৪ সেদিন অন্ধকার হোক;
উপর থেকে আল্লাহ্ সেই দিনের স্মরণ না করুন,
আলো তার উপরে বিরাজমান না হোক;
৫ অন্ধকারও ঘন অন্ধকার তাকে আবৃত করুক,
মেঘ তাকে আচ্ছন্ন করুক,
যা কিছু দিন অন্ধকার করে,
তা তাকে ত্রাসযুক্ত করুক।
৬ সেই রাত ঘন অন্ধকারময় হোক,
তা বছরের দিনগুলোর মধ্যে গণনা না করা হোক,
তা মাসের সংখ্যার মধ্যে গণ্য না হোক।
৭ দেখ, সেই রাত বন্ধ্যা হোক,
আনন্দগান তাতে প্রবেশ না করুক।
৮ তারা তাকে বদদোয়া দিক;,
যারা দিনকে বদদোয়া দেয়,
যারা লিবিয়াথনকে জাগাতে নিপুণ।
৯ তার সান্ধ্য নক্ষত্রগুলো অন্ধকার হোক,
সে যেন আলোর অপেক্ষায় থাকলেও আলো না পায়,
সে যেন উষার প্রথম আলো দেখতে না পায়।
১০ কেননা সে আমার জননীর জঠরের কবাট বন্ধ করে নি,
আমার চোখ থেকে কষ্ট গুপ্ত রাখে নি।
১১ আমি কেন গর্ভে ইন্তেকাল করি নি?
উদর থেকে পড়ামাত্র কেন প্রাণত্যাগ করি নি?
১২ জানুযুগল কেন আমাকে গ্রহণ করেছিল?
স্তনযুগলই বা কেন আমাকে দুধ দিয়েছিল?
১৩ তা হলে এখন শয়ন করে বিশ্রাম করতাম,
নিদ্রিত হতাম, শান্তি পেতাম;
১৪ বাদশাহ্‌রা ও দেশের মন্ত্রীদের সঙ্গে থাকতাম,
যাঁরা নিজেদের জন্য ধ্বংসস্থান নির্মাণ করেছিলেন;
১৫ বা অধিপতিদের সঙ্গে থাকতাম,
যাঁদের সোনা ছিল,
যাঁরা রূপা দিয়ে স্ব স্ব বাড়ি পরিপূর্ণ করতেন;
১৬ কিংবা গুপ্ত গর্ভস্রাবের মত প্রাণহীন হতাম।
দিনের আলো দেখে নি এমন শিশুর মত হতাম।
১৭ সেই স্থানে দুষ্টরা আর উৎপাত করে না,
সেই স্থানে শ্রান্ত লোকেরা বিশ্রাম পায়;
১৮ সেখানে বন্দীরা নিরাপদে একত্র থাকে,
তারা উপদ্রবকারীর চিৎকার আর শোনে না;
১৯ সেই স্থানে ছোট বড় একই
এবং গোলাম তার মালিক থেকে মুক্ত।
২০ দুঃখার্তকে কেন আলো দেওয়া হয়?
তিক্তপ্রাণকে কেন জীবন দেওয়া হয়?

২:১০; ইউ ৩:৬। [৩:১] ইয়ার ১৫:১০; ২০:১৪। [৩:৩] মথি ২৬:২৪। [৩:৫] জবুর ২৩:৪; ইয়ার ২:৬; ১৩:১৬। [৩:৭] জবুর ২০:৫; ৩৩:৩; ইশা ২৬:১৯। [৩:৮] পয়দা ১:২১; জবুর ৭৪:১৪; ১০৪:২৬। [৩:৯] হবক ৩:৪। [৩:১২] পয়দা ৪৮:১২; ইশা ৬৬:১২। [৩:১৩] জবুর ১৩৯:১১; ইশা ৮:২২। [৩:১৪] ইশা ১৪:৯। [৩:১৫] ইশা ২:৭; সফ ১:১১। [৩:১৬] জবুর ৫৮:৮; হেদা ৪:৩; ৬:৩। [৩:১৭] হেদা ৪:২; ইশা ১৪:৩। [৩:১৮] ইশা ৫১:১৪। [৩:১৯] হেদা ১২:৫। [৩:২০] ১শামু ১:১০।

তাঁর সঙ্গে ভূমিতে বসে থাকলেন। ইহি ৩:১৫ আয়াত দেখুন; সম্ভবত সহমর্মিতা ও হতবুদ্ধিতার প্রতিক্রিয়া।

তাঁকে কেউ কিছুই বললেন না। এর পরে তারা আইউবকে যে সমস্ত কথা বলতে চলেছেন তার তুলনায় এই নীরব প্রতিক্রিয়াই আরও বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ছিল (১৬:২-৩ আয়াত দেখুন)।

৩:১-২৬ আইউবের প্রথম বক্তৃতাটি কাউকে সম্বোধন করে করা নয়। এখানে তিনি কেবল তাঁর যন্ত্রণা ও কষ্টের গভীরতার কথা ব্যক্ত করেছেন।

৩:৩ বিলুপ্ত হোক সেদিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল। আইউবের নিজ জীবন, যা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও আনুকূল্যের কারণে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে, সেটিই এখন তাঁর উপরে অসহনীয় বোঝার সমান হয়ে উঠেছে। প্রতিবারই যেন তিনি আল্লাহ্‌কে বদদোয়া দেওয়ার মত অবস্থানে এসে পড়ছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই তিনি তা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন (ইয়ার ২০:১৪-১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৪ সেদিন অন্ধকার হোক। পয়দা ১:৩ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "আলো হোক।" আইউব প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্মের বিরোধিতা করে তাঁর অভিযোগ প্রকাশ করছেন।

৩:৮ যারা দিনকে বদদোয়া দেয়। বালামের মত পূর্বদেশীয় গুণিনরা (শুমারী ২২-২৪ অধ্যায় দেখুন), যারা মানুষ, বস্তু বা দিনের উপরে বদদোয়া ঘোষণা করত (পয়দা ১২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

লিবিয়াথন। প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করে আইউব চেয়েছেন যেন "যারা দিনকে বদদোয়া দেয়" তারা যেন সমুদ্রের দানব লিবিয়াথনকে জাগ্রত করে তোলে (ইশা ২৭:১), যা তাঁর জন্মের দিন ও রাতকে গ্রাস করবে (আয়াত ৩ দেখুন)।

৩:১১-১২ ১৬, ২০-২৩ আয়াতে কয়েকটি বক্তব্যসূচক প্রশ্ন রেখেছেন।

৩:১৬ গর্ভস্রাবের মত প্রাণহীন হতাম। যেহেতু তাঁর মায়ের গর্ভে জন্ম হয়ে গেছে, সে কারণে গর্ভাবস্থাতেই মৃত্যু হচ্ছে পরবর্তী সমাধান। তাহলে তাঁর স্থান হবে কবরে (বা শিয়োলে) যা তাঁর শান্তি ও বিশ্রামের স্থান হিসেবে পরিগণিত হবে (আয়াত ১৩-১৯; পয়দা ৩৭:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এ ধরনের পরিণতিই হয়তো তাঁর এই অসহনীয় পরিস্থিতির চেয়ে আরও শ্রেয় হত, কারণ এখন তিনি শান্তি বা বিশ্রাম কোনটাই পাচ্ছেন না (আয়াত ২৬ দেখুন)।

৩:১৮ উপদ্রবীর চিৎকার। অর্থাৎ ক্রীতদাসদের পরিচালনাকারী ব্যক্তির চিৎকার, যেমনটা মিসরে দেখা যেত (হিজ ৫:১৩-১৪)।

আইউব

আইউব নামের অর্থ, নির্যাতিত। তিনি ছিলেন একজন আরবীয় গোষ্ঠী প্রধান, উজ দেশের নাগরিক। যখন তিনি অনেক সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন করছিলেন তখন হঠাৎ একের পর এক যন্ত্রণাপূর্ণ পরীক্ষা এসে তাঁকে বিধ্বস্ত করে তোলে। কিন্তু সমস্ত কষ্টের ভিতরেও তিনি তাঁর ধার্মিকতা বজায় রাখেন। আল্লাহ্ পুনরায় তাঁর সততার উত্তম চিহ্ন নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে পূর্বের চেয়েও অধিক সমৃদ্ধশালী করেন। তিনি ১৪০ বছর পরীক্ষার পরে উত্তীর্ণ হন এবং পরিণত বয়সে যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ধার্মিকতার পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার এবং যন্ত্রণাপূর্ণ বিপর্যয়ের সময়েও সহিষ্ণুতার বশবর্তী থাকার একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন (ইহি ১৪:১৪,২০; ইয়াকুব ৫:১১)।

হযরত আইউব ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং সেই ঘটনাস্থল এবং নামগুলো ছিল আসল, কল্পিত নয়। তাঁর কিতাবখানি প্রাচীন ধর্মতত্ত্বের বহুমূল্য একটি নিদর্শন। এটি নাটকের আকারে একটি শিক্ষামূলক কাহিনী। এই কিতাবটি সম্ভবত নবী ইহিস্কেলের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বহুল প্রচলিত ছিল (ইহি ১৪:১৪)। এটি ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর সাহাবীদের ব্যবহৃত আসমানী ধর্মগ্রন্থের একটি অংশ বলে বিশ্বাস করা হত (ইব ১২:৫; ১ করি ৩:১৯)। তাঁর জীবনের মূল বিষয় হল ঐশ্বরিক পরীক্ষা, এর ঘটনাকাল, প্রকৃতি, ধৈর্যশক্তি এবং পরিণতি। এটি প্রকাশিত সত্য এবং দূরদর্শী আচরণের সাদৃশ্যকে তুলে ধরেছে; যা একই সাথে অচিন্তনীয়, ন্যায় এবং করুণ। যন্ত্রণাপূর্ণ পীড়ার মাঝেও প্রকৃত ধার্মিকের যে সুখ, তা তাঁর জীবনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; তাঁর ঘটনা পরীক্ষায় পতিত ঈমানদারদের সর্বদা তৃপ্তি এবং আশা যুগিয়ে থাকে। তাঁর কিতাবখানি নানাবিধ উপদেশ ও মতবাদে পূর্ণ; নীতি শিক্ষার জন্য উপযোগী একটি কিতাব (২ তীম ৩:১৬)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- একজন ঈমানের মানুষ, ধৈর্যশীল, সহনশীল মানুষ।
- একজন দাতা ও যত্নশীল মানুষ হিসাবে সবাই জানে।
- খুব সম্পদশালী।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- কেন তিনি এই অসম্ভব দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ও এই বিষয়ে আল্লাহ্কে তিনি প্রশ্ন করেছেন ও তা জানবার আকাঙ্খাকে তিনি নিজের জীবনে আসতে অনুমোদন দিয়েছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- উত্তর জানার চেয়ে আল্লাহ্কে জানা আরও বেশী প্রয়োজনীয়।
- আল্লাহ্ স্বৈরাচারী নন বা যত্ন নিতে ভুলে যান না।
- দুঃখ বা ব্যথা সব সময়ই শাস্তি নয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** উজ।
- **কাজ:** সম্পদশালী, ভূমির মালিক ও মেষপালের মালিক।
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্ত্রী ও প্রথম দশজন ছেলেমেয়ে যাদের নাম দেওয়া হয় নি। দ্বিতীয় বার মেয়েদের নাম পাওয়া যায়: যিমীমা, কৎসীয়া ও কেরণ-হপ্পুক।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ইলিফস, বিলদদ, সোফর, ইলিহূ।

মূল আয়াত: "হে ভাইয়েরা, যে নবীরা প্রভুর সাক্ষাতে কথা বলেছিলেন, তাদেরকে দুঃখভোগের ও ধৈর্য ধারণ করার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ কর। দেখ, যারা স্থির রয়েছে, তাদেরকে আমরা ধন্য বলি। তোমরা আইউবের ধৈর্যের কথা শুনেছ; প্রভুর পরিণামও দেখেছ, ফলত প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়" (ইয়াকুব ৫: ১০,১১)।

আইউবের কাহিনী আইউবের কিতাবটিতে বলা হয়েছে। এছাড়া তাঁর কথা ইয়ারমিয়ার কিতাবের ১৪:১৪, ২০ এবং ইয়াকুব কিতাবে ৫:১১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

তারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে,
২১ কিন্তু তা আসে না,
তারা গুপ্তধনের চেয়ে তার সন্ধান করে।
২২ কবর পেতে পারলে তারা আহ্লাদ করে,
মহানন্দে উল্লসিত হয়।
২৩ কেন তাকে আলো দেওয়া হয়েছে যে আলো
দেখতে পায় না,
তার চারদিকে আল্লাহ্ বেড়া দিয়েছেন।
২৪ আমার হাহাকার আমার খাবার তুল্য হচ্ছে,
আমার আর্তনাদ পানির মত ঢালা যাচ্ছে।
২৫ আমি যা ভয় করি, তা-ই আমার ঘটে
যার আশঙ্কা করি, তা-ই উপস্থিত হয়।
২৬ আমার শান্তি নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই;
কেবলমাত্র উদ্বেগ উপস্থিত হয়।

ইলীফসের প্রথম কথা: হযরত আইউব গুনাহ্ করেছেন

৪ ১ পরে তৈমনীয় ইলীফস জবাবে বললেন,
২ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলে
তুমি কি কাতর হবে?
কিন্তু কে কথা না বলে চুপ করে থাকতে
পারে?
৩ দেখ, তুমি অনেককে শিক্ষা দিয়েছ,
তুমি দুর্বল হাত সবল করেছ।
৪ তোমার কথা উচোট খাওয়া লোককে উঠিয়েছে,
তুমি দুর্বল হাঁটু সবল করেছ।
৫ তবু এখন দুঃখ তোমার কাছে আসলে তুমি

[৩:২১] প্রকা ৯:৬।
[৩:২২] হেদা ৪:৩।
[৩:২৩] মেসাল ৪:১৯।
[৩:২৪] ইশা ৩৫:১০।
[৩:২৫] হোশেয় ১৩:৩।
[৩:২৬] ইউ ১৪:২৭।
[৪:১] পয়দা ৩৬:১১।
[৪:২] ইয়ার ৪:১৯; ২০:৯।
[৪:৩] ইব ১২:১২।
[৪:৪] ইশা ১:১৭।
[৪:৫] রূত ১:১৩।
[৪:৬] মেসাল ৩:২৬।
[৪:৮] ইশা ৫৯:৪।
[৪:৯] ২থিষ ২:৮।
[৪:১০] জবুর ২২:১৩।
[৪:১১] দ্বি:বি ২৮:৪১।
[৪:১২] ইয়ার ৯:২৩।
[৪:১৪] ২করি ৭:১৫।
[৪:১৫] মথি

কাতর হচ্ছো;
তা তোমাকে স্পর্শ করলে তুমি হতাশ হচ্ছো।
৬ তোমার আল্লাহ্ ভয় কি তোমার প্রত্যাশা নয়?
তোমার পথের সিদ্ধতা কি তোমার
আশাভূমি নয়?
৭ মনে করে দেখ, কে নির্দোষ হয়ে বিনষ্ট
হয়েছে?
কোথায় সরলাচারীরা উচ্ছিন্ন হয়েছে?
৮ আমি দেখেছি, যারা অধর্মরূপ চাষ করে,
যারা অনিষ্ট বীজ বপন করে,
তারা তা-ই কাটে।
৯ তারা আল্লাহ্র ফুৎকারে বিনষ্ট হয়,
তাঁর কোপের নিশ্বাসে ধ্বংস হয়ে যায়।
১০ সিংহের গর্জন ও হিংস্র সিংহের হুঙ্কার রুদ্ধ
হয়,
যুব সিংহদের দাঁত ভেঙ্গে যায়।
১১ খাদ্যের অভাবে পশুরাজ প্রাণত্যাগ করে,
সিংহীর শাবকরা ছিন্নভিন্ন হয়।
১২ আমার কাছে একটি কালাম গোপনে পৌঁছল,
আমার কর্ণকুহরে তার কিছুটা আওয়াজ এল।
১৩ রাত্রিকালীন স্বপ্নদর্শনে যখন ভাবনা জন্মে,
সমস্ত মানুষ যখন ঘুমের গভীরে নিমগ্ন হয়,
১৪ এমন সময়ে আমাতে ত্রাস জন্মাল ও আমি
কাঁপতে লাগলাম,
এতে আমার সমস্ত অস্থি কেঁপে উঠলো।
১৫ পরে আমার সম্মুখ দিয়ে একটা বাতাস চলে

৩:২৩ তার চতুর্দিকে আল্লাহ্ বেড়া দিয়েছেন। আল্লাহ্ আইউবের চারপাশে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বেড়া দিয়েছেন (১:১০ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ্ তাঁকে এই বেড়ার মধ্যে শুধুই কষ্টের মধ্যে রেখেছেন (আয়াত ২৬)।

৪:১ তৈমনীয় ইলীফস। ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন। তৈমন ছিল ইদোমের একটি নগর, যার অধিবাসীরা তাদের জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত ছিল (ইয়ার ৪৯:৭)। আইউবের তিন বন্ধুর বক্তব্যে অবশ্যই কিছু মাত্রায় সত্যের উপস্থিতি ছিল, কিন্তু সেগুলোকে অবশ্যই সাবধানতার সাথে এই প্রেক্ষাপপ অনুসারে প্রয়োগ করা প্রয়োজন ছিল। আইউবের বন্ধুরা যা জানতেন তা নিয়ে সমস্যা ছিল না, বরং তারা যা জানতেন না তা নিয়েই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আইউবকে নির্যাতন করার জন্য শয়তানকে অনুমতি দেওয়ার পেছনে আল্লাহ্র এক সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল।

৪:২ কে কথা না বলে চুপ করে থাকতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে ইলীফস আইউবের এই দুর্দশার কারণে সত্যিই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন এবং তিনি কিছু সান্ত্বনার বাক্য শোনাতে চেয়েছিলেন (আয়াত ৩-৪)।

কাতর। ৯:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৫ তোমাকে স্পর্শ করলে। ১:১১; ২:৫; ১৯:২১ আয়াত দেখুন।

৪:৬-৭ ইলীফস আইউবকে এই আত্মবিশ্বাস ধারণ করতে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর ধার্মিকতা অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে গণ্য হবে এবং যদিও এখন আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর গুনাহ্র কারণে শাস্তি দিচ্ছেন তথাপি তা এক সময় শেষ হবে এবং তখন তিনি শান্তি ফিরে পাবেন (আয়াত ১৭; ৫:১৭ দেখুন), এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁকে দুষ্টদের সাথে ধ্বংস করে দেবেন না।

৪:৬ সিদ্ধতা। এর আক্ষরিক অর্থ "আল্লাহ্র প্রতি ভক্তিযুক্ত ভয়" (১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। একমাত্র ইলীফস এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন (১৫:৪; ২২:৪)।

৪:৭-৯ আইউব যদি সত্যিই নিষ্পাপ হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবেন না।

৪:৮-১১ সবচেয়ে শক্তিশালী সিংহটিও এক সময় মৃত্যুবরণ করে (আয়াত ১০-১১), ঠিক সেভাবে দুষ্টেরা এক সময় অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (আয়াত ৮-৯)।

৪:৮ যারা অনিষ্ট বীজ বপন করে, তারা তা-ই কাটে। এ প্রসঙ্গে গালা ৬:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৯ তাঁর কোপের নিশ্বাস। হিজ ১৫:৭-৮ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্র বিচার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক।

৪:১২-২১ ইলীফস তার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত (আয়াত ১৩) একটি লোমহর্ষক (১৫ আয়াত দেখুন) রহস্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি বেহেশতী দর্শন পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন এবং এর ভিত্তিতে তিনি আইউবকে উপদেশ দিলেন।

৪:১৩ রাত্রিকালীন স্বপ্নদর্শনে ... যখন ঘুমের গভীরে নিমগ্ন হয়। ৩৩:১৫ আয়াতে ইলীহূ ইলীফসের এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছেন।

৪:১৪ আমার সমস্ত অস্থি কেঁপে উঠলো। মহা দুর্যোগের চিহ্ন (ইয়ার ২৩:৯; হাবাক্কুক ৩:১৬ দেখুন)।

গেল,
আমার শরীর রোমাঞ্চিত হল।
১৬ তা দাঁড়িয়ে থাকলো,
কিন্তু আমি তার আকৃতি নির্ণয় করতে পারলাম না;
একটি মূর্তি আমার দৃষ্টিগোচর হল,
আমি মৃদু স্বর ও এই বাণী শুনলাম;
১৭ "আল্লাহ্‌র সম্মুখে কোন মানুষ কি ধার্মিক হতে পারে?
নিজের নির্মাতার চেয়ে মানুষ কি খাঁটি হতে পারে?
১৮ দেখ, তিনি নিজের গোলামদেরকেও বিশ্বাস করেন না,
তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যেও ত্রুটির দোষারোপ করেন।
১৯ তবে যারা মাটির গৃহে বাস করে,
যাদের গৃহের ভিত্তিমূল ধূলিতে স্থাপিত,
যারা কীটের মত মর্দিত হয় তারা কি?
তারা প্রভাত ও সন্ধ্যাবেলার মধ্যে চূর্ণ হয়;
২০ তারা চিরতরে বিনষ্ট হয়,
কেউ চিন্তা করে না।
২১ তাদের অন্তরের দড়ি কি খোলা যায় না?
তারা জ্ঞানহীন অবস্থায় ইন্তেকাল করে।"

৫ ১ তুমি ডাক দেখি, কেউ কি তোমাকে উত্তর দেবে?
পবিত্রগণের মধ্যে তুমি কার আশ্রয় নেবে?

১৪:২৬।
[৪:১৬] ১বাদশা ১৯:১২।
[৪:১৭] প্রেরিত ১৭:২৪।
[৪:১৮] ইব ১:১৪।
[৪:১৯] ২করি ৪:৭; ৫:১।
[৪:২০] ইয়াকুব ৪:১৪।
[৪:২১] ইয়ার ৯:৩।
[৫:১] জবুর ৮৯:৫, ৭।
[৫:২] গালা ৫:২৬।
[৫:৩] ইহি ১৭:৬।
[৫:৪] ১ইউ ২:১।
[৫:৫] মীখা ৬:১৫।
[৫:৭] পয়দা ৩:১৭; মেসাল ২২:৮।
[৫:৮] ১করি ৪:৪।
[৫:৯] রোমীয় ১১:৩৩।
[৫:১০] মথি ৫:৪৫।
[৫:১১] ১শামু ২:৭-৮।
[৫:১২] নহি ৪:১৫।
[৫:১৩] ইশা ২৯:১৪; ৪৪:২৫; ইয়ার ৮:৮; ১৮:১৮; ৫১:৫৭।

২ কারণ মনস্তাপ অজ্ঞানকে নষ্ট করে,
ঈর্ষা নির্বোধকে বিনাশ করে।
৩ আমি অজ্ঞানকে বদ্ধমূল দেখেছিলাম।
তৎক্ষণাৎ তার বাড়িকে বদদোয়া দিয়েছিলাম।
৪ তার সন্তানদের কোন নিরাপত্তা নেই,
তারা নগর-দ্বারে চূর্ণ হয়,
উদ্ধারকারী কেউ নেই।
৫ ক্ষুধিত লোক তার শস্য খেয়ে ফেলে,
কাঁটার বেড়া ভেঙে তা হরণ করে,
ফাঁদ তার সম্পত্তি গ্রাস করে।
৬ কারণ ধূলি থেকে কষ্ট উৎপন্ন হয় না।
মাটি থেকে সমস্যা জন্মে না;
৭ কিন্তু আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন উপরে উঠে,
তেমনি মানুষ সমস্যার জন্য জন্মে।
৮ কিন্তু আমি তো মাবুদের খোঁজ করতাম,
আমার নিবেদন আল্লাহ্‌র কাছে তুলে ধরতাম।
৯ তিনি মহৎ মহৎ কাজ করেন, যার সন্ধান করা যায় না,
অলৌকিক কাজ করেন, যার সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না।
১০ তিনি ভূতলে বৃষ্টি প্রদান করেন,
তিনি জনপদের উপরে পানি বহান।
১১ তিনি নিচু অবস্থার লোকদেরকে উঁচু করেন,
যারা শোকার্ত তাদের তিনি নিরাপদে রাখেন।
১২ তিনি ধূর্তদের কল্পনা ব্যর্থ করেন,
তাদের হাত সঙ্কল্প সাধন করতে পারে না।

৪:১৭-২১ সমস্ত মানুষই গুনাহ্ করেছে; সে কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌র আছে। আল্লাহ্ যে আইউবকে শাস্তি দানের মধ্য দিয়ে সংশোধন করছেন তার জন্য আইউবের কৃতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন (৫:১৭-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।
৪:১৮-১৯ ১৫:১৫-১৬ আয়াত দেখুন।
৪:১৮ গোলাম, ফেরেশতা।
৪:১৯ মাটির গৃহ। কাদামাটি দিয়ে নির্মিত মানবদেহ (১০:৯; ৩৩:৬ দেখুন; সেই সাথে পয়দা ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।
কীট। ভঙ্গুরতা ও ক্ষণস্থায়িত্বের একটি প্রতীক (২৭:১৮ দেখুন)।
৪:২০ প্রভাত ও সন্ধ্যাবেলার মধ্যে। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের একটি প্রতীক।
৪:২১ আন্তর। তাঁবু, মানব দেহের মত ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল (২ করি ৫:১,৪; ২ পিতর ১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। জ্ঞানহীন অবস্থায়। অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের কোন অভাব অনুভূত হয় না এবং তাদের কোন অনুভূতিও কাজ করে না (আয়াত ২০ দেখুন)।
৫:১ পবিত্রগণের মধ্যে তুমি কার আশ্রয় নেবে? আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মধ্যস্থতা করার জন্য। মধ্যস্থতাকারীর ধারণাটি, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও আইউবের মধ্যে একজন সঞ্চালকের প্রয়োজনীয়তার চিন্তাটি এই কিতাবের অন্যতম প্রধান একটি মূল বিবেচ্য বিষয় (৯:৩৩; ১৬:১৯-২০ আয়াতের নোট দেখুন ও ১৯:২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।
পবিত্রগণ। পবিত্র ফেরেশতাগণ, যাদেরকে এই কিতাবের প্রারম্ভে "আল্লাহ্‌র পুত্ররা" বলা হয়েছে (১:৬; ২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।
৫:২ মনস্তাপ অজ্ঞানকে নষ্ট করে। আইউবের নাম উল্লেখ না করে ইলীফস পরোক্ষভাবে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, আইউব আল্লাহ্‌র উপরে রাগ করেছেন এবং এ কারণেই তাঁর জীবনে নানা আঘাত নেমে আসছে।
নির্বোধ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ দেয় না (২:১০; মেসাল ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।
৫:৩ অজ্ঞানকে বদ্ধমূল দেখেছিলাম। দুষ্ট লোকেরা গাছের মূল বিস্তারের মত করে সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে (জবুর ১:৩ দেখুন)।
৫:৬ ধুলা থেকে যেমন আগাছা উৎপন্ন হয়, সেখানে কষ্ট উৎপন্ন হয় না। কষ্টের বীজ বপন করতে হয় এবং তাহলেই কেবল তা বৃদ্ধি পায় ও ফল দেয়।
৫:৭ মানুষ সমস্যার জন্য জন্মে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চোখে কোন মানুষই ধার্মিক নয় (৪:১৭-২১; ১৩:২৮–১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)। আইউবের উচিত নির্বোধের মত আচরণ বন্ধ করা (আয়াত ১-৬ দেখুন) এবং নিজেকে নম্র করে তোলা। তাহলে আল্লাহ্ তাঁকে দোয়া করবেন এবং তাঁর উপর থেকে শাস্তি রহিত হবে (আয়াত ১৬ দেখুন)।
আগুনের স্ফুলিঙ্গ। এর হিব্রু প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ "রেসফের সন্তান"। কেনানীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে রেসফ হচ্ছে মহামারী ও ধ্বংসের দেবতা। পুরাতন নিয়মে "রেসফের সন্তান" বলতে কাব্যিক ঢংয়ে আগুন (সোলায়মান ৮:৬), বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাত (জবুর ৭৮:৪৮) এবং মহামারী (দ্বি.বি. ৩২:২৪; হাবাক্কুক ৩:৫) বোঝানো হয়েছে।
৫:৯ ৯:১০ আয়াতে এই অংশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

১৩ তিনি জ্ঞানীদেরকে তাদের ধূর্ততায় ধরেন,
কুটিলমনাদের মন্ত্রণা শীঘ্র বিফল হয়ে পড়ে।
১৪ তারা দিনের বেলায় যেন অন্ধকারে ভ্রমণ
করে,
মধ্যাহ্নে রাতের বেলার মত হাত্‌ড়ে বেড়ায়।
১৫ কিন্তু তিনি তলোয়ার থেকে, ওদের কবল
থেকে,
পরাক্রমীদের হাত থেকে, দরিদ্রকে নিস্তার
করেন।
১৬ এই কারণ দীনহীন আশাযুক্ত হয়,
আর অধর্ম নিজের মুখ বন্ধ করে।
১৭ দেখ, সুখী সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্‌ অনুযোগ
করেন,
অতএব তুমি সর্বশক্তিমানের দেওয়া শাস্তি তুচ্ছ
করো না।
১৮ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার তিনিই বেঁধে
দেন,
তিনি আঘাত করেন, কিন্তু তাঁরই হাত সুস্থতা
দান করে।
১৯ তিনি ছয় সঙ্কট থেকে তোমাকে উদ্ধার
করবেন,
সপ্ত সঙ্কটে কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে
না।
২০ তিনি তোমাকে দুর্ভিক্ষের সময়ে মৃত্যু থেকে,
যুদ্ধের সময়ে তলোয়ারের আঘাত থেকে মুক্ত
করবেন।
২১ জিহ্বার কশাঘাত থেকে তুমি গুপ্ত থাকবে,
বিনাশ আসলে তোমার শঙ্কা হবে না।
২২ বিনাশ ও দুর্ভিক্ষের সময় তুমি হাসবে,
বন্যপশুদের থেকে তোমার শঙ্কা হবে না।
২৩ কারণ মাঠের পাথরের সঙ্গে তোমার সন্ধি
হবে,
মাঠের সমস্ত পশু তোমার সঙ্গে শান্তিতে
থাকবে।
২৪ আর তুমি জানবে, তোমার তাঁবু শান্তিযুক্ত,
তুমি তোমার নিবাসে খোঁজ করলে দেখবে,
কিছুই হারায় নি।
২৫ তুমি জানবে, তোমার বংশ বহু সংখ্যক হবে,
তোমার সন্তান-সন্ততি ভূমির ঘাসের মত
হবে।
২৬ যেমন যথাসময়ে শস্যের আটি তুলে নেওয়া
যায়,
তেমনি তুমি সম্পূর্ণ আয়ু পেয়ে কবর পাবে।
২৭ দেখ, আমরা অনুসন্ধান করেছি;
এটা নিশ্চিত।
তুমি এই কথা শুন, নিজের জন্য জেনে রাখ।

[৫:১৪] ইউ ১২:৩৫।
[৫:১৫] হিজ ২২:২৩।
[৫:১৬] মেসাল ১৭:৫।
[৫:১৭] ইয়াকুব ১:১২।
[৫:১৮] হোশেয় ৬:১।
[৫:১৯] দানি ৩:১৭; ৬:১৬।
[৫:২০] জবুর ৩৩:১৯; ৩৭:১৯।
[৫:২১] জবুর ১২:২-৪; ৩১:২০।
[৫:২২] মার্ক ১:১৩।
[৫:২৩] মথি ১৩:৮।
[৫:২৫] দ্বি:বি ২৮:৪; জবুর ১১২:২।
[৫:২৬] পয়দা ১৫:১৫; দ্বি:বি ১১:২১; হেদা ৮:১৩।
[৬:২] মেসাল ১১:১; দানি ৫:২৭।
[৬:৩] ১বাদশা ৪:২৯; মেসাল

হযরত আইউবের জবাব: আমার অভিযোগ ন্যায্য

৬ ১ পরে আইউব জবাবে বললেন,
২ হায় যদি আমার মনস্তাপ ওজন করা হত!

৫:১৩ ১ করি ৩:১৯ আয়াতে এর আংশিক উদ্ধৃতি হিসেবে নেওয়া হয়েছে (ইঞ্জিল শরীফে যা আইউব কিতাবের একমাত্র প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি)।

৫:১৭-২৬ এর আগের অংশটিতে (আয়াত ৮-১৬) বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র মঙ্গলময়তা এবং ন্যায্যতার কথা। আর এই অংশটিতে বলা হয়েছে যাকে আল্লাহ্‌ তাঁর শাস্তি দেন তার প্রতি আল্লাহ্‌র যে সমস্ত অনুগ্রহ ও দোয়া বর্ষিত হয় সেসবের কথা মেসাল ১:২,৭; ৩:১১-১২; ৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন; ২৩:১৩,২৩ দেখুন)। ইলীফস এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি অবশ্যই সাময়িক এবং এর পরেই রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুপম অনুগ্রহ ও রহমত (আয়াত ১৮) এবং যারা উত্তম তারা সব সময়ই উদ্ধার পাবে। কিন্তু আইউবের সম্পদ হানি হওয়ার পর এবং তাঁর সন্তানেরা মৃত্যুবরণ করার পর আল্লাহ্‌র সুরক্ষা (আয়াত ২৪) এবং সন্তানদের (আয়াত ২৫) সম্পর্কে বলা কথাগুলো তাঁর কাছে নিশ্চয়ই খুব নিষ্ঠুর এবং অসার বলে মনে হচ্ছিল।

৫:১৭ সর্বশক্তিমান। আইউব কিতাবে মোট ৩১বার হিব্রু শাদ্দাই বা সর্বশক্তিমান নামটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রথম উল্লেখটি রয়েছে এই আয়াতে (পয়দা ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:১৮-১৯ হোসিয়া ৬:১-২ আয়াত দেখুন।

৫:১৯ ছয় ... সপ্ত সঙ্কট। ৩৩:২৯; ৪০:৫; মেসাল ৬:১৬; ৩০:১৫,১৮,২১,২৯; হেদায়েত ১১:২; আমোস ১:৩,৬,৯, ১১,১৩; ২:১,৪,৬; মিকাহ্‌ ৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন। সাধারণত এ ধরনের সংখ্যার উল্লেখ আক্ষরিক অর্থে নেওয়া উচিত নয়, কারণ এর মধ্য দিয়ে মূলত "অনেক" বা "বহুসংখ্যক" বোঝানো হয়ে থাকে।

৫:২৩ মাঠের পাথরের সঙ্গে তোমার সন্ধি হবে। প্রতীকী অর্থে এ কথা বোঝানো হচ্ছে যে, মাঠের পাথরগুলোও "তোমার পক্ষে থাকবে" এবং কোন ফসলের ক্ষতি হবে না (২ বাদশাহ্‌ ৩:১৯; ইশা ৫:২; মথি ১৩:৫ দেখুন)।

৫:২৫ ভূমির ঘাসের মত হবে। অর্থাৎ মাঠের ঘাস বা আকাশের তারা যেমন গুনে শেষ করা যায় না, তেমনি তাঁর সন্তানেরাও অগণিত হবে (পয়দা ১৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:২৬ ইলীফস যেমনটা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, তার চেয়েও আরও বেশি অনুগ্রহ আইউব লাভ করেছিলেন (৪২:১৬-১৭ আয়াত দেখুন)।

৫:২৭ নিজের জন্য জেনে রাখ। ইলীফসের বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু ছিল এমন। আইউবকে অবশ্যই তার সমস্ত অধার্মিকতা থেকে মন ফিরাতে হবে (৪:৭), আল্লাহ্‌র উপর থেকে ক্রোধ দূর করতে হবে (আয়াত ২), নম্র হতে হবে (আয়াত ১১) এবং আল্লাহ্‌ তাঁকে ধার্মিক করে তোলার জন্য যে শাস্তি দিয়েছেন তা গ্রহণ করে নিতে হবে (আয়াত ১৭)। ইলীফসের উদ্দেশ্য ছিল আইউবকে ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং পরামর্শ দেওয়া (আয়াত ২:১১), কিন্তু বরঞ্চ তিনি আইউবকে ভুল অভিযোগে অভিযুক্ত করে আরও কষ্ট দিলেন।

৬:২-৩ ৩ অধ্যায়ে আইউব যে কথাগুলো কর্কশ ভঙ্গিতে বলেছিলেন সেগুলোকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে উপলব্ধি করার জন্য আইউব আবেদন জানাচ্ছেন। তিনি ইলীফসের গোঁড়া ধর্মতত্ত্বের সূত্র ধরে এগিয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাস করছেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁর বিচার করার জন্যই তাঁর দিকে

আইউব নবীর বন্ধুদের উপদেশসমূহ

এই অসম্ভব দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আইউব নবী কারো কাছ থেকে সান্ত্বনা লাভ করেন নি, কিন্তু তাঁর বন্ধুদের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এই বন্ধুদের প্রত্যেকের মতাদর্শ অনুযায়ী দুঃখ-কষ্ট কেন আসে তা তারা ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে, আইউবের বন্ধুরা যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পূর্ণ উত্তরের আংশিক মাত্র।

এই বন্ধুরা কারা ছিলেন?	রেফারেন্স	তারা কিভাবে সাহায্য করেছে	তাদের কারণগুলো	তাদের উপদেশ	আইউবের সাড়া	আল্লাহ্‌র সাড়া
তৈমনীয় ইলিফস	আইউব ৪-৫ ১৫:২২		আইউব কষ্ট পাচ্ছে কারণ তিনি পাপ করেছেন।	আল্লাহ্‌র কাছে যাও, ও তোমার মামলা তাঁর কাছে উত্থাপন কর (৫:৮)।	তোমাদের অভিযোগগুলো তোমরা তুলে নাও (৬:২৯)।	আল্লাহ্ আইউবের বন্ধুদের ভর্ৎসনা করেন (৪২:৭)।
শূহীয় বিল্‌দদ	আইউব ৮; ১৮:২৫	এই চার বন্ধু আইবের সঙ্গে সাত দিন নীরবে বসে থেকেছেন (২:১১-১৩)।	আইউব তার পাপ স্বীকার করে নি বলে এখনও তিনি দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছেন।	আর কত সময় ধরে তুমি এমনিই যেতে থাকবে (৮:২)?	আমি আল্লাহ্‌কে বলবো, "আমার বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ আছে তা আমাকে বল" (১০:২)।	
নামাথীয় সোফর	আইউব ১১:২০		আইউব যে পাপ করেছেন সেজন্য তাঁর আরও বেশী শাস্তি পাওয়া উচিত যা এখনও তিনি পাচ্ছেন না।	তোমার জীবন থেকে পাপ দূর কর (১১:১৩,১৪)।	আমি জানি যে, আমি ধার্মিক বলে গণিত হব (১৩:১৮)।	
বুষীয় ইলিহূ	আইউব ৩২-৩৭	যেখানে তাদের বিষয়টি বোঝা উচিত ছিল কিন্তু তা না করে তারা আইউবের মুখামুখি হয়েছে। কিন্তু এই কষ্টের কারণ তারা বুঝে উঠতে পারে নি।	আল্লাহ্ দুঃখ-কষ্টকে ব্যবহার করছেন যেন তিনি আইউবকে মাটির পাত্রের মতই গড়তে পারেন।	তুমি নীরব হও, আমি তোমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেব (৩৩:৩৩)।	কোন উত্তর নেই	আল্লাহ্ ইলিহূকে সরাসরি কোন কথা বলেন নি।
আল্লাহ্	আইউব ৩৮-৪১		তারা কি সত্যিই কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পেরেছে?	তুমি কি এখনও সর্বশক্তিমানের সঙ্গে তর্ক করবে (৪০:২)?	আমি সেই সব বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম, যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই (৪২:৩-৫)।	

যদি আমার বিপদ নিক্তিতে মাপা যেত!
৩ তবে তা সমুদ্রের বালির চেয়েও ভারী হত,
এজন্য আমার কথা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে।
৪ কারণ সর্বশক্তিমানের সমস্ত তীর আমার ভিতরে প্রবিষ্ট,
আমার রূহ্ সেই সবের বিষ পান করছে,
আল্লাহ্‌র ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ।
৫ বন্য গাধা ঘাস পেলে কি চিৎকার করে?
গরু জাব পেলে কি ডাকা-ডাকি করে?
৬ যার স্বাদ নেই, তা কি লবণ বিনা ভোজন করা যায়?
ডিম্বের লালার কি কিছু স্বাদ আছে?
৭ আমার প্রাণ যা স্পর্শ করতে অসম্মত,
তা-ই আমার ঘৃণিত ভক্ষ্যস্বরূপ হল।
৮ আঃ! আমি যেন বাঞ্ছনীয় বিষয় পেতে পারি,
আল্লাহ্ যেন আমার আকাঙ্খার বিষয় আমাকে দেন,
৯ হ্যাঁ, আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে আমাকে চূর্ণ করুন,
হাত প্রসারণ করে আমাকে কেটে ফেলুন;
১০ তবু তখনও আমার সান্ত্বনা থাকবে,
নির্মম যাতনায়ও আমি উল্লাস করবো,
কারণ আমি পবিত্রতমের সমস্ত কালাম অস্বীকার করি নি।
১১ আমার শক্তি কি যে, প্রতীক্ষা করতে পারি,
আমার পরিণাম কি যে, সহিষ্ণু হতে পারি?
১২ আমার শক্তি কি পাথরের শক্তি?
আমার মাংস কি ব্রোঞ্জের?
১৩ আমার দ্বারা কি আমার আর উপকার হতে পারে?
আমা থেকে কি বুদ্ধিকৌশল দূরীভূত হয় নি?
১৪ শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর দয়া করা কর্তব্য,
পাছে সে সর্বশক্তিমানের ভয় ত্যাগ করে।
১৫ আমার ভাইয়েরা স্রোতের মতই বিশ্বাসঘাতক,
তারা স্রোতমার্গস্থ প্রণালীর মত চঞ্চল।
১৬ সেই স্রোত তুষারের দরুন কালো রংয়ের হয়,
তুষার পড়ে তার মধ্যে বিলীন হয়;
১৭ কিন্তু উত্তপ্ত হওয়া মাত্র তা লুপ্ত হয়,
গ্রীষ্ম কালে স্বস্থান থেকে তা শুকিয়ে যায়।
১৮ সেই পথের বণিকদল পথ ছাড়ে,
তারা মরুস্থানে গিয়ে বিনষ্ট হয়।
১৯ টেমার বণিকদল দৃষ্টিপাত করলো,
সাবার পথিকদল সেই সবের অপেক্ষা করলো।
২০ তারা প্রত্যাশা করাতে লজ্জিত হল,
সেখানে আসলে তারা হতাশ হল।
২১ বস্তুত এখন তোমরা কিছুই নও;
ত্রাস দেখে ভয় পেয়েছ।
২২ আমি কি বলেছিলাম, আমাকে কিছু দাও,
তোমাদের সঙ্গতি থেকে আমার জন্য উপহার দাও,
২৩ বিপক্ষের হাত থেকে আমাকে নিস্তার কর,
দুর্দান্তদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত কর!
২৪ আমাকে শিক্ষা দাও, আমি নীরব হব;
আমাকে বুঝিয়ে দাও, কিসে আমি ভুল করেছি।
২৫ ন্যায্য কথা কেমন শক্তিশালী!
কিন্তু তোমাদের তর্কে কি দোষ ব্যক্ত হয়?
২৬ তোমরা কি শব্দের দোষ ধরবার সঙ্কল্প করছো?
নিরাশ ব্যক্তির কথা তো বায়ুর মত।
২৭ তোমরা তো এতিমের জন্য গুলিবাঁট করবে,
তোমাদের বন্ধুকে বিক্রি করবে।
২৮ এখন অনুগ্রহ করে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
আমি তোমাদের সাক্ষাতে মিথ্যা বলবো না।
২৯ তোমরা ফিরে যাও, অন্যায় করো না;
আমি বলি, ফিরে যাও, আমি ন্যায়ের পক্ষে।

২৭:৩।
[৬:৪] দ্বি:বি ৩২:২৩।
[৬:৫] পয়দা ১৬:১২।
[৬:৬] জবুর ১০৭:১৮।
[৬:৯] শুমারী ১১:১৫।
[৬:১০] জবুর ৯৪:১৯।
[৬:১০] মার্ক ৮:৩৮।
[৬:১৪] ১ইউ ৩:১৭।
[৬:১৫] জবুর ২২:১; ৩৮:১১।
[৬:১৬] জবুর ১৪৭:১৮।
[৬:১৯] পয়দা ২৫:১৫।
[৬:২০] যেয়েল ১:১১।
[৬:২১] জবুর ৩৮:১১।
[৬:২২] শুমারী ৩৫:৩১।
[৬:২৩] ২বাদশা ১৯:১৯।
[৬:২৪] মেসাল ১০:১৯; ১১:১২; ১৭:২৭; হেদা ৫:২।
[৬:২৫] হেদা ১২:১১; ইশা ২২:২৩।
[৬:২৬] পয়দা ৪১:৬।
[৬:২৯] ইশা ৪০:২৭।

তীর ছুঁড়েছেন– যদিও তিনি জানে না এর কারণ কী (৭:২০ আয়াতের নোট দেখুন; ১৬:১২-১৩; মাতম ৩:১২; দানি ৩২:২৩; জবুর ৭:১৩; ৩৮:২ আয়াত দেখুন)।

৬:৫-৬ আইউব চিৎকার ও ক্রন্দন করার অধিকার দাবী করছেন, যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন এবং তাঁর বন্ধুরা তাঁকে অপ্রীতিকর কথা শোনাচ্ছেন।

৬:৮-৯ আইউব ৩:২০-২৬ আয়াতের অসহিষ্ণু কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছেন।

৬:১০ তখনও। অর্থাৎ পরকালে, যখন আইউব এই কথা ভেবে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হবেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

৬:১১-১৩ আর কোন মানবীয় সহায় অবশিষ্ট না থাকায় আইউব নিজেকে একেবারেই অসহায় বোধ করছিলেন।

৬:১১ সহিষ্ণু। ৯:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১৪-১৭ আইউবের রূহানিক দিক থেকে সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাঁর বন্ধুরা এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন না (গালাতীয় ৬:১ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

৬:১৫ ভাইয়েরা। আইউব তাঁর বন্ধুদেরকে "ভাই" বলে আখ্যা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের কঠোরতাকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন।

৬:১৯ টেমা। ইশা ২১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। ১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২২-২৩ আইউব তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে শুধুমাত্র সেগুলোই চেয়েছেন যেগুলোর জন্য তাদের কোন ব্যয় হবে না। তাদের বন্ধুত্ব এবং পরামর্শ।

৬:২৫ ন্যায্য কথা। আইউব তাঁর নিজের কথার বিষয়ে এখানে বুঝিয়েছেন।

৬:২৬ বায়ু। ৮:২ আয়াত দেখুন।

৬:২৭ বন্ধুকে বিক্রি করবে। অসততার পাশাপাশি আইউব তাঁর বন্ধুদেরকে হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর বলে অভিযোগ করেছেন।

৬:২৯ তোমরা ফিরে যাও। আইউব তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু করলেন এবং আবেদন করলেন যেন তাঁর বন্ধুরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আর না করেন।

৩০ আমার জিহ্বাতে কি অন্যায় আছে?
আমার রসনা কি ভাল-মন্দের স্বাদ বোঝে না?

আমার যাতনার অন্ত নেই

৭ ১ দুনিয়াতে কি মানুষকে কঠিন পরিশ্রম
করতে হয় না?
তার দিনগুলো কি বেতনজীবীর দিনের মত
নয়?
২ গোলাম যেমন ছায়ার আকাঙ্খা করে,
বেতনজীবী যেমন নিজের বেতনের অপেক্ষা
করে;
৩ তেমনি মাসের পর মাস শূন্যতাই আমার
উত্তরাধিকার;
কষ্টকর সমস্ত রাত আমার জন্য নিরূপিত।
৪ শয়নকালে আমি বলি, কখন উঠবো?
কিন্তু রাত দীর্ঘ হয়ে পড়ে,
প্রভাত পর্যন্ত আমি কেবল ছট্‌ফট্‌ করতে
থাকি।
৫ কীট ও মাটির ঢেলা আমার মাংসের আচ্ছাদন;
আমার চামড়া ফেটে গেছে ও পূঁজ পড়ছে।
৬ তন্তুবায়ের মাকুর চেয়ে আমার আয়ু দ্রুতগামী,
তা আশাবিহীন হয়ে সমাপ্ত হয়।
৭ স্মরণ কর, আমার জীবন শ্বাসমাত্র,
আমার চোখ আর মঙ্গল দেখতে পাবে না;
৮ আমার দর্শনকারীর চোখ আর আমাকে দেখবে
না;
আমার প্রতি যখন তোমার দৃষ্টি পড়বে,
আমি আর তখন থাকব না।
৯ মেঘ যেমন ক্ষয় পেয়ে অন্তর্হিত হয়,
তেমনি যে পাতালে নামে, সে আর উঠবে না।
১০ সে নিজের বাড়িতে আর ফিরে আসবে না,
তার স্থান আর তাকে চিনবে না।
১১ অতএব আমি আর মুখ বুঁজে থাকব না,
আমি রূহের উদ্বেগে কথা বলবো,
প্রাণের তিক্ততায় মাতম করবো।
১২ আমি কি সমুদ্র না তিমি যে,
আমার উপরে তুমি প্রহরী রাখছ?
১৩ আমি যখন বলি, আমার পালঙ্ক আমাকে
সান্ত্বনা দেবে,
আমার বিছানা দুঃখের উপশম করবে;
১৪ তখন তুমি নানা স্বপ্নে আমাকে উদ্বিগ্ন কর,
নানা দর্শনে আমাকে ত্রাসযুক্ত কর।
১৫ তাতে আমার প্রাণ শ্বাসরোধ চায়,
আমার কংকাল শরীর বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ
চায়।
১৬ আমার প্রাণকে আমি ঘৃণা করি,
আমি চিরকাল বেঁচে থাকতে চাই না;
আমাকে ছাড়, কেননা আমার আয়ু নিশ্বাস
মাত্র।
১৭ মর্ত্য কি যে, তুমি তাকে মহান জ্ঞান কর,
যে, তার উপরে তোমার মন পড়ে,

[৭:১] ইশা ৪০:২।
[৭:২] লেবীয় ১৯:১৩।
[৭:৩] জবুর ৬:৬; হেদা ৪:১; ইশা ১৬:৯।
[৭:৪] দ্বি:বি ২৮:৬৭।
[৭:৫] ইশা ১৪:১১।
[৭:৬] জবুর ৩৯:৫; ইশা ৩৮:১২।
[৭:৮] ইশা ৪১:১২; ইউ ১৬:১৬; প্রেরিত ২০:২৫।
[৭:৯] আমোস ৯:২।
[৭:১০] ইয়ার ১৮:১৭; ১৯:৮।
[৭:১১] জবুর ২২:২; ৪০:৯।
[৭:১২] পয়দা ১:২১।
[৭:১৪] পয়দা ৪১:৮।
[৭:১৫] ১বাদশা ১৯:৪; ইউ ৪:৩।
[৭:১৬] জবুর ৩৯:১৩।
[৭:১৭] ইব ২:৬।
[৭:১৮] জবুর

৭:১-২১ ইলীফসের বক্তব্যের জবাব দেওয়া শেষ করে আইউব এখন আবারও আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অভিযোগ তুলে ধরছেন।

৭:১ কঠিন পরিশ্রম। ১৪:১৪ আয়াত দেখুন। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ দিয়ে অনেক সময় সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালনের কথা বোঝানো হয়ে থাকে। এছাড়া এই কথাটির মধ্য দিয়ে ব্যাবিলনে ইসরাইল জাতির বন্দীদশার কথাও বোঝানো হয়ে থাকে (ইশা ৪০:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:২ ছায়া। সন্ধ্যাবেলায় যে ছায়া পড়ে, অর্থাৎ কর্মদিবস শেষ হওয়ার মুহূর্ত।

৭:৫ ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৬ তন্তুবায়ের মাকু। যে উপকরণ দিয়ে একজন বুননকারী কাপড় বুনে থাকে।

৭:৭ আমার জীবন শ্বাসমাত্র। আইউব প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করছিলেন, যে কারণে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও বেঁচে থাকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন (আয়াত ৩ দেখুন; সেই সাথে জবুর ১৪৪:৩-৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মৃত্যুকেই এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হিসেবে দেখছিলেন।

৭:৮ আমার প্রতি যখন তোমার দৃষ্টি ... তখন থাকব না। ২১ আয়াত দেখুন।

৭:৯ যে পাতালে নামে, সে আর উঠবে না। সাধারণত দুনিয়াবী অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের বক্তব্য রাখা হয় এবং এক্ষেত্রে মৃত্যুর পর কী ঘটবে সে সংক্রান্ত কোন ধর্মতত্ত্বের অবতারণা করা হয় নি। মেসোপটেমীয় সভ্যতায় এ ধরনের পরকালের বিবরণ পাওয়া যায় যেখান থেকে আর কখনো কেউ ফিরে আসতে পারে না (১০:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে জবুর ৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১১ আমি আর মুখ বুঁজে থাকব না। আপাতদৃষ্টিতে যা আল্লাহ্‌র অবিচার বলে মনে হচ্ছে তার বিপক্ষে আইউব কথা বলবেন, তিনি আর কষ্ট সহ্য করে নীরব হয়ে থাকবেন না (আয়াত ১৭-২০)।

রূহের উদ্বেগে কথা বলবো। ইয়ার ৪:১৯ আয়াত দেখুন।

প্রাণের তিক্ততায় মাতম করবো। ১০:১; ২১:২৫; ২৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১২ সমুদ্র না তিমি। ৩:৮ আয়াত দেখুন। ভয়ঙ্কর এই সমুদ্রের দানব বা তিমি মাছ হচ্ছে দুর্যোগের প্রতীক (জবুর ৭৪:১৩-১৪; ইশা ২৭:১; ৫১:৯ আয়াতের নোট দেখুন), এবং আইউব বলেছেন তিনি এ ধরনের কোন সত্তা হিসেবে গণ্য হতে চান না।

৭:১৩-১৫ আইউব মনে করেন তাঁর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে যে দুঃস্বপ্নগুলো দেখা দেয় সেগুলোকেও আল্লাহ্‌ পাঠিয়েছেন।

৭:১৬ আমার প্রাণকে আমি ঘৃণা করি। ৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১৭ মর্ত্য কি যে, তুমি তাকে মহান জ্ঞান কর? জবুর ১৪৪:৩ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৮:৪-৮ আয়াত, যেখানে এর এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহ্‌র সদৃশে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন মানুষ সারা দুনিয়ার উপরে কর্তৃত্ব করে (পয়দা ১:২৬-২৮; জবুর ৮:৬-৮ আয়াতের নোট দেখুন)। আইউব তাঁর এই কথার (আয়াত ১৮-২১) মধ্য দিয়ে এই উত্তরকে পরিহাস করেছেন। কারণ তিনি মনে করছেন যে, আল্লাহ্‌র

১৮ যে, প্রতি প্রভাতে তুমি তার খোঁজ কর,
এবং নিমিষে নিমিষে তার পরীক্ষা কর?
১৯ তুমি কত কাল আমার উপর থেকে
তোমার দৃষ্টি ফেরাবে না?
মুহূর্তের জন্যেও কি আমাকে ছাড়বে না?
২০ হে মানুষের পাহারাদার, আমি যদি গুনাহ্ করে
থাকি,
তবে আমার কাজে তোমার কি হয়?
তুমি কেন আমাকে তোমার লক্ষ্যস্থান করেছ?
আমি তো নিজের ভার নিজেই হয়েছি।
২১ তুমি আমার অধর্ম মাফ কর না কেন?
আমার অপরাধ দূর কর না কেন?
আমি তো এখন ধূলিতে শয়ন করবো,
তুমি সযত্নে আমার খোঁজ করবে,
কিন্তু আমি থাকব না।

বিল্‌দদের প্রথম কথা: আইউবের তওবা করা উচিত

৮ ১ পরে শূহীয় বিল্‌দদ জবাবে বললেন,
২ তুমি কতক্ষণ এসব বলবে?
তোমার মুখের কথা প্রচণ্ড ঝটিকার মত বইবে?
৩ আল্লাহ্ কি বিচারবিরুদ্ধ কাজ করেন?
সর্বশক্তিমান কি ন্যায়বিচার বিকৃত করেন?
৪ তোমার সন্তানেরা যদি তাঁর বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে
থাকে,
আর তিনি তাদেরকে তাদের অধর্মের হাতে
তুলে দিয়ে থাকেন,
৫ তুমিই যদি সযত্নে আল্লাহ্‌র খোঁজ কর,
সর্বশক্তিমানের কাছে যদি সাধ্যসাধনা কর,
৬ যদি নির্মল ও সরল হও,
তবে তিনি এখনও তোমার জন্য জাগবেন,
ও তোমার ধর্মনিবাস শান্তিযুক্ত করবেন।
৭ তাতে তোমার প্রথম অবস্থা ক্ষুদ্র বোধ হবে,
তোমার অন্তিম দশা অতিশয় উন্নত হবে।
৮ আরজ করি, তুমি পূর্বকালীন লোককে জিজ্ঞাসা
কর,
তাদের পিতৃগণের অনুসন্ধান-ফলে মনোযোগ
কর।
৯ কেননা আমরা গতকালের লোক, কিছুই জানি
না;
দুনিয়াতে আমাদের আয়ু ছায়াস্বরূপ।
১০ ওরা কি তোমাকে শিক্ষা দেবে না ও তোমাকে
বলবে না?
ওদের অন্তঃকরণ থেকে কি এই কথা বের
হবে না?
১১ "কাদা মাটি ছাড়া কি নল বৃদ্ধি পেতে পারে?
নল-খাগ্‌ড়া কি পানি ছাড়া বাড়তে পারে?
১২ যখন তা তেজস্বী থাকে, কাটা না যায়,
তখন অন্য সকল ঘাসের আগে শুকিয়ে যায়।
১৩ যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়, সেই সবের একই
গতি;
আল্লাহ্‌বিহীন লোকের আশা বিনষ্ট হয়।
১৪ তার ভরসা উচ্ছিন্ন হয়,

১৩৯:২৩।
[৭:১৯] জবুর ১৩৯:৭।
[৭:২০] ইয়ার ৭:১৯।
[৭:২১] ইব ১:৩।
[৮:১] পয়দা ২৫:২।
[৮:২] ২খান্দান ৩৬:১৬।
[৮:৩] রোমীয় ৩:৫।
[৮:৬] ইশা ৫৮:৯; ৬৫:২৪।
[৮:৭] জবুর ২৫:১৩।
[৮:৮] জবুর ৭১:১৮।
[৮:৯] পয়দা ৪৭:৯।
[৮:১০] মেসাল ১:৮।
[৮:১১] ইশা ১৯:৬; ৩৫:৭।
[৮:১২] ২বাদশা ১৯:২৬।
[৮:১৩] জবুর ৩৭:৩৮; ৭৩:১৭।
[৮:১৪] ইশা ৫৯:৫।
[৮:১৫] জবুর ৪৯:১১; মথি ৭:২৬-২৭।

একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে অন্যায্যভাবে পরীক্ষায় ফেলা এবং মানুষের সামান্যতম ভুলেও অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো।

৭:১৯ মুহূর্তের জন্যেও। আক্ষরিক অর্থে কথাটি হবে, "আমার মুখের তালু শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।"

৭:২০ আমি যদি গুনাহ্ করে থাকি, তবে আমার কাজে তোমার কি হয় ... ? আইউব যেন বলতে চাইছেন, আমি একেবারে নিখুঁত নই, কিন্তু এমন কোন ভয়ানক গুনাহ্ আমি করেছি যে এমন কষ্ট ও যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হবে? ইশা ২৭:৩ আয়াতে এই বাক্যাংশটির হিব্রু সংস্করণে আনুকূল্য বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এখানে আইউব অভিযোগ করেছেন যে, আল্লাহ্ সরল আচরণ করছেন না (আয়াত ১২ দেখুন)। তুমি কেন আমাকে তোমার লক্ষ্যস্থান করেছ? ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

আমি তো নিজের ভার নিজেই হয়েছি। প্রাচীন হিব্রু পাণ্ডুলিপিকাররা দেখছেন যে, "তুমি" শব্দটি "আমি"তে পরিণত হয়েছে, কারণ "তুমি" শব্দটি ব্যবহার করলে আল্লাহ্‌র ন্যায্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।

৭:২১ অধর্ম ... অপরাধ। আইউব স্বীকার করছেন যে, তিনি একজন গুনাহ্গার। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না কেন আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করছেন না।

আমি তো এখন ধূলিতে শয়ন করবো। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের প্রেক্ষাপট অনুসারে স্বাভাবিক চিত্র (৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:২ তুমি কতক্ষণ এসব বলবে? বয়োজ্যেষ্ঠ ইলীফসের তুলনায় বিল্‌দদ বেশ অসহিষ্ণু।

৮:৩ আল্লাহ্ কি বিচারবিরুদ্ধ কাজ করেন? কিন্তু আইউব আল্লাহ্‌কে সরাসরি অন্যায্যতার জন্য অভিযুক্ত করেন নি।

৮:৫-৬ বিল্‌দদ যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা অনেকটা এরকম। আল্লাহ্ মোটেও অন্যায্য কাজ করতে পারেন না, কাজেই আইউব এবং তাঁর পরিবার নিশ্চয়ই তাদের গুনাহ্গারিতার জন্য শাস্তি ভোগ করছেন। আইউবকে করুণা পাবার জন্য ফরিয়াদ করতে হবে এবং যদি তিনি সরল হন তাহলে আল্লাহ্ তাঁকে উদ্ধার করবেন।

৮:৬ যদি নির্মল ও সরল হও। আমরা জানি আইউবের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ধারণা কী ছিল (১:৮; ২:৩), কিন্তু বিল্‌দদ এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিলেন যে, আইউব মিথ্যা কথা বলছেন (১৩ আয়াত দেখুন)।

৮:৭ ২১ আয়াত দেখুন। বিল্‌দদ কী উপলব্ধি করেছেন তা তিনি আরও স্পষ্ট করে বলছেন (৪২:১০-১৭ আয়াত দেখুন)।

৮:৮ তুমি পূর্বকালীন লোককে জিজ্ঞাসা কর। ইলীফস রূহ্‌দের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন (৪:১২ -২১ আয়াত দেখুন), যেখানে বিল্‌দদ বলেছেন প্রথাগত সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার শরণাপন্ন হওয়ার কথা।

৮:৯ দুনিয়াতে আমাদের আয়ু ছায়াস্বরূপ। জ্ঞানপূর্ণ সাহিত্যের একটি প্রচলিত ঘরানা (১৪:২; ১ খান্দান ২৯:১৫; জবুর ১০২:১১; ১৪৪:৪; হেদায়েত ৬:১২; ৮:১৩ আয়াত দেখুন)।

৮:১১-১৯ বাস্তব জ্ঞান সম্বলিত একটি পদ্য, যেখানে "বিগত প্রজন্ম" বা "তাদের পূর্বপুরুষদের" কাছ থেকে লব্ধ শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে (আয়াত ৮)। ১০ আয়াতে তা প্রথম দেখানো হয়েছে এবং ২০-২২ আয়াতে আইউবকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

তার আশ্রয় মাকড়সার জালমাত্র।
১৫ সে তার বাড়িতে নির্ভর করবে, কিন্তু তা স্থির
থাকবে না,
সে শক্ত করে ধরলেও তা থাকবে না।
১৬ সে সূর্যের সাক্ষাতে সতেজ থাকে,
বাগানে তার কোমল শাখা ছড়িয়ে যায়।
১৭ প্রস্তররাশিতে তার শিকড় জড়িত হয়,
সে পাথরের মধ্যে বেঁচে থাকে,
১৮ তবু যখন সে স্বস্থান থেকে উৎপাটিত হয়,
তখন সেই স্থান তাকে অস্বীকার করে বলবে,
আমি তো তোমাকে দেখি নি।
১৯ দেখ, এই তার সুখের পথগুলো;
পরে ধূলি থেকে অন্যেরা উঠবে।"
২০ দেখ, আল্লাহ্ সিদ্ধকে পরিত্যাগ করেন না,
আর তিনি দুর্বৃত্তদের হাত ধরে রাখেন না।
২১ এখনও তিনি তোমার মুখ হাসিতে পূর্ণ
করবেন,
তোমার ওষ্ঠাধর হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ করবেন।
২২ তোমার বিদ্বেষীরা লজ্জিত হবে,
দুষ্টদের বাসস্থান বিনষ্ট হবে।

হযরত আইউবের জবাব

[৮:১৬] ইশা ১৬:৮।
[৮:১৮] জবুর ১০৩:১৬।
[৮:১৯] হেদা ১:৪।
[৮:২০] পয়দা ১৮:২৫।
[৮:২১] ইশা ৩৫:৬।
[৮:২২] ইহি ৭:২৭; ২৬:১৬।
[৯:২] রোমীয় ৩:২০।
[৯:৩] জবুর ৪৪:২১।
[৯:৪] জবুর ৫১:৬।
[৯:৫] মথি ১৭:২০।
[৯:৬] ইব ১২:২৬।
[৯:৭] সফ ১:১৫; জাকা ১৪:৬।
[৯:৮] পয়দা ১:১, ৮; ইশা ৪৮:১৩।
[৯:৯] পয়দা ১:১৬।
[৯:১০] দ্বি:বি ৬:২২; জবুর ৭২:১৮; ১৩৬:৪; ইয়ার

৯ ১ তখন আইউব জবাবে বললেন,
২ আমি নিশ্চয় জানি, তা-ই বটে,
আল্লাহ্র কাছে মানুষ কিভাবে ধার্মিক হতে
পারে?
৩ সে যদি তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে চায়,
তবে হাজার কথার মধ্যে তাঁকে একটিরও
উত্তর দিতে পারে না?
৪ তিনি চিত্তে জ্ঞানবান ও বলে পরাক্রান্ত;
তাঁর প্রতিরোধ করে কে পার পেয়েছে?
৫ তিনি পর্বতমালাকে স্থানান্তর করেন, তারা তা
জানে না,
তিনি ক্রোধে তাদেরকে উল্টিয়ে ফেলেন।
৬ তিনি দুনিয়াকে তার স্থান থেকে কম্পমান
করেন,
তার সমস্ত স্তম্ভ টলটলায়মান হয়।
৭ তিনি সূর্যকে বারণ করলে সে উদিত হয় না,
তিনি তারাগণকে আলোকহীন করেন।
৮ তিনি একাকী আসমান বিস্তার করেন,
সাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটেন।
৯ তিনি সপ্তর্ষি, মৃগশীর্ষ ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের,
এবং দক্ষিণস্থ কক্ষ সকলের নির্মাণকর্তা।

৮:২০ তিনি দুর্বৃত্তদের হাত ধরে রাখেন না। বিল্‌দদ সরাসরি বলেন নি যে, আইউব অন্যায় কাজ করেছেন, এর বিপরীতে ইলীফস চেয়েছেন যেন আইউব তাঁর অন্যায় ও গুনাহ্ স্বীকার করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান (আয়াত ৪:৭-৯ দেখুন)।

৮:২১ ৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২২ তোমার বিদ্বেষিরা লজ্জিত হবে। জবুর ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২-৩ আইউব বিশ্বাস করেন না যে তিনি নিষ্পাপ (১:১ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু তিনি চান যেন তিনি যে এই কষ্টভোগের সম পরিমাণ গুনাহ্ করেন নি তা তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রমাণ করতে পারেন। তিনি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ তুলেছেন (আয়াত ১৬-২০, ২২-২৪, ২৯-৩৫; ১০:১-৭, ১৩-১৭ দেখুন)। তথাপি তিনি কখনোই আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করেন নি বা তাঁর নামে বদদোয়া দেন নি (আয়াত ১০:২; ৮-১২ অধ্যায় দেখুন; সেই সাথে ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক পটভূমি ও মূল বিষয়বস্তু দেখুন), যা তিনি করবেন বলে শয়তান সন্দেহ করেছিল (১:১১ আয়াতের নোট দেখুন; ২:৫-৯ আয়াত দেখুন)। ৪২ অধ্যায়ে আমরা দেখি আইউব তাঁর এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ৯-১০ অধ্যায় দেখায় যে, তিনি এক্ষেত্রে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিলেন (৪:২; ৬:১১; ২১:৪ আয়াত দেখুন)। ইয়াকুব ৫:১১ আয়াতের সাথে তুলনা করুন, যা আইউবের দীর্ঘসহিষ্ণুতার কথা বলে, প্রচলিত ধারণা অনুসারে ধৈর্য নয়।

৯:৩ বাদানুবাদ। ১৪ আয়াত দেখুন। আইউবের বক্তব্যে যেন ফুটে ওঠে বিচার সভার চিত্র। "তাঁকে একটিরও উত্তর দিতে পারে না" (আয়াত ৩, ১৫, ৩২), "কেমন করে কথা বেছে তাঁকে বলবো?" (আয়াত ১৪), "ধার্মিক ... প্রতিবাদীর কাছে ... করুণা চাইব" (আয়াত ১৫), "আমি ডাকলে" (আয়াত ১৬), "আমার কথাই আমাকে দোষী করবে" (আয়াত ২০), "বিচারকর্তা" (আয়াত ২৪), "বিচারস্থান" (আয়াত ৩২), "আমাকে দোষী করো না" (১০:২), "সাক্ষী" (১০:১৭)। আইউব তাঁর নির্দোষিতার পক্ষে কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তিনি এটাও অনুভব করেছেন, আল্লাহ্ এতটাই মহান যে তাঁর সাথে তর্ক বিতর্কে যাওয়া অর্থহীন (আয়াত ১৪)। আইউবের ধার্মিকতা এখানে কোন কাজে আসবে না (আয়াত ১৫)।

৯:৫-১০ আল্লাহ্র মহত্ত্ব সম্পর্কে এক চমৎকার প্রশংসা গজল। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আইউব দোয়াপ্রাপ্ত হন নি, কারণ আইউব বুঝতে পারেন নি আল্লাহ্র ক্ষমতা পরিচালিত হয় তাঁর মঙ্গলময়তা ও ন্যায্যতার দ্বারা।

৯:৬ তিনি দুনিয়াকে তার স্থান থেকে কম্পমান করেন। দুনিয়াতে একটি ভিত্তির উপরে স্থাপন করা সম্পর্কিত আরও রূপকার্থক উক্তি জানতে দেখুন ৩৮:৬; ১ শামু ২:৮; জবুর ২৪:২; ৭৫:৩; ১০৪:৫ আয়াতের নোট।

৯:৮ তিনি একাকী আসমান বিস্তার করেন। হতে পারে এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে (১) তিনি বেহেশত সৃষ্টি করেছেন (ইশা ৪৪:২৪), কিংবা (২) তিনিই ভোরের সূর্যের উদয় ঘটান ও আলোর বিস্তৃতি ঘটান, যেভাবে মানুষ গুটানো তাঁবু খুলে বিস্তার ঘটাতে থাকে (জবুর ১০৪:২ আয়াত দেখুন)।

সাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটেন। কেনানীয়দের সাহিত্য থেকে জানা যায় আশেরা দেবী সমুদ্রের পানির উপর দিয়ে হাঁটতেন এবং তা শাসন করতেন, অর্থাৎ তিনি সমুদ্রের দেবী ছিলেন। একই ভাবে আল্লাহ্ও অশান্ত সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটেন।

৯:৯ সপ্তর্ষি, মৃগশীর্ষ ও কৃত্তিকা। এই তিনটি নক্ষত্রের নাম ৩৮:৩১-৩২ আয়াতে আবারও পাওয়া যায় এবং শেষ দুটোর নাম আমোস ৫:৮ আয়াতে পাওয়া যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে খুব সামান্য ধারণা থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন ইসরাইলীয়রা এই ভেবে চমৎকৃত হয়েছিল যে, আল্লাহ্ গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন।

৯:১০ ৫:৯ আয়াতে ইলীফস ঠিক এ ধরনের কথাই বলেছেন।

১০ তিনি মহৎ মহৎ কাজ করেন, যা সন্ধানের
অতীত,
অলৌকিক কাজ করেন, যার সংখ্যা গণনা করা
যায় না।
১১ দেখ, তিনি আমার সম্মুখ দিয়ে যান,
আমি তাঁকে দেখতে পাই না;
কাছ দিয়ে চলেন,
আমি তাঁকে চিনতে পারি না।
১২ দেখ, তিনি কেড়ে নেন, কে তাঁকে নিবারণ
করবে?
কে বা তাঁকে বলবে, 'তুমি কি করছো'?
১৩ আল্লাহ্ নিজের ক্রোধ সম্বরণ করবেন না,
রাহবের সহায়রা তাঁর পদতলে নত হয়।
১৪ তবে আমি কিভাবে তাঁকে উত্তর দেব?
কেমন করে কথা বেছে তাঁকে বলবো?
১৫ ধার্মিক হলেও আমি জবাব দিতে পারি না,
আমার প্রতিবাদীর কাছে আমি অবশ্যই করুণা
চাইব।
১৬ আমি ডাকলে যদিও তিনি উত্তর দেন,
তবুও তিনি যে আমার ডাকে কান দেন,
আমার এমন বিশ্বাস জন্মাবে না।
১৭ কেননা তিনি আমাকে ঝড়ে ভেঙে ফেলেন,
অকারণে পুনঃ পুনঃ ক্ষতবিক্ষত করেন।
১৮ তিনি আমাকে শ্বাস টানতে দেন না,
বরং তিক্ততায় পরিপূর্ণ করেন।
১৯ যদি শক্তির প্রতিযোগিতা হয়, দেখ, তিনি
শক্তিশালী,

৩২:২০।
[৯:১২] শুমারী ২৩:২০।
[৯:১৩] ইশা ৩:১১; ৬:৫; ৪৮:৯।
[৯:১৫] পয়দা ১৮:২৫।
[৯:১৬] রোমীয় ৯:২০-২১।
[৯:১৭] জবুর ১০:১০; ইশা ৩৮:১৩।
[৯:১৯] নহি ৯:৩২।
[৯:২১] পয়দা ৬:৯।
[৯:২২] হেদা ৯:২, ৩; ইহি ২১:৩।
[৯:২৩] ১পিতর ১:৭।
[৯:২৪] জবুর ৭৩:৩।
[৯:২৪] জবুর ৭৩:১২।
[৯:২৬] ইশা ১৮:২।
[৯:২৮] হিজ ৩৪:৭।
[৯:২৯] জবুর ৩৭:৩৩।

[৯:৩০] মালা ৩:২।

বিচারের কথা হলে, কে তাকে ডাকবে?
২০ যদিও আমি ধার্মিক হই,
আমার কথাই আমাকে দোষী করবে;
যদিও আমি সিদ্ধ হই,
তা-ই আমার কুটিলতার প্রমাণ হবে।
২১ আমি সিদ্ধ, আমি নিজেকে চিনি না,
আমি আমার জীবনকে ঘৃণা করি।
২২ সকলই তো সমান, তাই আমি বলি,
তিনি সিদ্ধ ও দুর্জন উভয়কে সংহার করেন।
২৩ কশা যদি হঠাৎ মানুষকে মেরে ফেলে,
তিনি নির্দোষের পরীক্ষার সময় হাসবেন।
২৪ দুনিয়াকে দুর্জনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে,
তিনি তার বিচারকর্তাদের মুখ আচ্ছাদন
করেন,
যদি না করেন, তবে এই কাজ কে করে?
২৫ আমার সমস্ত দিন ডাক পিয়নের চেয়েও
দ্রুতগামী;
সেসব উড়ে যায়, মঙ্গলের দর্শন পায় না।
২৬ সেসব চলে যায়, যেমন দ্রুতগামী-নৌকা
চলে,
যেমন ঈগল পাখি খাদ্যের উপরে এসে পড়ে।
২৭ যদি বলি, আমি মাতম ভুলে যাব,
মুখের বিষণ্ণতা দূর করবো, প্রসন্নচিত্ত হব,
২৮ তবুও আমার সকল ব্যথাকে আমি ভয় করি,
আমি জানি, তুমি আমাকে নির্দোষ গণ্য করবে
না।
২৯ আমাকেই দোষী হতে হবে,

৯:১২ কে তাঁকে নিবারণ করবে? আইউব এই যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, আল্লাহ্ স্বয়ং এমন এক অপরিবর্তনীয় ও সার্বভৌম স্বাধীনতার অধিকারী যে, কোন কাজই তাঁর জন্য অসাধ্য নয় এবং কোনভাবেই তাঁকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়।

৯:১৩ রাহব। একটি পৌরাণিক সমুদ্র-দানব (আয়াত ২৬:১২ দেখুন), যা অন্যান্য স্থানে মিসরের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (ইশা ৩০:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। ৩:৮; ৭:১২ আয়াতের নোট দেখুন। ইউসা ২ আয়াতের রাহব নামটি ভিন্ন একটি হিব্রু মৌলিক শব্দ থেকে আহরিত হয়েছে।

৯:১৫ ধার্মিক হলেও আমি জবাব দিতে পারি না। আইউব এ কথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্র অসীম মহত্ত্বের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাঁর নিজেকে আল্লাহ্র করুণার কাছে সমর্পণ করা।

৯:১৭ অকারণে পুনঃ পুনঃ ক্ষতবিক্ষত করেন। আইউব জানতেন না যে, আল্লাহ্ এক মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শয়তানকে অনুমতি দিয়েছেন যেন সে আইউবকে কষ্ট দিতে পারে।

৯:২০ আমার কথাই আমাকে দোষী করবে। আয়াত ১৫:৬ দেখুন।

৯:২১ আমি আমার জীবনকে ঘৃণা করি। ৭:১৬ আয়াত দেখুন; আইউবের হতাশা ও অভিযোগপূর্ণ বক্তব্যের শেষ অংশ, যেখানে এসে আইউব কার্যত নিজ গুনাহ্র জন্য অনুশোচনা করেছেন (৪২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:২২-২৪ আল্লাহ্ই যেন আইউবের কাছে সবচেয়ে দ্বিধাজনক হয়ে উঠেছেন। আইউব যেন এখানে একজন অশরীরী আল্লাহ্র কথা বর্ণনা করছেন – যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, যিনি শুধু আইউবের কল্পনায় অবস্থান করেন। কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদেরকে যে আল্লাহ্র কথা বলে তিনি কখনোই নৈতিকতা বিবর্জিত নন (৩৮:২; ৪০:২ আয়াতের আল্লাহ্র কালাম এবং ৪২:৩ আয়াতে আইউবের জবাব লক্ষ্য করুন)।

৯:২৪ তিনি তার বিচারকর্তাদের মুখ আচ্ছাদন করেন। ন্যায় বিচার অন্ধ, অর্থাৎ তা কারও মুখাপেক্ষা করে না। কিন্তু আইউব আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, তিনি এমনই অন্ধের মত বিচার করছেন যে, দোষী বা নির্দোষী কাউকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

৯:২৬ দ্রুতগামী-নৌকা। এখানে মূলত প্যাপিরাসের তৈরি সরু নৌকার কথা বলা হয়েছে, যা মিসরে প্রচলিত ছিল। হিজ ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২৮ তুমি আমাকে নির্দোষ গণ্য করবে না। আইউব আল্লাহ্র সামনে একজন নির্দোষ মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে চান– গুনাহ্বিহীন নন, কিন্তু যে গুনাহ্র কারণে অভিযুক্ত হয়ে তিনি এই শাস্তি ভোগ করছেন তা থেকে তিনি মুক্ত হতে চান এবং তিনি যে আসলে এই শাস্তি লাভের যোগ্য নন তা প্রমাণ করতে চান।

৯:২৯ আমাকেই দোষী হতে হবে। আইউব ইতোমধ্যে যে তিক্ত যন্ত্রণা ভোগ করছেন তার ফলশ্রুতিতে তিনি এই কথা বলছেন।

তবে কেন বৃথা পরিশ্রম করবো?
৩০ যদি সাবান দিয়ে শরীর মার্জন করি,
যদি ক্ষার দিয়ে হাত পরিষ্কার করি,
৩১ তবুও তুমি আমাকে ডোবায় ডুবিয়ে দেবে,
আমার নিজের কাপড়ও আমাকে ঘৃণা করবে।
৩২ কেননা তিনি আমার মত মানুষ নন যে, তাঁকে উত্তর দিই,
যে, তাঁর সঙ্গে একই বিচারস্থানে যেতে পারি;
৩৩ আমাদের মধ্যে এমন কোন মধ্যস্থ নেই,
যিনি আমাদের উভয়ের মধ্য বিচার করবেন।
৩৪ তিনি আমার উপর থেকে তাঁর দণ্ড দূর করুন,
তাঁর ভীষণতা আমাকে ব্যাকুল না করুক;
৩৫ তাতে আমি কথা বলবো, তাঁকে ভয় করবো না।
কেননা আমি জানি, আমি নিজেকে যেরকম ভাবি সেরকম নই।

১০ ১ আমি বেঁচে থেকে ক্লান্ত হয়েছি;
আমি আমার দুঃখের কথা মুক্তকণ্ঠে বলবো,
আমি প্রাণের তিক্ততায় কথা বলবো।
২ আমি আল্লাহ্‌কে বলবো, আমাকে দোষী করো না;
আমার সঙ্গে কি কারণে ঝগড়া করছো,
তা আমাকে জানাও।
৩ এটি কি ভাল যে, তুমি জুলুম করবে?
তোমার হস্তনির্মিত বস্তু তুমি তুচ্ছ করবে?
দুষ্টদের মন্ত্রণায় খুশি হবে?
৪ তোমার চোখ কি মানুষের চোখ?
তোমার দৃষ্টি কি মানুষের দৃষ্টির মত?
৫ তোমার আয়ু কি মানুষের আয়ুর মত?
তোমার বছরগুলো কি মানুষের দিনগুলোর মত?
৬ সেজন্য কি আমার অপরাধের অনুসন্ধান করছো,
আমার গুনাহ্‌র খোঁজ করছো?
৭ তুমি তো জান, আমি দুষ্ট নই,
এবং তোমার হাত থেকে উদ্ধারকারী কেউ নেই।
৮ তোমার হাত আমাকে গড়েছে, নির্মাণ করেছে,
আমার সর্বাঙ্গ সুসংযুক্ত করেছে,
তবুও তুমি আমাকে সংহার করছো।
৯ স্মরণ কর, তুমি মাটির পাত্রের মত করে আমাকে গড়েছ,
আবার আমাকে কি ধুলিতে বিলীন করবে?
১০ তুমি কি দুধের মত আমাকে ঢাল নি?
ছানার মত কি আমাকে ঘনীভূত কর নি?
১১ তুমি আমাকে চামড়া ও মাংসে সজ্জিত করেছ,
অস্থি ও শিরা দিয়ে আমাকে বুনেছ;
১২ তুমি আমাকে জীবন দান করেছ ও অটল মহব্বত প্রকাশ করেছ,
তোমার তত্ত্বাবধানে আমার রূহ্‌ পালিত হচ্ছে।
১৩ তবু এ সবই মনোমধ্যে গুপ্ত করে রেখেছ;
আমি জানি এই তোমার মনোবাসনা।

[৯:৩১] নহূম ৩:৬; মালা ২:৩।
[৯:৩২] শুমারী ২৩:১৯।
[৯:৩৩] ১শামু ২:২৫।
[৯:৩৪] জবুর ৩৯:১০; ৭৩:৫।
[১০:১] শুমারী ১১:১৫; ১বাদশা ১৯:৪।
[১০:২] মীখা ৬:২; রোমীয় ৮:৩৩।
[১০:৪] ১শামু ১৬:৭; জবুর ১১:৪; মেসাল ৫:২১
[১০:৫] জবুর ৩৯:৫; ২পিতর ৩:৮।
[১০:৮] পয়দা ২:৭।
[১০:৯] ইশা ২৯:১৬।
[১০:১১] জবুর ১৩৯:১৩, ১৫।
[১০:১২] পয়দা ২:৭।
[১০:১৩] জবুর ১১৫:৩।
[১০:১৪] হিজ ৩৪:৭।

৯:৩০ ক্ষার। নিরামিষ খাদ্য উপাদান থেকে আহরিত বিশেষ চর্বি জাতীয় খাবার, যা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ইয়ার ২:২২ আয়াত দেখুন)। মালাখি ৩:২ আয়াতে এর বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "সাবান"।

৯:৩৩ আমাদের মধ্যে এমন ... উভয়ের মধ্যে বিচার করবেন। ৫:১ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্‌ এমনই অসীম যে, তিনি এমন কারও অভাব অনুভব করছেন যিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন, যিনি আল্লাহ্‌র বিচারাসনে তাঁর পক্ষে বাকযুদ্ধ করতে পারবেন। আইউব এখানে প্রত্যক্ষভাবে মসীহের মধ্যস্থতার কথা বোঝান নি, কারণ আইউব এমন কাউকে চান নি যিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন, বরং তিনি এমন কাউকে চেয়েছেন যিনি তাঁর নির্দোষিতার পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন (১৬:১৮-২১; ১৯:২৫-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৩৪ ১৩:২১ আয়াত দেখুন।

তাঁর দণ্ড। প্রতীকী অর্থে আল্লাহ্‌র বেহেশতী বিচার ও ক্রোধ (জবুর ৮৯:৩০-৩৭; মাতম ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১ আমি বেঁচে থেকে ক্লান্ত হয়েছি। ৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রাণের তিক্ততা। আইউবের অন্তর এতটাই তিক্ত হয়ে উঠেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত চিত্র তাঁর অন্তরে ধারণ করেছেন।

১০:৩ জুলুম করবে? ... তুচ্ছ করবে? ... খুশি হবে? আইউব মনে করছেন আল্লাহ্‌ তাঁর উপরে ক্রোধান্বিত হয়েছেন, অথচ তিনি নির্দোষ (৯:২৮ আয়াতের নোট দেখুন) এবং আল্লাহ্‌ যেন আইউবের এই দুর্দশায় আনন্দিত হয়েছেন। এ ধরনের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, অসুস্থ মানুষের কাছে ধর্মতত্ত্বের কথা বলতে যাওয়া নেহায়েত বোকামি (২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রচণ্ড কষ্ট ভোগের সময় মানুষ এমন অনেক কথা বলতে পারে যার প্রতিক্রিয়ায় ভালবাসা প্রদর্শন করা উচিত এবং ধৈর্য সহকারে তা শোনা উচিত। আইউব নিজেও একটা সময় পর অনুতপ্ত হয়েছেন (৪২:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং আল্লাহ্‌ তাঁকে ক্ষমা করেছেন।

১০:৮-১৭ আইউব আল্লাহ্‌কে এই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন যে, তিনি বিচারস্থানে আল্লাহ্‌র বিপক্ষ কি না। তিনি জানতে চান যে আল্লাহ্‌ তাঁকে এত পরম আদরে মায়ের গর্ভে স্থান দিয়েছেন তিনি কি করে তাঁকে এখন এতটা কষ্ট দিচ্ছেন (আয়াত ১৩), এতটা শাস্তি দিচ্ছেন – যেখানে তিনি পুরোপুরি নির্দোষ।

১০:৮-১১ একটি শিশুকে আল্লাহ্‌ কীভাবে মাতৃ জঠরে সৃষ্টি করেন তার একটি কাব্যিক বর্ণনা (জবুর ১৩৯:১৩-১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:৮ জবুর ১১৯:৭৩ আয়াত দেখুন।

১০:৯ তুমি মাটির পাত্রের মত করে আমাকে গড়েছ। ৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। আমাকে কি ধুলিতে বিলীন করবে? পয়দা ৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১০ দুধের মত ... ছানার মত। যেভাবে জরায়ুতে বীর্য প্রবেশ করে একটি ভ্রূণের সৃষ্টি করে।

ইলিফস, বিলদদ, সোফর

ইলীফস নামটির অর্থ 'আল্লাহ্ তার শক্তি'। তিনি হযরত আইউবের তিন বন্ধুর একজন, যারা তাঁর পরীক্ষার সময় তাঁর কাছে গিয়েছিলেন (আইউব ৪:১)। তিনি ছিলেন ইদুমিয়ার তিমান দেশের অধিবাসী। তিনিই প্রথম হযরত আইউবের সাথে তর্ক-বিতর্ক শুরু করেন। তবে অন্য দুই বন্ধুর চেয়ে তার তর্ক মার্জিত ছিল, তিনি হযরত আইউবের এই কষ্টভোগকে তাঁর গুনাহের ফল বলে যুক্তি দেখান। তিনি আইউবের কাছে আল্লাহ্র পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে তুলে ধরেন (৪:১২-২১; ১৫:১২-১৬)।

বিলদদ্ নামটির অর্থ, 'বিবাদের পুত্র'। হযরত আইউবের তিন বন্ধুর এক বন্ধু। তাকে সাধারণত শূহীয় বলা হত। তিনি হযরত ইব্রাহিম ও বিবি কাতুরার ৬ষ্ঠ সন্তান (পয়দা ২৫:২)। যখন তিনি আইউবের সব বিপদের কথা শুনলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে শোক করেন ও তাঁকে সান্ত্বনা দেন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ধরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আরও অন্য দুই বন্ধুর সাথে আইউবের বিরুদ্ধে কথা বলেন (৮:১; ১৮:১ এবং ২৫:১)। তিনি খুবই কড়া ভাষায় আইউবের বিরুদ্ধে তিনবার বক্তব্য দেন, কিন্তু অন্য দু'জন ইলিফস্ এবং সোফরের তুলনায় কিছুটা কম ছিল।

সোফর নামটির অর্থ, 'পাখির কিচিরমিচির শব্দ' কিংবা কিচিরমিচির করে কথা বলা। তিনিও আইউবের বন্ধুদের মধ্যে একজন, যিনি তাঁর দুর্দশা বা বিপদের সময় তাঁর সঙ্গে শোক করতে ও তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন (২:১১)। সেপ্টুজিয়ান্টে একে দক্ষিণ আরবের "মায়োনীয়দের বাদশাহ্" হিসাবে অনুবাদ করতে দেখা যায় (কাজী ১০:১২)। তাকে নামাথাইট কিংবা নামাহ্ নামে কিছু অপরিচিত জায়গার অধিবাসী বা অধিকর্তা বলা হত।

তাদের সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- শোক জানাতে বা সমব্যথি হতে ব্যক্তিগত যোগাযোগের গুরুত্বের বিষয় বুঝতে পেরেছিলেন।
- আইউবের সঙ্গে নীরবে বসে ছিলেন, এসেই কথা বলতে শুরু করেন নি।
- আল্লাহ্র ন্যায় বিচার সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা উপস্থিত করেছেন কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাদের জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- দুঃখ, যন্ত্রণা ও কষ্টভোগকে নিশ্চিত পাপের কোন না কোন শাস্তিস্বরূপ বলে দেখেছেন।
- আইউবকে সাহায্য না করে ও তাঁর প্রতি শহনশীলতা না দেখিয়ে তাঁর গুনাহ্কে বেশী করে দেখাতে চেয়েছেন।
- আইউবের উত্তরকে তারা শোকের কথা হিসাবে না দেখে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেছেন।
- আইউব যখন তাদের সঙ্গে একমত হন নি ও তাদের বিচারকে সমর্থন করেন নি তখন সেটাকে অপমান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

তাদের জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা কোন শোকার্ত লোককে সান্ত্বনা দিতে চায় তাদেরকে শোকার্ত লোকের সঙ্গে কথা বলার আগে তাদের সঙ্গে বসে থাকা দরকার, ব্যাখ্যা চাইবার আগে সাহানুভূতি দেখানো দরকার, এবং তাদের ব্যথায় ধৈর্য দেখানো দরকার।
- যদিও সেই শোকার্ত লোকের কাছ থেকে কোন কঠিন কথা আসে তবুও সেই সময়েই তার উত্তর চাইতে নেই।
- যখন কোন কষ্ট বা কোন ক্ষতি কারো জীবনে আসে তখন প্রকৃত বন্ধু যারা তাদের মধ্যে মনোযোগ, সাহানুভূতি থাকা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** উজ দেশ
- **কাজ:** সম্পদশালী, ভূমির মালিক ও মেষপালের মালিক
- **আত্মীয়-স্বজন:** বন্ধু: আইউব, ইলিহূ।

মূল আয়াত: "পরে আইউবের প্রতি ঘটিত ঐ সমস্ত বিপদের কথা তাঁর তিন জন বন্ধু শুনতে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকে যার যার স্থান থেকে আসলেন; তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিল্দদ ও নামাথীয় সোফর একত্রে পরামর্শ করে তাঁর সঙ্গে শোক করতে ও তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর কাছে আগমন করতে স্থির করলেন" (আইউব ২:১১)

কিতাবুল মোকাদ্দসের আইউব কিতাবে উল্লিখিত শুধু আইউবের কাহিনীতেই তাঁর বন্ধুদের কথা পাওয়া যায়।

১৪ আমি গুনাহ্ করলে তুমি আমার প্রতি লক্ষ্য
করবে,
আমার অপরাধ মাফ করবে না।
১৫ আমি যদি দুষ্ট হই, আমার সন্তাপ হবে!
যদি ধার্মিক হই, মাথা তুলতে পারব না,
আমি অবমাননায় পরিপূর্ণ হয়েছি,
আর নিজের দুঃখ দেখছি।
১৬ মাথা তুললে তুমি সিংহের মত আমাকে শিকার
করবে,
আবার আমার বিরুদ্ধে নিজেকে আশ্চর্য
দেখাবে।
১৭ তুমি আমার বিপরীতে নতুন নতুন সাক্ষী
উপস্থিত করবে,
আমার প্রতি তোমার বিরক্তি বাড়াবে;
নতুন নতুন সৈন্যদল আমার প্রতিকূলে নিয়ে
আসবে।
১৮ কেন আমাকে গর্ভ থেকে বের করেছিলে?
আমি সেখানে প্রাণত্যাগ করতাম, কারো
দৃষ্টিগোচর হতাম না।
১৯ আমার যদি জন্ম না হত,
জঠর থেকেই কবরে নেওয়া হত।
২০ আমার দিন কি অল্প নয়? অতএব ক্ষান্ত হও,
আমাকে ছাড়, ক্ষণকাল সান্ত্বনা লাভ করি,
২১ যে পর্যন্ত আমি সেই স্থানে না যাই,
যেখান থেকে আর ফিরে আসব না।
তা ঘন অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়ার দেশ,

[১০:১৫] জবুর ২৫:১৬।
[১০:১৬] ১শামু ১৭:৩৪; হোশেয় ৫:১৪; ১৩:৭।
[১০:১৭] ১বাদশা ২১:১০।
[১০:১৮] জবুর ২২:৯।
[১০:১৯] ইয়ার ১৫:১০।
[১০:২০] হেদা ৬:১২।
[১০:২১] ২শামু ১২:২৩।
[১০:২২] ১শামু ২:৯।
[১১:২] পয়দা ৪১:৬।
[১১:৩] ইফি ৪:২৯; ৫:৪।
[১১:৫] হিজ ২০:১৯।
[১১:৬] ১করি ২:১০।
[১১:৭] হেদা ৩:১১।
[১১:৮] ইফি ৩:১৮।
[১১:৮] ইশা ৫৫:৯।
[১১:৯] ইফি ৩:১৯-২০।
[১১:১০] প্রকা ৩:৭।

২২ সেই দেশ ঘোর অন্ধকার, অন্ধকারময়,
তা মৃত্যুচ্ছায়ায় ব্যপ্ত, পারিপাট্য-বিহীন,
সেখানে আলো অন্ধকারের সমান।

সোফরের প্রথম কথা: আইউবের দোষের শাস্তি হওয়া উচিত

১১ ১ পরে নামাথীয় সোফর জবাবে
বললেন,
২ এত কথার কি কোন উত্তর দেওয়া যাবে না?
বাচালকে কি ধার্মিক বলা যাবে?
৩ তোমার দর্পে কি মানুষেরা নীরব থাকবে?
তুমি বিদ্রূপ করলে কি কেউ তোমাকে লজ্জা
দেবে না?
৪ তুমি আল্লাহ্‌কে বলছো, "আমার চালচলন
শুদ্ধ,
আমি তোমার দৃষ্টিতে খাঁটি।"
৫ আহা! আল্লাহ্ একবার কথা বলুন,
তিনি তোমার বিরুদ্ধে তাঁর মুখ খুলুন,
৬ তিনি প্রজ্ঞার গূঢ় তত্ত্ব তোমাকে জ্ঞাত করুন,
কারণ বুদ্ধিকৌশল বহুবিধ;
জেনো, আল্লাহ্ তোমার অপরাধের অনেকটা
ছেড়ে দেন।
৭ তুমি কি অনুসন্ধান দ্বারা আল্লাহ্‌কে পেতে পার?
সর্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে পার?
৮ সে তত্ত্ব আসমানের চেয়েও উঁচু; তুমি কি
করতে পার?
তা পাতালের চেয়েও গভীর; তুমি কি তা
জানতে পার?
৯ দুনিয়া থেকেও তার আয়তন দীর্ঘ,

১০:১৫-১৬ আইউব বলছেন যে, তিনি দোষী হোন বা নির্দোষ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর সাথে নায্য আচরণ করেন নি।

১০:১৭ তুমি আমার বিপরীতে নতুন নতুন সাক্ষী উপস্থিত করবে। ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৮-২২ ৩ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

১০:২১ যেখান থেকে আর ফিরে আসব না। ৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

ঘন অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়ার দেশ। ৩৮:১৭ আয়াত দেখুন। প্রাচীন মেসোপটেমীয় লিপি ও উৎকীর্ণ ফলকে দোজখকে বলা হয়েছে "অন্ধকারের দেশ" (হেদায়েত ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:১-২০ ইলীফস (৪:৭-১১) এবং বিল্‌দদের মত (৮:৩-৬) সোফরও এই মত প্রকাশ করলেন যে, আইউবের গুনাহ্‌র কারণেই তাঁর এই দুর্দশা।

১১:২-৩ সোফর নিজেকে আইউবের জায়গায় দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় বোঝা যায় যে, তাঁর মধ্যে সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আইউব ইতোমধ্যে আন্তরিকতার সাথে বলেছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র অন্যায্য আচরণের শিকার হয়েছেন (আয়াত ৯:১৪-২৪ দেখুন), কিন্তু তিনি তাই বলে আল্লাহ্‌কে উপহাস করেন নি, যে অভিযোগে সোফর তাঁকে অভিযুক্ত করছেন।

১১:৪ আমি তোমার দৃষ্টিতে খাঁটি। ১০:৭, ১৫ আয়াতে আইউব নিজেকে দোষী বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং ৯:২১ আয়াতে তিনি নিজেকে "সিদ্ধ" বলেছেন, যে শব্দটি আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে ১:৮; ২:৩ আয়াতে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সোফর বলতে চেয়েছেন আইউব নিজেকে নিষ্পাপ বলে দাবী করেছেন, যদিও আইউব কখনোই তা বলেন নি।

১১:৫ আহা! আল্লাহ্ একবার কথা বলুন। সোফর ভেবেছিলেন আল্লাহ্ হয়তো আইউবের বিপক্ষে কথা বলবেন, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল আল্লাহ্ সোফরের বিরুদ্ধেই কথা বলেছেন (৪২:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:৬ বুদ্ধিকৌশল বহুবিধ। পুরাতন নিয়মের জ্ঞানদায়ক কিতাবগুলোতে (বিশেষ করে মেসাল) প্রায়শই হিব্রু মেসাল (mashal) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ "জ্ঞানের কথা," "ধাঁধা," "উপমা," ইত্যাদি। অনেক সময় খুব সুস্পষ্ট কোন বিষয়কে গোপন রাখার জন্য এ ধরনের কথা ব্যবহার করা হয়েছে। সোফর মনে করছেন আইউব এতটাই নির্বোধ ও জ্ঞানহীন যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রকৃত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ (আয়াত ৭-৯ দেখুন)।

১১:৭ সোফর অনেকটা অজান্তেই ৩৮:১–৪২:৬ আয়াতে আল্লাহ্‌র বলা কথাগুলোর পূর্বাভাস দিয়েছেন।

১১:৮-৯ যেভাবে সোফর আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উচ্চতা, গভীরতা, পরিমিতি ও প্রশস্ততার কথা বলেছেন, ঠিক সেভাবেই প্রেরিত পৌল মসীহের মহব্বতের কথা বলেছেন (ইফি ৩:১৮)।

১১:৮ তুমি কি করতে পার? সোফর যেন বলতে চাইছেন, তুমি কি বেহেশতে আরোহণ করতে পার এবং আল্লাহ্‌র অসীম

সমুদ্র থেকেও তার পরিসর অনেক বেশি।
১০ তিনি যদি হঠাৎ এসে বন্দী করেন,
যদি বিচার সভা করেন,
তবে তাঁকে কে নিবারণ করতে পারে?
১১ কেননা তিনি অসার লোকদেরকে জানেন,
আলোচনা না করেও অধর্ম দেখেন।
১২ কিন্তু অসার মানুষ জ্ঞানহীন,
সে জন্ম থেকে বন্য গাধার বাচ্চার মত।
১৩ তুমি যদি তোমার অন্তর স্থির কর,
যদি তাঁর অভিমুখে অঞ্জলি প্রসারণ কর;
১৪ হাতে অধর্ম থাকলে যদি তা দূর কর,
অন্যায়কে তোমার আবাসে বাস করতে না দাও;
১৫ তবে তুমি তোমার মুখ বিনা কলঙ্কে তুলতে পারবে,
তুমি সুস্থির থাকবে, ভয় করবে না।
১৬ কারণ তুমি তোমার কষ্ট ভুলে যাবে,
তা প্রবাহিত পানির মতই মনে হবে।
১৭ তোমার জীবন মধ্যাহ্ন হতেও বিমল হবে।
অন্ধকার হলেও তা প্রভাতের মত হবে।
১৮ তুমি সাহস করবে, কারণ প্রত্যাশা আছে,
চারদিকে তত্ত্ব নিয়ে নির্ভয়ে শয়ন করবে।
১৯ আর তুমি শয়ন করবে, কেউ তোমাকে ভয় দেখাবে না,
বরং অনেকে তোমার কাছে ফরিয়াদ করবে।

[১১:১১] জবুর ১০:১৪।
[১১:১২] পয়দা ১৬:১২।
[১১:১৩] ১শামু ৭:৩; জবুর ৭৮:৮।
[১১:১৪] ইউসা ২৪:১৪।
[১১:১৫] ১শামু ২:৯; জবুর ২০:৮; ইফি ৬:১৪।
[১১:১৬] ইশা ২৬:১৬।
[১১:১৭] ইশা ৫৮:৮, ১০; ৬২:১।
[১১:১৮] জবুর ৩:৫; হেদা ৫:১২।
[১১:১৯] লেবীয় ২৬:৬।
[১১:২০] দ্বি:বি ২৮:৬৫।
[১২:৪] পয়দা ৩৮:২৩।
[১২:৫] জবুর ১২৩:৪।
[১২:৭] মথি ৬:২৬।
[১২:৯] ইশা ১:৩।

২০ কিন্তু দুষ্টদের চোখ নিস্তেজ হবে,
তাদের আশ্রয় বিনষ্ট হবে,
তাদের আশা প্রাণত্যাগে পরিণত হবে।

হযরত আইউবের জবাব: আমি হাসির পাত্র হয়েছি

১২ ১ পরে আইউব জবাবে বললেন,
২ অবশ্য তোমরাই সেই লোক,
যাদের সঙ্গে প্রজ্ঞা মরে যাবে!
৩ কিন্তু তোমাদের মত আমারও বুদ্ধি আছে;
তোমাদের থেকে আমি নিকৃষ্ট নই;
বাস্তবিক, এরকম কথা কে না জানে?
৪ আমি প্রতিবেশীর হাসির পাত্র হয়েছি;
আল্লাহ্‌কে ডাকলে তিনি যাকে উত্তর দিতেন,
সেই ধার্মিক সিদ্ধ ব্যক্তি হাসির পাত্র হয়েছে।
৫ বিলাসী লোকেরা বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে;
এই বিপদ তাদের জীবনে ঘটবে,
শীঘ্রই যাদের চরণ পিছলে যাবে।
৬ দস্যুদের তাঁবু শান্তিযুক্ত,
আল্লাহ্‌কে যারা ক্রুদ্ধ করে, তারা নির্বিঘ্নে থাকে,
আল্লাহ্‌ তাদের হাতে ধন দেন।
৭ পশুদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমাকে শিক্ষা দেবে;
আসমানের পাখিদেরকে প্রশ্ন কর, তারা তোমাকে বলে দেবে;

জ্ঞানের সাগরে পরিভ্রমণ করতে পার?

১১:১১-১২ অসার লোক ... জ্ঞানহীন। সোফর দাবী করেছেন যে, আইউবের অবস্থার পরিবর্তন ঘটার অর্থ হল অলৌকিক কাজ সাধন হওয়া।

১১:১২ সে জন্ম থেকে বন্য গাধার বাচ্চার মত। কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লিখিত এমন দুটি প্রাণীর কথা রয়েছে যেগুলো একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত হলেও কিছু দিক থেকে একেবারেই আলাদা। প্রাণী দুটি হচ্ছে বন্য গাধা এবং গৃহপালিত গাধা। এক্ষেত্রে আয়াতটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, একটি বন্য গাধা গৃহপালিত গাধা হয়ে জন্ম নিলে যতটুকু বুদ্ধি সম্পন্ন হত, একজন অসার মানুষের ততটুকুও বুদ্ধি নেই।

১১:১৩-২০ সোফর ধরেই নিয়েছিলেন যে, আইউবের সমস্ত সমস্যা নিহিত কেবলমাত্র তাঁর গুনাহ্‌র মাঝে। এখন আইউবের একমাত্র যা করণীয় আছে তা হল অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করা এবং তখনই কেবল তাঁর জীবন হয়ে উঠবে অনুগ্রহে ও আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান বলেই কেবল তিনি "মধ্যাহ্ন হতেও বিমল" কোন জীবনের ওয়াদা আমাদের কাছে করেন নি (আয়াত ১৭)। কারণ আমাদের পার্থিব সমৃদ্ধি সাধন বা মানুষের অনুগ্রহ লাভের চেয়ে আরও বৃহত্তর পরিকল্পনা আমাদের জীবন নিয়ে আল্লাহ্‌ করেছেন (আয়াত ১৯)। সোফরের দর্শন জবুর ৭৩ অধ্যায়ের সাথে বৈপরীত্য প্রদর্শন করে।

১১:১৩ তাঁর অভিমুখে অঞ্জলি প্রসারণ কর। সাহায্য চেয়ে মুনাজাত করার জন্য (হিজ ৯:২৯; ১৭:১১ আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ২৮:২; ৪৪:২০; ৭৭:২; ৮৮:৯; ১৪১:২; ১৪৩:৬; ইশা ১:১৫; ১ তীম ২:৮)।

১১:১৫ তুমি তোমার মুখ বিনা কলঙ্কে তুলতে পারবে। ১০:১৫ আয়াতে আইউব যে চিন্তা করেছেন সোফর তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

১১:২০ বিল্‌দদ প্রায় একইভাবে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন (আয়াত ৮:২২ দেখুন)।

১২:১–১৪:২২ আগের মতই আইউবের জবাব দুটি ভাগে বিভক্ত। তিনি তাঁর তিন বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন (১২:২–১৩:১৯) এবং এরপর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কথা বলেছেন (১৩:২০–১৪:২২)।

১২:২ ... যাদের সঙ্গে প্রজ্ঞা মরে যাবে। প্রথমবারের মত আইউব তাঁর প্রতি সান্ত্বনা দানকারী তিন বন্ধুর কর্কশ ভাষার প্রতি কৌতুককর মন্তব্য করলেন (আয়াত ২০)।

১২:৩ এরকম কথা কে না জানে? আয়াত ৯ দেখুন। আইউবের বন্ধুদের পরামর্শ খুবই সাধারণ ও গুরুত্বহীন।

১২:৪ আল্লাহ্‌কে ডাকলে তিনি যাকে উত্তর দিতেন। তাঁর কষ্টের দিন শুরু হওয়ার আগে (এর সাথে ৯:১৬ আয়াতের তুলনা করুন)।

১২:৫ বিলাসী লোকেরা বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আইউবের মত যারা দুর্দশাগ্রস্ত হন, তাদেরকে সমৃদ্ধশালী মানুষেরা এড়িয়ে চলে ও অবজ্ঞা করে।

শীঘ্রই যাদের চরণ পিছলে যাবে। এ ধরনের বক্তব্য (৯:২১-২৪ আয়াত দেখুন) সান্ত্বনা দানকারী বন্ধুদেরকে বিরক্ত করেছিল এবং তাদের কাছে আইউব হয়ে উঠেছিলেন পা পিছলে পড়া মানুষের মত (আয়াত ৫ দেখুন)।

১২:৭-১২ আইউব সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সাক্ষী রেখে এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন সেটাই সাধন

৮ দুনিয়াকে বল, সে তোমাকে শিক্ষা দেবে,
সমুদ্রের সমস্ত মাছ তোমাকে বলে দেবে।
৯ এসব দেখে কে না জানে যে,
মাবুদেরই হাতই এসব সম্পন্ন করেছে;
১০ তাঁরই হাতে সমস্ত জীবের প্রাণ,
সমস্ত মানব জাতির রূহ্ রয়েছে।
১১ রসনা যেমন খাদ্যের আস্বাদ নেয়,
তেমনি কান কি কথার পরীক্ষা করে না?
১২ প্রাচীনদের কাছে প্রজ্ঞা আছে,
দীর্ঘায়ু ব্যক্তির কাছে সৎ বিবেচনা আছে।
১৩ তাঁরই কাছে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম আছে,
পরামর্শ ও বুদ্ধি তাঁরই।
১৪ দেখ, তিনি ভেঙ্গে ফেললে আর গড়া যায় না,
তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।
১৫ দেখ, তিনি পানি বন্ধ করে রাখলে তা শুকিয়ে
যায়,
পানি বর্ষণ করলে তা দুনিয়াকে লণ্ডভণ্ড করে।
১৬ বল ও বুদ্ধিকৌশল তাঁর,
ভ্রান্ত ও ভ্রান্তি উৎপাদনকারী তাঁর।
১৭ তিনি মন্ত্রীদেরকে সর্বস্বহীন করে নিয়ে যান,
তিনি বিচারকর্তাদের বুদ্ধি নাশ করেন,
১৮ তিনি বাদশাহ্‌দের কর্তৃত্ববন্ধন মুক্ত করেন,
তাদের কোমরে বন্দীর কোমরবন্ধনী বেঁধে
দেন,
১৯ ইমামদেরকে সর্বস্বহীন করে নিয়ে যান,
প্রতাপশালীদের পদচ্যুত করেন।

[১২:১০] প্রেরিত ১৭:২৮।
[১২:১২] ১বাদশা ৪:২।
[১২:১৩] দানি ১:১৭।
[১২:১৪] দ্বি:বি ১৩:১৬।
[১২:১৫] ইশা ৪০:১২।
[১২:১৬] রোমীয় ২:১১।
[১২:১৭] ইশা ২০:৪।
[১২:১৮] জবুর ১০৭:৪০।
[১২:১৯] লূক ১:৫২।
[১২:২০] দানি ৪:৩৩-৩৪।
[১২:২২] দানি ২:২২।
[১২:২৩] প্রেরিত ১৭:২৬।
[১২:২৪] জবুর ১০৭:৪০।
[১২:২৫] ইশা ২৪:২০।
[১৩:৪] ইশা ৯:১৫।
[১৩:৫] কাজী

২০ তিনি বিশ্বস্তদের কথা অন্যথা করেন,
বৃদ্ধদের বিবেচনা হরণ করেন।
২১ তিনি কর্তাদের উপরে ঘৃণা ঢেলে দেন,
বিক্রমীদের কোমরবন্ধনী খুলে ফেলেন।
২২ তিনি অন্ধকার থেকে নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন,
মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোর মধ্যে আনয়ন করেন।
২৩ তিনি জাতিদেরকে মহান করেন, আবার
বিনাশ করেন,
জাতিদেরকে প্রসারিত করেন, আবার নিয়ে
যান।
২৪ তিনি দুনিয়ার লোকদের নেতাদের হৃদয় হরণ
করেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাদেরকে ভ্রমণ করান।
২৫ তারা পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তবুও আলো
পায় না;
তিনি তাদেরকে মাতালের মত ভ্রমণ করান।

১৩ ১ দেখ, এসব আমি স্বচক্ষে দেখেছি,
এসব স্বকর্ণে শুনে বুঝেছি।
২ তোমরা যা জান, আমিও জানি,
আমি তোমাদের থেকে নিকৃষ্ট নই।
৩ কিন্তু আমি সর্বশক্তিমানের সঙ্গে কথা বলতে
চাই,
আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার মামলা নিয়ে তর্ক
করতে চাই।
৪ কিন্তু তোমরা তো কেবলই মিথ্যা কথা রচনা
কর,

করেন।

১২:৯ মাবুদেরই হস্তই এসব সম্পন্ন করেছে। এ কথা যেন ইশা ৪১:২০ আয়াতের প্রতিধ্বনি।

মাবুদ। আইউব ও তাঁর বন্ধুদের কথোপকথনের মধ্যে (অধ্যায় ৩–৩৭) কেবলমাত্র এই স্থানে পবিত্র নাম "মাবুদ" (হিব্রু শব্দ ইয়াহ্‌ওয়েহ্) ব্যবহৃত হয়েছে (ভূমিকা: রচয়িতা দেখুন)।

১২:১১ ৩৪:৩ আয়াতে ইলীহূ এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। এর সাথে তুলনা করুন ৬:৬ আয়াত, যেখানে আইউব ইলীফসের বলা কথাগুলোকে "বিস্বাদ খাবারের মত" বলেছেন।

১২:১২ প্রাচীনদের কাছে প্রজ্ঞা আছে। আইউব অনেকটা উপহাসের সুরে তাঁর পরামর্শ দানকারীদেরকে প্রাচীনদের কথা বলছেন এবং তাদের মধ্যে যে জ্ঞানের অভাব রয়েছে সে কথা বলছেন।

১২:১৩-২৫ এই অংশের মূল বিষয়বস্তু ১৩ আয়াতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট দুনিয়াতে ও ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় সার্বভৌম ও স্বাধীন। কাব্যধর্মী এই অংশের বাকি অংশে রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নেতিবাচক কিছু বৈশিষ্ট্য – যেমন, প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তি (আয়াত ১৪-১৫), কীভাবে বিচারকেরা ভ্রান্ত হয় (আয়াত ১৭), কীভাবে ইমামেরা অবমাননার শিকার হন (আয়াত ১৯), কীভাবে বিশ্বস্ত পরামর্শদাতার নীরব হয়ে থাকে এবং প্রবীনেরা ভাল মন্দ বোধ হারিয়ে ফেলেন (আয়াত ২০)। এর সাথে তুলনা করুন ইলীফসের এই দাবী যে, আল্লাহ্ সব সময়ই তাঁর ক্ষমতাকে এমনভাবে প্রয়োগ করেন যা আমাদের কাছে বোধগম্য (৫:১০-১৬)।

১২:২০ ২ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:২১-২৪ এই লাইনগুলোর হিব্রু সংস্করণের ভাবধারা জবুর ১০৭:৪০ আয়াতে পাওয়া যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:২২ তিনি অন্ধকার থেকে নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন। নিভৃত গোপন স্থানে বসে করা অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রও আল্লাহ্ জানতে পারেন।

১২:২৫ তারা পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আইউব এই অংশটি শেষ করেছেন ৫:১৪ আয়াতে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইলীফসের বলা কথাগুলোর প্রতি পরিহাস প্রকাশ করে।

১৩:১-১২ আইউব অনুভব করছেন যে, তাঁর পরামর্শদাতারা ক্রমশ একেবারেই অবিশ্বস্ত হয়ে উঠছেন (১২ আয়াত দেখুন)। তিনি তাদেরকে অকর্মণ্য চিকিৎসক বা হাতুড়ে ডাক্তার বলেছেন (আয়াত ৪ দেখুন; সেই সাথে ১৬:২ আয়াতের নোট দেখুন) এবং সেই সাথে তিনি এই অভিযোগ করেছেন যে, তারা তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের পক্ষপাতদুষ্টতা প্রকাশ করেছেন (আয়াত ৭-৮ দেখুন)। কোন একদিন আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের বিচার করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন (৯-১১ আয়াত দেখুন)।

১৩:১ এসব। ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের নিদর্শনসূচক কাজ।

১৩:২ ১৫:৯ আয়াত দেখুন।

আমি তোমাদের থেকে নিকৃষ্ট নই। ১২:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৫ আহা! তোমরা একেবারে নীরব হয়ে থাকতে। ১৩

তোমরা সকলে অকর্মণ্য চিকিৎসক।
৫ আহা! তোমরা একেবারে নীরব হয়ে থাকতে,
তবে সেটাই হত তোমাদের প্রজ্ঞা।
৬ আরজ করি, আমার যুক্তি শোন,
আমার মুখনিঃসৃত তর্কে মন দাও।
৭ তোমরা কি আল্লাহ্‌র পক্ষে অন্যায়পূর্ণ কথা
বলবে?
তাঁর পক্ষে কি প্রতারণাপূর্ণ কথা বলবে?
৮ তোমরা কি তাঁর মুখাপেক্ষা করবে?
আল্লাহ্‌র পক্ষে কি ঝগড়া করবে?
৯ তিনি তোমাদের পরীক্ষা করলে কি মঙ্গল হবে?
মানুষ যেমন মানুষকে ভুলায়,
তেমনি তোমরা কি তাঁকে ভুলাবে?
১০ তিনি তোমাদেরকে অবশ্য অনুযোগ করবেন,
যদি তোমরা গোপনে মুখাপেক্ষা কর।
১১ তাঁর মহত্ব কি তোমাদেরকে ত্রাসযুক্ত করবে
না?
তাঁর ভয়ংকরতায় কি তোমরা ভয় পাও না?
১২ তোমাদের স্মরণীয় শ্লোকমালা ছাইয়ের মত
অর্থহীন,
তোমাদের সমস্ত দুর্গ কাদার মত নরম।
১৩ নীরব হও; আমাকে ছাড়,
আমিই বলি, আমার যা হয় হোক।
১৪ আমি কেন নিজকে বিপদগ্রস্ত করবো?
কেন আমার প্রাণ আমার হাতে রাখবো?
১৫ যদি তিনি আমাকে বধও করেন,
তবুও আমি তাঁর অপেক্ষা করবো,
কিন্তু তাঁর সম্মুখে আমার পথের সমর্থন
করবো।
১৬ এও আমার উদ্ধারে পরিণত হবে;
কেননা আল্লাহ্‌বিহীন লোক তাঁর সম্মুখে আসে
না।
১৭ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন,
আমার নিবেদন তোমাদের কর্ণগোচর হোক।
১৮ দেখ, আমি আমার যুক্তি বিন্যাস করলাম;
আমি জানি যে, আমি নির্দোষ হবো।
১৯ বিচারে কে আমার প্রতিবাদ করবে?
করলে আমি নীরব হয়ে প্রাণত্যাগ করবো।
২০ তুমি কেবল দু'টি কাজ আমার প্রতি করো না,
তাতে আমি তোমার সম্মুখ থেকে লুকাব না;
২১ তোমার হাত আমা থেকে দূরে সরিয়ে নাও,
তোমার ভীষণতা আমাকে ভয় না দেখাক;
২২ তখন তুমি ডেকো, আমি উত্তর দেব,
কিংবা আমি কথা বলবো, তুমি উত্তর দিও।
২৩ আমার অপরাধ ও গুনাহ্ কত?
আমার অধর্ম ও গুনাহ্ আমাকে জানাও।
২৪ তুমি কেন তোমার মুখ লুকাচ্ছ?
কেন আমাকে তোমার দুশমন বলে ভাবছ?
২৫ তুমি কি বায়ুচালিত পাতাকে ভয় দেখাবে?
তুমি কি শুকনো ঘাসকে তাড়না করবে?
২৬ কারণ তুমি আমার বিরুদ্ধে তিক্ত কথা
লিখেছ,
আমাকে যৌবনের অপরাধের ফলভোগ
করাচ্ছ;

১৮:১৯।
[১৩:৮] লেবীয় ১৯:১৫।
[১৩:৯] গালা ৬:৭।
[১৩:১০] ২খান্দান ১৯:৭।
[১৩:১১] হিজ ৩:৬।
[১৩:১২] নহি ৪:২-৩।
[১৩:১৪] কাজী ৯:১৭।
[১৩:১৫] জবুর ২৩:৪; দানি ৩:২৮।
[১৩:১৬] ফিলি ১:১৯।
[১৩:১৯] রোমীয় ৮:৩৩।
[১৩:২১] ইব ১০:৩১।
[১৩:২৩] ১শামু ২৬:১৮।
[১৩:২৪] মাতম ২:৫।
[১৩:২৫] হোশেয় ১৩:৩।
[১৩:২৬] জবুর ২৫:৭।
[১৩:২৭] প্রেরিত ১৬:২৪।
[১৩:২৮] মার্ক

আয়াত দেখুন। এর আগে যখন আইউবের বন্ধুরা নীরব হয়ে ছিলেন, সে সময়টাই যেন আইউবের জন্য আরও সহনীয় ছিল (২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন); এখন বরং তাঁর বন্ধুদের কথাই তাঁর জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে (মেসাল ১৭:২৮ দেখুন)।

১৩:১২ দুর্গ। আল্লাহ্‌র বিচারের পক্ষে তাঁর বন্ধুরা যে সমস্ত যুক্তি ও তর্ক উপস্থাপন করেছেন।

১৩:১৫ তবুও আমি তাঁর অপেক্ষা করবো। দুটো অংশেই একথা স্পষ্ট যে, যা কিছুই ঘটুক না কেন আইউব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ন্যায় বিচার চেয়েছেন এবং তিনি নিশ্চিত যে, তিনি তা পাবেন (আয়াত ১৮ দেখুন)।

১৩:১৬ এও আমার উদ্ধারে পরিণত হবে। ফিলিপীয় ১:১৯ আয়াত দেখুন (সম্ভবত প্রেরিত পৌল আইউবের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবেই কথাটি বলেছেন)।

১৩:১৭ ১৩:২০–১৪:২২ আয়াতে আইউব আল্লাহ্‌কে যা বলতে চান তা তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে শুনতে বলছেন।

১৩:২০ দু'টি কাজ। আইউব চান যেন আল্লাহ্ (১) তাঁর উপর থেকে শাস্তি স্বরূপ এই যন্ত্রণা সরিয়ে নেন (আয়াত ২১) এবং (২) তাঁর সাথে কথা বলেন (আয়াত ২২)।

১৩:২১ ৯:৩৪ আয়াত দেখুন।

১৩:২৩ আমার অপরাধ ও গুনাহ্ কত। আইউব তাঁর পরামর্শদাতাদের এই কথার উপর ভিত্তি করে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন যে, কষ্টভোগের অর্থই হচ্ছে গুনাহ্‌গারিতার প্রতিফল। তিনি তখনো বুঝতে পারেন নি যে, তাঁর এই কষ্টভোগের পেছনে আল্লাহ্‌র এক মহত্তর পরিকল্পনা রয়েছে।

অপরাধ ... গুনাহ্ ... অধর্ম। গুনাহ্ শব্দটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি হিব্রু প্রতিশব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে (হিজ ৩৪:৭ দেখুন; সেই সাথে জবুর ৩২:৫; ৫১:১-২; ইশা ৫৯:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:২৪ তুমি কেন তোমার মুখ লুকাচ্ছ? অর্থাৎ কেন তুমি তোমার অনুগ্রহ আমার উপরে বর্ষণ করছ না (জবুর ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:২৫ বায়ুচালিত পাতা ... শুকনো ঘাস। জবুর ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২৬ তুমি আমার বিরুদ্ধে তিক্ত কথা লিখেছ। জবুর ১৩০:৩; হোসিয়া ১৩:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১ করিন্থীয় ১৩:৫ আয়াতের তুলনা করুন।

যৌবনের অপরাধের ফলভোগ। যেহেতু আইউব অনুভব করছেন যে, তিনি বর্তমানে এমন কোন গুনাহ্ করেন নি যার ফল তাঁকে ভোগ করতে হবে, সে কারণে নিশ্চয়ই তাঁর যৌবন কালের কোন গুনাহ্‌র কারণে এখন তিনি এই শাস্তি ভোগ করছেন।

১৩:২৭ তুমি আমার চরণ শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছ। পরবর্তীতে ইলীহূ আইউবের কথাগুলোকে উদ্ধৃত করেছেন (৩৩:১১ আয়াত দেখুন)।

আমার পাদমূলের চারদিকে সীমানা বাঁধছ। ব্যাবিলনীয় হাম্মুরাব্বি কোডে গোলামদের শরীরে চিহ্ন এঁকে দেওয়ার রীতির কথা বলা হয়েছে। আইউব উপলব্ধি করেছেন যেন আল্লাহ্ তাঁকে বন্দী করে রেখেছেন এবং তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন

২৭ তুমি আমার চরণ শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছ,
আমার সমস্ত পথে লক্ষ্য রাখছ,
আমার পাদমূলের চারদিকে সীমানা বাঁধছ।
২৮ আমি ক্ষয়শীল গলিত বস্তুর মত,
আমি পোকায় কেটে ফেলা কাপড়ের মত।

১৪ ১ মানুষ, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলে,
অল্পায়ু ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ।
২ সে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ম্লান হয়,
সে ছায়ার মত চলে যায়, স্থির থাকে না;
৩ তবু তুমি কি এই রকম প্রাণীর প্রতি চোখ
মেলবে?
আমাকে তোমার সঙ্গে কি বিচারে আনবে?
৪ নাপাক থেকে পাক-পবিত্রতার উৎপত্তি কে
করতে পারে?
এক জনও পারে না।
৫ তার আয়ুর দিন নিরূপিত,
তার মাসের সংখ্যা তোমার কাছে আছে,
তুমি তার অলঙ্ঘনীয় সীমা স্থাপন করেছ।
৬ অন্যত্র দৃষ্টিপাত কর, সে বিশ্রাম ভোগ করুক,
বেতনজীবীর মত নিজের দিন ভোগ করুক।
৭ কারণ গাছের আশা আছে,
ছিন্ন হলে তা পুনর্বার পল্লবিত হবে,
তার কোমল শাখার অভাব হবে না।
৮ যদিও মাটিতে তার মূল পুরানো হয়,
ভূমিতে তার গুঁড়ি মরে যায়,
৯ অথচ পানির গন্ধ পেলে তা পল্লবিত হয়,
নতুন চারার মত শাখাবিশিষ্ট হয়।
১০ কিন্তু মানুষ মরলে ক্ষয় পায়;
মানুষ প্রাণত্যাগ করে কোথায় থাকে?
১১ সমুদ্র থেকে পানি চলে যায়,
নদী শুকিয়ে গিয়ে মরে যায়;
১২ তদ্রূপ মানুষ শয়ন করলে আর উঠে না,
যতদিন আসমান লুপ্ত না হয়, সে জাগবে না,
নিদ্রা থেকে জাগরিত হবে না।
১৩ হায়, তুমি আমাকে পাতালে লুকিয়ে রেখো,
গুপ্ত রেখো, যতদিন তোমার ক্রোধ গত না
হয়;
আমার জন্য সময় নিরূপণ কর, আমাকে
স্মরণ কর।
১৪ মানুষ মৃত্যুর পরে কি পুনর্জীবিত হবে?
আমি আমার পরিশ্রমের সমস্ত দিন প্রতীক্ষা
করবো,
যে পর্যন্ত আমার মৃত্যু না হয়।
১৫ পরে তুমি আহ্বান করবে ও আমি উত্তর
দেব।
তুমি তোমার হস্তকৃতের প্রতি মমতা করবে।
১৬ কিন্তু এখন তুমি আমার প্রতিটি পদক্ষেপ
গণনা করছো;
কিন্তু আমার গুনাহ্‌র প্রতি কি লক্ষ্য রাখ না?
১৭ আমার অধর্ম থলিতে বন্ধ ও সীলমোহরকৃত,
তুমি আমার অপরাধ বেঁধে রাখছ।
১৮ সত্যিই পর্বতের ক্ষয় হয়ে বিলুপ্ত হয়,
শৈলও তার স্থান থেকে সরে যায়,
১৯ পানি পাষাণকেও ক্ষয় করে,
তার বন্যা ভূমির ধূলি ভাসিয়ে নিয়ে যায়;
তদ্রূপ তুমি মানুষের আশা ক্ষয় করছো।
২০ তুমি তাকে পরাজিত করছো,
তাতে সে চিরতরে চলে যায়,
তুমি তার চেহারা বদলে দিয়ে তাকে দূর
করছো।
২১ তার সন্তানেরা গৌরবান্বিত হলে সে তা জানে
না,
তারা অবনত হলে সে তা টের পায় না।
২২ কেবল তার নিজের মাংস ব্যথিত হয়,

২:২১।
[১৪:১] মথি ১১:১১।
[১৪:২] ইয়াকুব ১:১০।
[১৪:৩] জবুর ৮:৪।
[১৪:৪] ইফি ২:১-৩।
[১৪:৫] প্রেরিত ১৭:২৬।
[১৪:৬] জবুর ৩৯:১৩।
[১৪:৭] ইশা ৬:১৩।
[১৪:৮] ইশা ৬:১৩; ১১:১; ৫৩:২।
[১৪:৯] ইহি ৩১:৭।
[১৪:১১] ২শামু ১৪:১৪।
[১৪:১২] প্রকা ২০:১১; ২১:১।
[১৪:১৩] জবুর ৩০:৫।
[১৪:১৬] ১করি ১৩:৫।
[১৪:১৭] দ্বি:বি ৩২:৩৪।
[১৪:১৮] ইহি ৩৮:২০।
[১৪:১৯] ইহি ১৩:১৩।
[১৪:২০] ইয়াকুব ১:১০।
[১৪:২১] ইশা ৬৩:১৬।
[১৪:২২] ইশা ২১:৩।

(আয়াত ২৫ দেখুন)।

১৩:২৮–১৪:১ ১৪ অধ্যায়ের সূচনায় এই নেতিবাচক ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে, দুর্দশায় পতিত হওয়া এবং মৃত্যুবরণ করাটাই মানব জাতির নিয়তি।

১৩:২৮ পোকায় কেটে ফেলা কাপড়ে মত। মথি ৬:১৯-২০; লূক ১২:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১ ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:২-৬ ৪ আয়াতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত একটি সরল পদ্য (২ আয়াত ৫ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৩ আয়াত ৬ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত)। আইউব আল্লাহ্‌কে এই বলে অভিযোগ করছেন। মানুষ যখন এতটাই তুচ্ছ এবং তারা যখন স্বভাবতই মন্দ স্বভাবের, তখন কেন তুমি তাদেরকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে থাক (১৩:২৫ আয়াত দেখুন)?

১৪:২ সে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ম্লান হয়। জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং ভঙ্গুর (৮:৯; জবুর ৩৭:২; ইশা ৪০:৭,২৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়াকুব ১:১০)। সে ছায়ার মত চলে যায়, স্থির থাকে না। ৮:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৭-১২ মানুষের জীবন ফুলের মত, যা ক্ষণস্থায়ী এবং খুব সামান্য সময় জীবন ধারণ করে (আয়াত ২)। মানুষ বৃক্ষের মত নয়, যা কেটে ফেলার পরও আবারও জীবনের সঞ্চার ঘটায়।

১৪:৭ পুনর্বার পল্লবিত হবে। হিব্রু সংস্করণে এর মূল অর্থ বোধক শব্দ হচ্ছে "নবায়ন", যা ১৪ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৪:১৩-১৭ আইবের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট দেহের সমস্ত অবসাদকে পেছনে ফেলে তাঁর রূহ্ আবারও সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যদিও এখানে আক্ষরিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ পুনরুত্থানের কথা বোঝানো হয় নি, তথাপি আইউব বলছেন যদি আল্লাহ্ চান তাহলে তিনি আইউবকে কবরে আবদ্ধ করতে পারেন এবং যখন তাঁর বেহেশতী ক্রোধ অতিক্রান্ত হবে তখন তিনি আবার তাঁকে পুনরুত্থিত করতে পারেন।

১৪:১৪ পরিশ্রমের সমস্ত দিন। ৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১৮-২২ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাস থেকে যে আইউব এ কথা বলেছেন তা নয়, বরং তাঁর মত একজন মানুষ, যিনি যন্ত্রণায় বেঁচে থেকে দুঃস্বপ্নের দিন গুনছেন এবং মাতম করছেন তার প্রতি আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহ্ মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন বলে তিনি এমন কথা বলেছেন।

১৫:১-৬ এ পর্যন্ত ইলীফস এই তিন জন পরামর্শদাতার মধ্যে

তার নিজের প্রাণ ব্যাকুল হয়।

ইলীফসের দ্বিতীয় কথা: আইউব ধর্মনিন্দা করেছেন

১৫ ১ পরে তৈমনীয় ইলীফস জবাবে বললেন,
২ জ্ঞানবান কি বাতাসের মত জ্ঞান সহ জবাব দেবে?
সে কি পূর্বীয় বায়ুতে উদর পূর্ণ করবে?
৩ সে কি অনর্থক কথায় ঝগড়া করবে?
সে কি নিষ্ফল কথা বলবে?
৪ তুমি তো আল্লাহ্‌ভয় ছেড়ে দিচ্ছ,
তাঁর কাছে মুনাজাত করা কমিয়ে দিয়েছ।
৫ তোমারই মুখ তোমারই অপরাধ ব্যক্ত করে,
তুমি ধূর্তভাবে কথা বলতে নিজেকে মনোনীত করছো।
৬ তোমারই মুখ তোমাকে দোষী করছে, আমি নই;
তোমারই ওষ্ঠাধর তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিচ্ছে।
৭ মানুষের মধ্যে তুমি কি প্রথমজাত?
পর্বতমালার আগে কি তোমার জন্ম হয়েছিল?
৮ তুমি কি আল্লাহ্‌র গূঢ় মন্ত্রণা শুনেছ?
সমস্ত প্রজ্ঞা কি তুমি সীমাবদ্ধ করেছ?
৯ আমরা যা না জানি, এমন কিছু কি জান?
আমাদের যা অজ্ঞাত, এমন কি বুঝ?

[১৫:২] পয়দা ৪১:৬।
[১৫:৩] নহি ৪:২-৩।
[১৫:৬] মথি ১২:৩৭।
[১৫:৭] মেসাল ৮:২৫।
[১৫:৮] ১করি ২:১১।
[১৫:১০] ২খান্দান ১০:৬।
[১৫:১১] ২করি ১:৩-৪।
[১৫:১৩] দানি ১১:৩০।
[১৫:১৪] ২খান্দান ৬:৩৬।
[১৫:১৬] জবুর ১৪:১।
[১৫:১৮] দ্বি:বি ৩২:৭।
[১৫:২০] ইশা ২:১২।
[১৫:২১] ১থিষ ৫:৩।
[১৫:২২] জবুর ৯১:৫।
[১৫:২৩] লূক

১০ পক্ককেশ ও বৃদ্ধেরা আমাদের মধ্যে আছেন,
তাঁরা তোমার পিতার চেয়েও বৃদ্ধ।
১১ আল্লাহ্‌র সান্ত্বনা কথা কি তোমার জ্ঞানে ক্ষুদ্র?
তোমার সঙ্গে কোমল আলাপ কি ক্ষুদ্র?
১২ তোমার মন কেন তোমাকে বিপথে টানে?
তোমার চোখ কেন ক্রোধ প্রকাশ করে?
১৩ তুমি তো আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমার রূহ্‌ ফেরাচ্ছ,
সেই রকম কথা মুখ থেকে বের করছে।
১৪ মানুষ কি যে, সে পবিত্র হতে পারে?
স্ত্রীর গর্ভজাত মানুষ কি ধার্মিক হতে পারে?
১৫ দেখ, তিনি তাঁর পবিত্রগণেও বিশ্বাস করেন না,
তাঁর দৃষ্টিতে আকাশও নির্মল নয়।
১৬ তবে যে ঘৃণার্হ ও ভ্রষ্ট,
যে জন পানির মত অধর্ম পান করে, সে কি!
১৭ আমি তোমাকে বলি, আমার কথা শুন,
আমি যা দেখেছি তা প্রচার করবো।
১৮ জ্ঞানীরা তা প্রকাশ করেছেন,
তাঁদের পিতৃলোক থেকে পেয়ে গুপ্ত রাখেন নি,
১৯ কেবল তাঁদেরকেই দেশ দেওয়া হয়েছিল,
তাঁদের মধ্যে অপর লোক ভ্রমণ করতো না।
২০ দুষ্কর্মকারী সারা জীবন কষ্ট পায়,
দুর্দান্তের আয়ু নির্ধারিত আছে।
২১ তার কর্ণকুহরে ত্রাসের আওয়াজ আছে,

সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি আইউবের উপর থেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন এবং তিনি তাঁকে আগের চেয়ে আরও বেশি তীব্রভাবে তিরস্কার করতে শুরু করেছেন।

১৫:২ বাতাসের মত। এখানে বায়ুতে উদর পূর্ণ করা বলতে বুৎপত্তিগত অর্থে শূন্যতা বোঝানো হয়েছে। ১৬:৩ আয়াতে এই শব্দের আরেকটি ধরন পাওয়া যায়, যার অর্থ "বাতাস," যেখানে ইলীফস আইউবকে তিরস্কার করার কারণে তিনি আবার এই জবাব দিয়েছেন। সে কি পূর্বীয় বায়ুতে উদর পূর্ণ করবে? মরুভূমিতে বয়ে যাওয়া ভয়াবহ লু হাওয়া বা মরু ঝড় (২৭:২১; ২৯:২৬ দেখুন; সেই সাথে পয়দা ৪১:৬; ইয়ার ৪:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৪ আল্লাহ্‌ভয়। ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৫ মথি ১৫:১১, ১৭-১৮ আয়াত দেখুন।

১৫:৬ তোমারই মুখ তোমাকে দোষী করছে। ৯:২০ আয়াত দেখুন।

১৫:৭-১০ ইলীফস বলছেন যে, আইউব নিজেকে বেহেশতে আল্লাহ্‌র সভায় বসার মত যথেষ্ট জ্ঞানী বলে ভাবছেন (১:৬ আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে বাস্তবে তিনি এই দুনিয়ার সাধারণ প্রাচীন ব্যক্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি কিছুই নন।

১৫:১০ পক্ককেশ ও বৃদ্ধেরা আমাদের মধ্যে আছেন। প্রাচীন কালে বয়স বৃদ্ধি পাওয়াকে জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ার সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হত (এর সাথে তুলনা করুন ৩২:৬-৯ আয়াত)।

১৫:১১-১৩ বন্ধুরা কোমল ভাষায় আইউবকে সান্ত্বনা দিলেও তিনি কর্কশ ভাষায় তাদেরকে উত্তর দিয়েছেন বলে ইলীফস আইউবকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন, কারণ ইলীফস ধরে নিয়েছিলেন আইউবের বন্ধুরা পরামর্শ ও সান্ত্বনা দানের জন্য যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে থেকে এসেছে (আয়াত ১১)। কিন্তু ইলীফস তার নিষ্ঠুর কথার জন্য দোষী হয়েছিলেন (অধ্যায় ৫ দেখুন) এবং অন্য দুই বন্ধু আরও বেশি কর্কশ ও হৃদয় বিদারক কথা বলেছিলেন। আইউবের জন্য সত্যিকার অর্থে সান্ত্বনা দায়ক এমন কথা খুব সামান্যই ছিল (আয়াত ৪:২-৬ দেখুন)।

১৫:১৪-১৬ ২৫:৪-৬ আয়াত দেখুন। ৪:১৭-১৯ আয়াতে যা বলা হয়েছে, ইলীফস সেটারই পুনরাবৃত্তি করেছেন, কারণ সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন এর আগে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো সরাসরি বেহেশতী অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে তাঁর মুখ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল (৪:১২-২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

স্ত্রীর গর্ভজাত মানুষ। ১৪:১ আয়াতে আইউবের বলা কথার প্রতিফলন।

১৫:১৫ তাঁর পবিত্রগণ। ফেরেশতাগণ (৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১৬ যে জন পানির মত অধর্ম পান করে। ৩৪:৭ আয়াতে আইউব সম্পর্কে ইলীহূর বর্ণনা দেখুন।

১৫:১৭-২৬ এখন ইলীফস সনাতনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী পরামর্শসূচক কথাগুলোকে আরও জোরদার করার চেষ্টা করছেন। দুষ্ট কখনো তার প্রাপ্য দুর্দশা এড়াতে পারে না।

১৫:১৯ তাঁদের মধ্যে অপর লোক ভ্রমণ করতো না। অর্থাৎ তাদের সমাজের রীতি নীতি কলুষিত হয় নি।

১৫:২০-৩৫ দুষ্টের নিয়তি নিয়ে একটি কাব্য (৮:১১-১৯

সুখের সময়ে বিনাশক তাকে আক্রমণ করে।
২২ সে বিশ্বাস করে না যে, অন্ধকার থেকে সে ফিরে এল,
সে তলোয়ারের জন্য নির্ধারিত।
২৩ সে খাদ্যের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, বলে, তা কোথায়?
সে জানে, অন্ধকারের দিন তার সন্নিকট।
২৪ সঙ্কট ও মনস্তাপ তাকে ভয় দেখায়,
যুদ্ধের সাজে সজ্জিত বাদশাহ্‌র মত
বিপদ তার বিরুদ্ধে প্রবল হয়।
২৫ কারণ সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়েছে,
সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আস্ফালন করেছে;
২৬ সে ঘাড় শক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে ধাবিত হচ্ছে;
তার মোটা ঢাল নিয়ে দৌড়াচ্ছে।
২৭ যেহেতু সে নিজের মেদে মুখ ঢাকত,
সে তার কোমর হৃষ্টপুষ্ট করতো;
২৮ সে বাস করতো উৎসন্ন নগরে,
সেসব বাড়িতে, যাতে কেউ বাস করতো না,
যা প্রস্তররাশি হবার জন্য নির্ধারিত ছিল।
২৯ সে ধনী হবে না, তার সম্পত্তি থাকবে না;
তাদের ফল ভূমিতে নুইয়ে পড়বে না।
৩০ সে অন্ধকার থেকে প্রস্থান করবে না;
আগুনের শিখা তার শাখা শুকিয়ে ফেলবে,
সে তার মুখের নিশ্বাসে উড়ে যাবে।
৩১ সে ভ্রান্ত হয়ে শূন্যতায় বিশ্বাস না করুক,
কেননা অসারতাই তার বেতন হবে;
৩২ কালের আগেই তার পরিশোধ হবে,
তার শাখা সতেজ হবে না।
৩৩ আঙ্গুরলতার মত তার কাঁচা ফল ঝরে পড়বে,
জলপাই গাছের মত তার ফুল ঝরে পড়বে।
৩৪ দুষ্ট লোকদের মণ্ডলী বন্ধ্যা হবে,
আগুন উৎকোচ-তাঁবুগুলো গ্রাস করবে।
৩৫ তারা অনিষ্ট গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে,
তাদের উদরে প্রতারণা প্রস্তুত হয়।

১৭:৩৭। [১৫:২৪] ইশা ৮:২২; ৯:১। [১৫:২৫] জবুর ৪৪:১৬। [১৫:২৬] ইয়ার ৪৪:১৬। [১৫:২৭] কাজী ৩:১৭। [১৫:২৮] ইশা ৫:৯। [১৫:২৯] ইশা ৫:৮। [১৫:৩০] মালা ৪:১। [১৫:৩১] মথি ৬:১৯। [১৫:৩২] মেসাল ১০:২৭। [১৫:৩৩] হবক ৩:১৭। [১৫:৩৪] ১শামু ৮:৩। [১৫:৩৫] গালা ৬:৭; ইয়াকুব ১:১৫। [১৬:২] জবুর ৬৯:২০। [১৬:৪] মথি ২৭:৩৯। [১৬:৫] পয়দা ৩৭:৩৫। [১৬:৭] কাজী ৮:৫। [১৬:৮] মাতম ৫:১৭। [১৬:৯] হোশেয় ৬:১। [১৬:১০] প্রেরিত ২৩:২। [১৬:১২] মাতম ৩:১২।

আইউবের জবাব: আমার হাতে জুলুম নেই

১৬ ১ পরে আইউব জবাবে বললেন,
২ আমি এরকম অনেক কথা শুনেছি;
তোমরা সকলে কষ্টদায়ক সান্ত্বনাকারী।
৩ বাতাসের মত কথাবার্তার কি শেষ হয়?
উত্তর দিতে তোমাকে কিসে উত্তেজিত করে?
আমিও তোমাদের মত কথা বলতে পারি;
৪ আমার প্রাণের মত যদি তোমাদের প্রাণ হত,
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কথা জুড়তে পারতাম;
তোমাদের বিরুদ্ধে মাথা নাড়তে পারতাম।
৫ কিন্তু মুখ দ্বারা তোমাদেরকে সবল করতাম,
আমার ওষ্ঠের সান্ত্বনায় তোমাদের শান্তি হত।
৬ কথা বললেও আমার যন্ত্রণা কমে না,
নীরব থাকলেও কি উপশম হয়?
কিন্তু তিনি আমাকে অবসন্ন করেছেন;
৭ তুমি আমার সমস্ত মণ্ডলী উৎসন্ন করেছ।
৮ তুমি আমাকে ধরেছ, আর তা-ই আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে;
আমার কৃশতা আমার বিরুদ্ধে উঠছে;
আমার মুখের উপরে প্রমাণ দিচ্ছে।
৯ সে ক্রোধে আমাকে বিদীর্ণ ও আমাকে তাড়না করেছে,
সে আমার প্রতি দন্ত ঘর্ষণ করেছে,
আমার বিপক্ষে আমার বিরুদ্ধে চোখ রক্তবর্ণ করে।
১০ লোকে আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলে হা করে,
ধিক্কারপূর্বক আমার গালে চপেটাঘাত করে,
তারা আমার বিরুদ্ধে সমাগত হয়।
১১ আল্লাহ্‌ আমাকে অন্যায়কারীর কাছে তুলে

আয়াত দেখুন)। ইলীফস বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের ও বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন। দুর্দান্ত গুনাহ্‌গার যারা আল্লাহ্‌কে আক্রমণ করে থাকে (আয়াত ২৪-২৬); মোটা, পেটুক ও ধনী দুষ্ট লোকেরা যারা তাদের ইচ্ছামত সব কিছু সব সময় পেয়ে থাকে (আয়াত ২৭-৩২); ফল পাকার আগে আঙ্গুর ক্ষেত্রের সমস্ত পাতা ছেটে ফেলা হয় (আয়াত ৩৩); জলপাই গাছের ফল আসার সময় ফুল ঝরে যায় (আয়াত ৩৩)। যতক্ষণ ইলীফস আইউবের এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন নি যে, দুষ্টেরা সব সময় দুনিয়াবী বিষয়ের দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে থাকে, ততক্ষণ তার এই বৈপরীত্যের সম্মুখীন হতে হয় নি। কেন নির্দোষ ও নিরপরাধ মানুষকেও অনেক সময় কষ্টভোগ করতে হয়।

১৫:৩০ অন্ধকার। মৃত্যু, যাকে দোজখের পথে যাত্রার সাথে তুলনা করা হয়েছে (১০:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৩৫ তারা অনিষ্ট গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে। ইশা ৫৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন। একবার শুরু হওয়ার পর গুনাহ্‌পূর্ণ চিন্তা খুব দ্রুত শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এবং গুনাহের কাজে রূপ নেয় (ইয়াকুব ১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:২-৫ সান্ত্বনাসূচক কথা সাধারণত খুব সংক্ষিপ্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক হয়, তা কখনোই দীর্ঘ ও পক্ষপাতপূর্ণ হয় না।

১৬:২ কষ্টদায়ক সান্ত্বনাকারী। ১৩:১-১২ আয়াতের নোট দেখুন। আইউব নির্দিষ্ট সময় পরে ঠিকই সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধুদের কাছে নয় (৪২:১১ আয়াত দেখুন)।

১৬:৪ তোমাদের বিরুদ্ধে মাথা নাড়তে পারতাম। অপমান ও তিরস্কার প্রকাশসূচক দেহভঙ্গি (জবুর ২২:৭; ইয়ার ৪৮:২৭; মথি ২৭:৩৯)।

১৬:৯ সে আমার প্রতি দন্ত ঘর্ষণ করেছে। এখানে যে রূপক চরিত্রটির কথা বলা হয়েছে তা বেশ দৃশ্যনীয়, একই সাথে অসহনীয়। আল্লাহ্‌ যেন এক হিংস্র সিংহ (আয়াত ১০:১৬ দেখুন), যিনি আক্রমণ করে আইউবের শরীর থেকে মাংস ছিড়ে ছিড়ে নিচ্ছেন।

১৬:১০-১৪ আইউব নিজেকে আল্লাহ্‌র লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখছেন এবং ইলীফস ১৫:২৫-২৬ আয়াতে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার একেবারে ভিন্ন অবস্থানে আছেন বলে মনে করছেন।

১৬:১২ আমি শান্তিতে ছিলাম, তিনি আমাকে ভেঙেছেন। ২:৩

কিতাবুল মোকাদ্দসে যাঁরা আল্লাহ্‌র জন্য অপেক্ষা করেছেন

হযরত নূহ বন্যার পরে জাহাজ থেকে নেমে আসার জন্য আল্লাহ্‌র সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।	পয়দায়েশ ৮:১০, ১২
মূসা পর্বতের উপরে আল্লাহ্‌র নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কখন আল্লাহ্ তাঁকে দশ হুকুম-নামা নিয়ে নিচে নেমে যেতে বলবেন।	হিজরত ২৪:১২
আইউব আল্লাহ্‌র উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।	আইউব ১৪:১৪
আল্লাহ্ কখন ইসরাইলে কাজ করবেন সেজন্য হযরত ইশাইয়া অপেক্ষা করছিলেন।	ইশাইয়া ৮:১৭; ২৫:৯; ২৬:৮; ৩০:১৮; ৩৩:২ ৪০:৩১; ৪৯:২৩; ৫৯:৯, ১১; ৬৪:৪
হযরত ইয়ারমিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র উদ্ধারের জন্য নীরবে অপেক্ষা করা দরকার।	মাতম ৩:২৫
নবী হোশেয় লোকদের আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসার জন্য সাবধান করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌কে কাজ করতে দেবার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।	হোশেয় ১২:৬
নবী মীখা আল্লাহ্‌র নাজাতের জন্য অপেক্ষা করেছিলে।	মীখা ৭:৭
নবী হবক্‌কূক আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার ও তাঁর উপর আশা রাখার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তাদের তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কারণ তা নিশ্চয়ই আসবে।	হবক্‌কূক ২:৩
নবী সফনীয় লোকদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ চান যেন তাঁর লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে।	সফনীয় ৩:৮
অরিমাথিয়ার ইউসুফ আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।	লূক ২৩:৫১
ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের জেরুশালেমে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন যেন তারা পাক-রূহ্ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে।	প্রেরিত ১:৪
ঈমানদারদের বেহেশতের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, কারণ যে ওয়াদা আমাদের কাছে করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে।	রোমীয় ৮:২৩; ২৫; গালাতীয় ৫:৫; ১ থিষলনীকীয় ১:১০; তীত২:১৩; ২ পিতর ৩: ১২-১৪

প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কোথায় পাওয়া যায়?

কিভাবে একজন লোক জ্ঞানী হতে পারে সেই বিষয়ে হযরত আইউব ও তাঁর বন্ধুদের ভিন্ন মত ছিল।

ব্যক্তি	তার জ্ঞানের উৎস	আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি
ইলিফস	প্রজ্ঞা ও জ্ঞান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা করতে হয়। আইউবের প্রতি তাঁর যে উপদেশ তার মূলে রয়েছে আত্মবিশ্বাস ও তার প্রথম পর্যায়ের জ্ঞান (৪:৭, ৮; ৫:৩, ২৭)।	"আমি ব্যক্তিগত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি কিভাবে আল্লাহ্ কাজ করেন এবং কিভাবে তাঁকে পাওয়া যায়।"
বিল্‌দদ	জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অতীত থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া যায়। নির্ভরযোগ্য জ্ঞান দ্বিতীয় পর্যায়ের। আইউবকে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তার মূল হল ঐতিহ্যগত চলতি কথা যা তিনি উপদেশে বার বার ব্যবহার করেছেন (৮:৮, ৯; ১৮:৫-২১)।	"যারা আমাদের পূর্বে চলে গেছেন তারা আল্লাহ্‌কে লাভ করেছেন, আর আমাদের যা করা দরকার তা হল তাদের সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করা।"
সোফর	জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মাত্র জ্ঞানীদেরই। আইউবকে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তার মূল হল তার নিজের অর্জিত জ্ঞান (১১:৬; ২০:১-২৯)।	"আল্লাহ্ কি রকম তা কেবল একজন জ্ঞানীই জানেন, কিন্তু সেই রকম লোক আমাদের চারপাশে বেশী নেই।"
আইউব	আল্লাহ্ হলেন সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস। জ্ঞান আহরণের প্রথম ধাপ হল আল্লাহ্‌কে ভয় করা (২৮:২০-২৮)।	"আল্লাহ্ তার প্রজ্ঞা প্রকাশ করেন তাদের কাছে যারা নম্র হয়ে তাঁর উপর নির্ভর করে।"

দেন,
আমাকে দুষ্টদের হাতে ফেলে দেন।
১২ আমি শান্তিতে ছিলাম, তিনি আমাকে
ভেঙেছেন,
ঘাড় ধরে আমাকে আছাড় মেরেছেন,
আমাকে তাঁর লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করেছেন।
১৩ তাঁর তীরন্দাজেরা আমাকে বেষ্টন করে,
তিনি আমার যকৃৎ বিদীর্ণ করেন, করুণা করেন
না,
তিনি মাটিতে আমার পিত্ত ঢালেন।
১৪ তিনি বারবার আমাকে ভেঙ্গে ফেলেন,
তিনি বীরের মত আমার বিরুদ্ধে দৌড়ে
আসেন।
১৫ আমি নিজের চামড়ার উপরে চট পরেছি,
ধুলাতে আমার মাথা কলুষিত করেছি।
১৬ কাঁদতে কাঁদতে আমার মুখ বিকৃত হয়েছে,
ঘন অন্ধকার আমার চোখের পাতার উপরে
আছে;
১৭ তবুও আমার হাতে জুলুমের দাগ নেই।
আর আমার মুনাজাত বিশুদ্ধ।
১৮ হে দুনিয়া! তুমি আমার রক্ত আচ্ছাদন করো
না;
আমার ক্রন্দনে নীরব থেক না।
১৯ দেখ, এখনও আমার সাক্ষ্য বেহেশতে আছে,
আমার সাক্ষী ঊর্ধ্বস্থানে থাকেন।

[১৬:১৩] মেসাল ৭:২৩।
[১৬:১৪] যোয়েল ২:৭।
[১৬:১৫] পয়দা ৩৭:৩৪।
[১৬:১৬] ইশা ৫২:১৪।
[১৬:১৭] ইউ ৩:৮।
[১৬:১৮] ইব ১১:৪।
[১৬:১৯] রোমীয় ১:৯; ১থিষ ২:৫; মার্ক ১১:১০।
[১৬:২০] রোমীয় ৮:৩৪।
[১৬:২১] ১বাদশা ৮:৪৫।
[১৭:১] জবুর ১৪৩:৪।
[১৭:২] মাতম ৩:১৪।
[১৭:৩] ইশা ৩৮:১৪।
[১৭:৫] হিজ ২২:১৫।
[১৭:৬] ১বাদশা ৯:৭; ইয়ার ১৫:৪।
[১৭:৮] হিজ ৪:১৪।
[১৭:৯] মেসাল

২০ আমার বন্ধুরা আমাকে বিদ্রূপ করে;
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আমার চোখ অশ্রুপাত করে;
২১ যেন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের পক্ষে কথা
বলেন,
যেমন মানুষ বন্ধুর পক্ষে কথা বলেন।
২২ কেননা আর কয়েক বছর গত হলে
যে পথে গেলে আমি ফিরব না, সেই পথে
যাব।

১৭ ১ আমার জীবন শেষ হয়েছে, আমার
আয়ু আসন্ন,
কবর আমার জন্য প্রস্তুত।
২ সত্যি, বিদ্রূপকারীরা আমার নিকটস্থ,
তাদের বিরোধ আমার চোখের সম্মুখে আছে।
৩ আরজ করি, তুমি অঙ্গীকার কর,
তোমার কাছে তুমিই আমার জামিন হও;
আর কে আছে যে, আমার জামিন হবে?
৪ তুমি এদের অন্তর বুদ্ধিরহিত করেছ,
তাই এদেরকে উন্নত করবে না।
৫ যে ব্যক্তি লুটের মালের মত তার বন্ধুদেরকে
অর্পণ করে,
তার সন্তানদের চোখ অন্ধ হবে।
৬ তিনি আমাকে লোকদের হাসির পাত্র করেছেন,
লোকে যার মুখে থুথু ফেলে, আমি এমন
হলাম।
৭ আমার চোখ মনস্তাপে নিস্তেজ হয়েছে,

আয়াতের নোট দেখুন।

আমাকে তাঁর লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করেছেন। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১৫-১৭ আইউব তাঁর দুর্দশাকর পরিস্থিতিতে এক কথায় প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি নির্দোষ ছিলেন, তথাপি তিনি কষ্টভোগ করেছেন।

১৬:১৫ চট ... ধুলা। শোকের চিহ্ন (পয়দা ৩৭:৩৪; ইউনুস ৩:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:১৮-২১ ১৮ আয়াত (আয়াত ২২; ১৭:১ দেখুন) এ কথা প্রকাশ করে যে, আইউব মনে করছেন তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে যাওয়ার মত অত দিন বাঁচবেন না। তাঁর আশা কেবল একটাই যে, বেহেশতে তাঁর একজন বন্ধু রয়েছেন (আয়াত ২০), সেই পবিত্র ব্যক্তি (৫:১ দেখুন), যিনি হবেন তাঁর "সাক্ষী," তাঁর পক্ষে "পরামর্শ দানকারী," তাঁর "সহায়," তাঁর "মধ্যস্থতাকারী," যিনি তাঁর পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাবেন (আয়াত ২১; ৫:১; ৯:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:১৮ রক্ত ... ক্রন্দন। আইউব অনুভব করেছেন যে, তাঁর রক্ত হাবিলের মত (পয়দা ৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন) নির্দোষ এবং সে কারণে তাঁর মৃত্যুর পর ভূমি থেকে ক্রন্দনের শব্দ শোনা যাবে।

১৬:২০ বন্ধুরা। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দটিকে ৩৩:২৩ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে "বার্তাবাহক" (৩৩:২৩-২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:২২ আর কয়েক বছর গত হলে। আইউব ভাবছেন না যে তিনি এখনই মারা যাবেন।

যে পথে গেলে আমি ফিরব না। পরকালের পথ (৭:৯; ১০:২১; ১৭:১ আয়াত দেখুন)।

১৭:১ কবর আমার জন্য প্রস্তুত। ১০-১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৩ আরজ করি, তুমি অঙ্গীকার কর। আইউব আল্লাহ্‌র কাছে এই নিশ্চয়তা চাচ্ছেন যে, তিনি ন্যায্য, তিনি এই শাস্তি ভোগ করার মত গুনাহ্‌র দোষে দোষী নন (যা তাঁর প্রতি সান্ত্বনা দানকারীরা বলেছিলেন)।

১৭:৪ এদের অন্তর। তাঁর তিন বন্ধুর অন্তর।

১৭:৫ ... তার বন্ধুদেরকে অর্পণ করে। আইউব তাঁর বন্ধুদের মিথ্যা দোষারোপের প্রতি বিরোধিতা করার জন্য মেসাল কিতাব থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

১৭:৬-৯ আইউব যে নিশ্চয়তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চেয়েছিলেন (আয়াত ৩) তা তিনি পান নি, সে কারণে তাঁর কাছে মনে হয়েছে যেন আল্লাহ্‌ই তাঁকে এই যন্ত্রণার মধ্যে ফেলেছেন। যদি ৮-৯ আয়াতের বাচনভঙ্গি উপহাস নির্দেশ করে (যেমনটা ১০ আয়াতে দেখা যায়), সেক্ষেত্রে তথাকথিত "সরল" ও "নির্দোষ" (আয়াত ৮) বলতে তিন সান্ত্বনাদাতাকে বোঝানো হয়েছে।

১৭:৬ হাসির পাত্র। ৩০:৯ আয়াত দেখুন; যাকে নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা করা যায় এমন লোক (দ্বি.বি. ২৮:৩৭ আয়াতে শরীয়তের বদদোয়া দেখুন)।

লোকে যার মুখে থুথু ফেলে। ৩০:১০ দেখুন; সেই সাথে ইশা ৫০:৬; মথি ২৭:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৭ আমার সর্বাঙ্গ ছায়ার মত হয়েছে। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার সর্বাঙ্গ ছায়ার মত হয়েছে।
৮ এতে সরল লোকেরা চমৎকৃত হবে,
দুষ্টদের বিরুদ্ধে নির্দোষ লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠবে।
৯ কিন্তু ধার্মিক তার নিজের পথে অগ্রসর হবে,
যার হাত পাক-পবিত্র, সে উত্তরোত্তর প্রবল হবে।
১০ কিন্তু তোমরা সকলে এখন ফিরে এসো,
তোমাদের মধ্যে কাউকেও জ্ঞানবান দেখি না।
১১ আমার আয়ু গত, আমার অভিপ্রায় সকল ভেঙ্গে গেছে,
আমার সমস্ত মনোবাসনা ভেঙ্গে গেছে।
১২ এরা রাতকে দিন করে,
আলোকে অন্ধকারের নিকটস্থ বলে।
১৩ যদি আমার ঘর বলে পাতালের অপেক্ষা করি,
যদি অন্ধকারে আমার বিছানা পেতে থাকি,
১৪ যদি ক্ষয়কে বলে থাকি, তুমি আমার পিতা,
কীটকে বলে থাকি, তুমি আমার মা ও বোন;
১৫ তবে আমার আশা কোথায়?
আর আমার আশা কে দেখতে পাবে?
১৬ তা কি পাতালের অর্গল পর্যন্ত নেমে যাবে?
আমার সঙ্গে তা কি ধুলায় মিশে যাবে না?

বিল্‌দদের দ্বিতীয় কথা: আল্লাহ্‌ দুষ্টতার শাস্তি দেন

১৮ ১ পরে শূহীয় বিল্‌দদ জবাবে বললেন,
২ তোমরা কত কাল মুখের কথা ধরতে জাল পাতবে?
বিবেচনা কর, পরে আমরা জবাব দেব।
৩ আমরা কি জন্য পশু হিসেবে গণিত হয়েছি,
তোমাদের দৃষ্টিতে নাপাক হয়েছি?
৪ তুমি তো ক্রোধে নিজেকে বিদীর্ণ করছো,
তোমার জন্য কি দুনিয়া ত্যাগ করা যাবে?
শৈলকে কি স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে হবে?
৫ দুষ্টের আলো তো নির্বাপিত হবে,
তার আগুনের শিখা নিস্তেজ হবে।
৬ তার তাঁবুতে আলো অন্ধকার হয়ে যাবে,
তার উপরিস্থ প্রদীপ নিভে যাবে।
৭ তার বলের গতি খর্ব করা যাবে,
সে নিজের পরামর্শ দ্বারাই নিপাতিত হবে।
৮ সে তো নিজের পদসঞ্চারে জালের মধ্যে চালিত হয়,
সে ফাঁস-কলের উপর দিয়ে গমন করে।
৯ তার পাদমূল ফাঁদে আট্‌কে যাবে,
সে ফাঁদে ধরা পড়বে।
১০ তার জন্য ফাঁস ভূমিতে লুকিয়ে আছে,
তার জন্য পথে কল পাতা আছে।
১১ চারদিকে নানা রকম ত্রাস তাকে ভয় দেখাবে,
পদে পদে তাকে তাড়না করবে।
১২ তার বল ক্ষুধায় ক্ষীণ হবে,
বিপদ তার পাশে অবস্থিত থাকবে।
১৩ তা তার দেহের সমস্ত অঙ্গ ভোজন করবে;
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ সন্তান তার সর্বাঙ্গ গিলে ফেলবে;
১৪ সে তার বিশ্বাস-স্থল তাঁবু থেকে উৎপাটিত,
এবং ত্রাস-বাদশাহ্‌র কাছে নীত হবে।
১৫ তার সঙ্গে সম্পর্কহীনেরা তার তাঁবুতে বাস করবে,

৪:১৮।
[১৭:১১] ইশা ৩৮:১০।
[১৭:১৩] ২শামু ১৪:১৪।
[১৭:১৪] জবুর ১৬:১০; ৪৯:৯।
[১৭:১৫] ইহি ৩৭:১১।
[১৭:১৬] ইউ ২:৬।
[১৮:৩] জবুর ৭৩:২২।
[১৮:৫] মথি ২৫:৮; ইউ ৮:১২।
[১৮:৭] মেসাল ৪:১২।
[১৮:৮] মীখা ৭:২; হবক ১:১৫।
[১৮:৯] আমোস ৫:১৯।
[১৮:১০] ইশা ৫১:২০।
[১৮:১১] জবুর ৫৫:৪।
[১৮:১২] ইশা ৮:২১।
[১৮:১৩] শুমারী ১২:১২।
[১৮:১৬] আমোস ২:৯।
[১৮:১৭] জবুর ৩৪:১৬।

১৭:১০-১৬ সোফর এই ওয়াদা করেছিলেন যে, আইউবের অনুতাপ ও মন পরিবর্তন তাঁর অন্ধকারকে আলোতে রূপান্তরিত করবে (১১:১৭)। এখন আইউব এ ধরনের পরামর্শকে উপহাস করছেন (আয়াত ১২-১৬)। তাঁর একমাত্র আশা এখন কেবল কবর (আয়াত ১ দেখুন), যা এখন থেকে তাঁর বাসস্থান হবে (আয়াত ১৩-১৫)।

১৭:১৩ ঘর। হেদায়েত ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

অন্ধকার। পরকাল (১০:২১; ১৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১৪ কবরে একজন ব্যক্তির পরিবার বা আপন বলতে থাকে কেবলই ক্ষয় ও কীট।

১৭:১৫ আমার আশা কোথায়? ১৪:১৯ আয়াত দেখুন।

১৭:১৬ পাতালের অর্গল। ৩৮:১৭; মথি ১৬:১৮ আয়াত দেখুন। মেসোপটেমীয় সাহিত্য অনুসারে যারা পরকালে প্রবেশ করত তাদের সকলকে সাতটি দ্বার পেরিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হত।

ধুলা। ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১-৪ বিল্‌দদ এর আগে বেশ সান্ত্বনাসূচক কথা বললেও এখন তিনি ঠিক তার বিপরীত সুরে কথা বলছেন। তিনি আইউবের আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ প্রতিক্রিয়াকে আত্ম কেন্দ্রিক ও অযৌক্তিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১৮:৫-২১ দুষ্টের নিয়তিকে ঘিরে আরেকটি গজল (৮:১১-১৯; ১৫:২০-৩৫ দেখুন)। বিল্‌দদ আইউবকে এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, নির্দোষ ব্যক্তি কষ্টভোগ করে এবং দুষ্টেরা সমৃদ্ধি লাভ করে এমন যে কথাটি আইউব বলেছেন তা আসলে ভুল। বিল্‌দদ এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মন্দ ব্যক্তিকে এই জীবদ্দশাতেই তার সমস্ত মন্দ কাজের জন্য মূল্য দিতে হবে।

১৮:৫ দুষ্টের আলো তো নির্বাপিত হবে। ২১:১৭; মেসাল ১৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে জীবনকে প্রতীকী অর্থে আলো হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

১৮:১৩ মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ সন্তান। সম্ভবত এটি তৎকালীন একটি ভয়ঙ্কর মহামারীর নাম (এর সাথে ৫:৭ আয়াত তুলনা করুন)।

১৮:১৪ ত্রাস-বাদশাহ্‌। মৃত্যু (বা মৃতদের রাজ্য) বোঝায় এমন একটি প্রতীকী নাম, যা ১৩ আয়াতে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে। কেনানীয় সাহিত্যে মৃত্যুকে (বা কবর) দেখা হয়েছে ক্ষয়কারী দেবতা মৎ হিসেবে। ইশাইয়া এই কথাগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন এবং তিনি আল্লাহ্‌কে চিরকালের মৃত্যু গ্রাসকারী হিসেবে দেখিয়েছেন (ইশা ২৫:৮; ১ করি ১৫:৫৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:১৫ গন্ধক। সাদুম ও আমুরা নগরী ধ্বংসের প্রতীক (পয়দা ১৯:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:১৬ মূল ... শাখা। রূপকার্থে বংশধর বোঝানো হয়েছে (যেমন, ইশা ১১:১,১০) কিংবা পূর্বপুরুষ বোঝানো হয়েছে (যেমন, কাজী ৫:১৪; ইশা ১৪:২৯)। সেই সাথে আমোস ২:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৭ দুনিয়া থেকে তার স্মৃতি মুছে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে বিল্‌দদের কাছে মৃত্যুর পরও একমাত্র প্রতিশোধ গ্রহণের উপায়

তার বাসস্থানে গন্ধক ছড়ান যাবে।
১৬ নিচে তার মূল শুকিয়ে যাবে,
উপরে তার শাখা ম্লান হবে।
১৭ দুনিয়া থেকে তার স্মৃতি মুছে যাবে,
এবং পথে তার নাম থাকবে না।
১৮ সে আলো থেকে অন্ধকারে দূরীকৃত হবে,
সে সংসার থেকে বিতাড়িত হবে;
১৯ স্বজাতীয়দের মধ্যে তার পুত্র কি পৌত্র থাকবে না,
তার প্রবাসস্থানে কেউই অবশিষ্ট থাকবে না,
২০ তার দুর্দশায় পশ্চিমদেশীয়েরা স্তম্ভিত হবে,
পূর্বদেশীয়েরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হবে।
২১ সত্যিই, অন্যায়কারীদের বসতি এরকম;
যে আল্লাহ্‌কে জানে না, তার দশা এ রকমই হবে।

হযরত আইউবের জবাব: আমি জানি আমার মুক্তিদাতা জীবিত

১৯ ১ পরে আইউব জবাবে বললেন,
২ তোমরা কতক্ষণ আমার প্রাণে কষ্ট দেবে?
কথার আঘাতে আমাকে চূর্ণ করবে?
৩ এই দশবার আমাকে তিরস্কার করেছ;
আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে তোমাদের লজ্জা নেই।
৪ যা হোক, যদি আমি ভুল করে থাকি,
তবে সেই ভুলের ফল আমারই।
৫ তোমরা কি নিতান্তই আমার উপরে অহংকার করবে?
আমার বিরুদ্ধে আমার গ্লানির দোহাই দেবে?
৬ এখন জান, আল্লাহ্‌ আমার প্রতি অন্যায় করেছেন,
তাঁর জালে আমাকে ঘিরেছেন।
৭ এমন কি যখন আমার প্রতি অন্যায় হচ্ছে বলে কান্নাকাটি করি, উত্তর পাই না;
আর্তনাদ করি, কিন্তু বিচার হচ্ছে না।
৮ তিনি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দ্বারা আমার পথ রুদ্ধ করেছেন,
আমার সমস্ত পথ অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছেন।
৯ তিনি আমার গৌরব-বসন খুলে নিয়েছেন,
আমার মাথার মুকুট হরণ করেছেন।
১০ তিনি চারদিক থেকে আমাকে ভেঙ্গে ফেলেছেন, আমি মারা গেলাম;
আমার আশা তিনি গাছের মত শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলেছেন।
১১ তিনি আমার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রজ্বলিত করেছেন,
আমাকে এক জন বিপক্ষের মত গণনা করেছেন।
১২ তাঁর সমস্ত সৈন্য একসঙ্গে আসছে;
তারা আমার বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে,
আমার তাঁবুর চারদিকে শিবির স্থাপন করেছে।
১৩ তিনি আমার জ্ঞাতিদের আমা থেকে দূরে রেখেছেন,
আমার পরিচিতেরা অপরিচিতের মত হয়েছে।
১৪ আমার আত্মীয়রা আমাকে ত্যাগ করেছে,
আমার বন্ধুরা আমাকে ভুলে গেছে।
১৫ আমার বাড়ির প্রবাসীরা ও আমার বাঁদীরা

[১৮:১৯] জবুর ৩৭:২৮; ইশা ১:৪; ১৪:২০; ইয়ার ২২:৩০।
[১৮:২০] জবুর ২২:৬-৭; ইশা ৫২:১৪; ৫৩:২-৩; ইহি ২৭:৩৫।
[১৮:২১] ১থিষ ৪:৫।
[১৯:৩] পয়দা ৩১:৭।
[১৯:৫] জবুর ৩৫:২৬; ৩৮:১৬; ৫৫:১২।
[১৯:৭] জবুর ৫:২।
[১৯:৯] পয়দা ৪৩:২৮; হিজ ১২:৪২; জবুর ১৫:৪; ৫০:২৩; মেসাল ১৪:৩১।
[১৯:১৩] জবুর ৩১:১১; ৩৮:১১; ৮৮:৮।
[১৯:১৪] ২শামু ১৫:১২; জবুর ৮৮:১৮; ইয়ার ২০:১০; ৩৮:২২।
[১৯:১৫] পয়দা ১৪:১৪।

হচ্ছে সেই ব্যক্তির কোন বংশধরকে বাঁচিয়ে না রেখে দুনিয়া থেকে তার নাম বা চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা (আয়াত ১৯ দেখুন)।

১৮:১৮ অন্ধকার। পরকাল (১০:২১; ১৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২১ অন্যায়কারী ... যে আল্লাহ্‌কে জানে না। আল্লাহ্‌র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকা সম্পূর্ণ মন্দতায় নিমজ্জিত থাকার সমতুল্য (হোসিয়া ৪:১-২, ৬ আয়াত দেখুন)।

১৯:৩ দশ বার। অর্থাৎ অনেক বার। দশ শব্দটি নিয়ে অনেক সময় একটি অনির্দিষ্ট পূর্ণ সংখ্যা বোঝানো হয়ে থাকে (এর সাথে পয়দা ৩১:৪১; ১ শামু ১:৮ আয়াতের তুলনা করুন)।

১৯:৪ সেই ভুলের ফল আমারই। আইউবের বন্ধুদের কোন অধিকার নেই তাঁর বিচার করার, কারণ সেই অধিকার আছে একমাত্র আল্লাহ্‌র (আয়াত ২২)।

১৯:৬ আল্লাহ্‌ আমার প্রতি অন্যায় করেছেন। ৪০:৮ আয়াতের নোট দেখুন। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটিকে ৮:৩ আয়াতে দুই বার "বিকৃত করা" অর্থে অনুবাদ করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে বিল্‌দদ এ কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন যে, আল্লাহ্‌র অবিচার করেন। কিন্তু আইউব তাঁর যন্ত্রণা ও কষ্টের সাথে লড়াই করতে করতে এখন কেবল এ কথাই মনে করছেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁর শত্রু, যদিও তিনি এমন একজন বন্ধু তিনি তাঁতে কেবল আনন্দিতই হন (আয়াত ১:৮; ২:৩ দেখুন)। আইউবের প্রকৃত শত্রু অবশ্যই শয়তান, অপবাদক (১:৬, ১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাঁর জালে আমাকে ঘিরেছেন। দুষ্টেরা নিজেদেরকে এভাবে সমস্যায় ফেলে, যেভাবে বিল্‌দদ বলছেন (১৮:৮-১০ আয়াত দেখুন), কিন্তু আইউব এখানে তাঁর যন্ত্রণা ও কষ্টকে আল্লাহ্‌র কাজ হিসেবে বলছেন।

১৯:৭ আমার প্রতি অন্যায় হচ্ছে বলে কান্নাকাটি করি। হাবাক্কুক ১:২-৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৮-১২ আইউবের কল্পনায় আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে যুদ্ধ করছেন (১৬:১০-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:১০ আমার আশা তিনি গাছের মত শিকড়সুদ্ধ তুলে ফেলেছেন। এই অংশটি ১৪:৭-৯ আয়াতের বিপরীত, যেখানে আইউব আশাকে এমন একটি গাছের সাথে তুলনা করেছেন, যা কেটে ফেলা হলেও সেখান থেকে আবার নতুন শাখা বৃদ্ধি পায়। ২৪:২০ আয়াতও দেখুন।

১৯:১২ তারা আমার বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। ৩০:১২ আয়াত দেখুন।

১৯:১৩-১৯ ইয়ার ১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন। নিজ পরিবার বা আপনজনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার চেয়ে কষ্টের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আইউবের সন্তানেরা সকলেই মারা গেছে এবং তাঁর স্ত্রী, ভাইয়েরা, বন্ধুরা ও গোলামেরা প্রত্যেকে তাঁর পাগল মনে করে ত্যাগ করেছে।

আমাকে অপরিচিতের মত জ্ঞান করে,
আমি তাদের দৃষ্টিতে বিজাতীয় হয়েছি।
১৬ আমার গোলামকে ডাকি, সে আমাকে জবাব
দেয় না,
যদিও আমি নিজের মুখে তাকে ফরিয়াদ করি।
১৭ আমার নিঃশ্বাস আমার স্ত্রীর ঘৃণিত,
আমার আর্তস্বর আমার সহোদরেরা ঘৃণা করে।
১৮ বালকেরাও আমাকে অবজ্ঞা করে,
আমি উঠলে তারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলে।
১৯ আমার সুহৃদ সকলে আমাকে ঘৃণা করে,
আমার প্রিয়পাত্রেরা আমার প্রতি বিমুখ।
২০ আমার চামড়ায় ও মাংসে অস্থি সংলগ্ন হয়েছে,
আমি দন্তের চামড়াবিশিষ্ট হয়ে বেঁচে আছি।
২১ হে আমার বন্ধুগণ, আমাকে কৃপা কর, কৃপা
কর,
কেননা আল্লাহ্‌র হাত আমাকে স্পর্শ করেছে।
২২ আল্লাহ্‌র মত করে কেন আমাকে তাড়না কর?
আমার মাংস না খেয়ে কি ক্ষান্ত হবে না?

[১৯:১৭] জবুর ৩৮:৫।
[১৯:১৮] ২বাদশা ২:২৩।
[১৯:১৯] ইউ ১৩:১৮।
[১৯:২১] কাজী ২:১৫; মাতম ৩:১।
[১৯:২২] মেসাল ৩০:১৪; ইশা ৫৩:৪।
[১৯:২৩] ইশা ৮:১।
[১৯:২৪] ইয়ার ১৭:১।
[১৯:২৫] ১শামু ১৪:৩৯।
[১৯:২৬] মথি ৫:৮।
[১৯:২৭] লূক ২:৩০।
[১৯:২৯] জবুর ১:৫; হেদা ৩:১৭; ১১:৯;

২৩ আহা, আমার সমস্ত কথা যদি লেখা হয়!
সেসব যদি কিতাবে বিরচিত হয়!
২৪ যদি লোহার লেখনী ও সীসা দ্বারা পাষাণে
খোদাই-করা
হয়ে অনন্তকাল থাকে!
২৫ কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিদাতা জীবিত;
তিনি শেষে ধূলিকণার উপরে উঠে দাঁড়াবেন।
২৬ আর আমার চামড়া এভাবে বিনষ্ট হওয়ার
পর,
তবু আমি মাংসবিহীন হয়ে আল্লাহ্‌কে দেখব।
২৭ আমি তাঁকে আমার সপক্ষ দেখব,
আমারই চোখ দেখবে, অন্যে নয়।
বুকের মধ্যে আমার অন্তর ক্ষীণ হচ্ছে।
২৮ তোমরা যদি বল, আমরা কেমন করে ওকে
তাড়না করবো?
কারণ ওর মধ্যেই গণ্ডগোলের মূল দেখতে
পাওয়া যায়।

১৯:১৭ আমার নিঃশ্বাস আমার স্ত্রীর ঘৃণিত। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১৮ বালকেরাও আমাকে অবজ্ঞা করে। গোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে প্রবীণদেরকে সর্বাংশে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হত, সেখানে এ ধরনের আচরণ অসহনীয় অপমানের (হিজ ২০:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:২০ চামড়ায় ও মাংসে অস্থি সংলগ্ন হয়েছে। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

দন্তের চামড়াবিশিষ্ট। এখানে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সম্ভবত আইউবের সমস্ত দাঁতও পড়ে গিয়েছিল।

১৯:২১ আল্লাহ্‌র হাত আমাকে স্পর্শ করেছে। ৬ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে দেখুন ১:১১; ২:৪-৬।

১৯:২৩-২৭ সম্ভবত আইউব কিতাবের সবচেয়ে সুপরিচিত ও সবচেয়ে পছন্দনীয় আয়াত, যেখানে আইউব তাঁর পরিস্থিতি সম্পর্কে ও তাঁর সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ককে সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন। আইউবের বক্তব্যের ভিন্ন দুটি প্রাসঙ্গিক অংশের মধ্যে এই সুন্দর কথাগুলো স্থান পেয়েছে। প্রথমে ২১-২২ আয়াতে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সরাসরি আবেদন রেখেছেন এবং এর পর ২৮-২৯ আয়াতে তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন, যে কারণে মাঝের এই আয়াতগুলো আরও জোরালো ও সাহসী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

১৯:২৩ আমার সমস্ত কথা। আইউব চেয়েছেন যেন তাঁর অভিযোগ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে করে তাঁর মৃত্যুর পরও যত দিন না তিনি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন তত দিন যেন এই কথাগুলো থেকে যায়।

কিতাবে। হিজ ১৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:২৪ লোহা। ২০:২৪; ২৮:২; ৪০:১৮; ৪১:২৭ আয়াত দেখুন। খ্রীষ্টপূর্ব বারোশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যে লোহা তেমন প্রচলিত ছিল না, যদিও অন্তত ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও এই অঞ্চলে লোহার সীমিত ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৯:২৫ আমি জানি, আমার মুক্তিদাতা জীবিত। ঈমানের স্বীকারোক্তিমূলক এই বিশেষ আয়াতটি যুগে যুগে অসংখ্য ঈসায়ী ঈমানদার অন্তরে ধারণ করেছেন, উচ্চারণ করেছেন, ঘোষণা করেছেন এবং এখনও করছেন। বিশেষত হ্যান্ডেল রচিত দি মেসাইয়াহ্ পুস্তকটিতে এই কথাটিকে বিশেষ রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে দোষ ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের কথা থাকলেও আইউব আরও কিছু বিষয় এর মধ্যে এনেছেন। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে দোষমুক্ত হিসেবে দেখতে চেয়েছেন (মেসাল ২৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন), এখানে তিনি এমন একজন মধ্যস্থতাকারীকে চাচ্ছেন যিনি তাঁর পক্ষ হয়ে বেহেশতে উত্থিত হয়ে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাঁকে নিষ্কলুষভাবে উপস্থাপন করবেন (৯:৩৩-৩৪; ১৬:১৮-২১ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে আপাতদৃষ্টিতে "মুক্তিদাতা" বলতে একান্তভাবে আল্লাহ্‌কেই বোঝানো হয়েছে (রূত ২:২০ আয়াতের নোট দেখুন)। আইউব এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদেরকে সমস্ত প্রকার মিথ্যা অভিযোগ থেকে অবশ্যই মুক্ত করবেন এবং নির্দোষ প্রমাণ করবেন।

শেষে। আক্ষরিক অর্থে "পরে" (আইউবের এই জীবন শেষ হওয়ার পর)।

উঠে দাঁড়াবেন। আমাকে রক্ষা করার জন্য ও নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য (৪২:৭-১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:২৬ আমার চামড়া এভাবে বিনষ্ট হওয়ার পর। আইউব উপলব্ধি করতে পারছেন যে, এই যন্ত্রণভোগ করতে করতে তিনি অচিরেই মৃত্যুবরণ করবেন। তবু আমি মাংসবিহীন হয়ে আল্লাহ্‌কে দেখব। আইউব এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না এবং কোন এক দিন তিনি অবশ্যই সেই বেহেশতী মুক্তিদাতার সামনে দাঁড়াবেন (আয়াত ২৫) এবং তাঁকে নিজের চোখে দেখবেন (আয়াত ২৭ দেখুন; সেই সাথে মথি ৫:৮; ১ ইউ ৩:২ আয়াত দেখুন)। ৪২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:২৮ তাড়না। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দকে ২২ আয়াতে তাড়া করা বা ধাওয়া করা অর্থে অনুবাদ করা হয়েছে। এখানে একটি সূত্র পাওয়া যায় যে, এই অংশের (আয়াত ২৩-২৭) পরেই আবারও সান্ত্বনা দানকারীদের বিপক্ষে আইউব তাঁর

২৯ তবে তলোয়ারের ভয় তোমাদের থাকা উচিত,
কেননা আল্লাহ্‌র ক্রোধ তলোয়ারের দণ্ড নিয়ে আসে,
তাঁর বিচার আছে, এই কথা তোমাদের জানা উচিত।

সোফরের দ্বিতীয় কথা: দুষ্টদের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী

২০ ১ নামাথীয় সোফর জবাবে বললেন,
২ আমার চিন্তা জবাব দিতে আমাকে উত্তেজিত করে,
কারণ আমি অধৈর্য হলাম।
৩ আমি নিজের অপমানসূচক উপদেশ শুনলাম,
আমার বুদ্ধি থেকে রূহ্ আমাকে উত্তর যোগায়।
৪ তুমি কি এই কথা জান না যে, কালের আরম্ভ থেকে,
দুনিয়াতে মানুষের স্থাপনের সময় থেকে,
৫ দুষ্টদের আনন্দগান ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী,
আল্লাহ্‌বিহীন লোকদের হর্ষ নিমেষকাল মাত্র স্থায়ী?
৬ তার মহত্ত্ব যদি আসমান পর্যন্ত উঠে,
তার মাথা যদি মেঘ স্পর্শ করে,
৭ তবুও সে তার বিষ্ঠার মত চিরতরে বিনষ্ট হবে;
যারা তাকে দেখতো, তারা বলবে, সে কোথায়?
৮ সে স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যাবে, নিরুদ্দেশ হবে;
সে রাত্রিকালীন দর্শনের মত দূরীকৃত হবে।
৯ যে চোখ তাকে দেখতো, তা আর দেখবে না,
তার বাসস্থান আর তাকে দেখবে না।
১০ তার সন্তানেরা দরিদ্রদের কাছে দয়া চাইবে,
তার হাত তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে।
১১ তার অস্থি যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ,
কিন্তু তার সঙ্গে তাও ধুলায় শয়ন করবে।
১২ যদিও নাফরমানী তার মুখে মিষ্ট লাগে,
আর সে তা জিহ্বার নিচে লুকিয়ে রাখে,
১৩ যদিও ভালবেসে তা ত্যাগ না করে,
কিন্তু মুখের মধ্যে রেখে দেয়;
১৪ তবুও তার খাদ্য উদরে গিয়ে বিকৃত হয়,
তার দিল কালসাপের বিষস্বরূপ হয়।
১৫ সে ধন গ্রাস করেছে, আবার তা বমন করবে;
আল্লাহ্ তার উদর থেকে তা বের করবেন।
১৬ সে সাপের বিষ চুষবে,
বিষধরের জিহ্বা তাকে সংহার করবে।
১৭ সে নদীগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না,
মধু ও দধিপ্রবাহী সমস্ত স্রোত দেখবে না।
১৮ সে তার পরিশ্রমের ফল ফিরিয়ে দেবে, গ্রাস করবে না,
সে নিজের লব্ধ সম্পত্তি অনুসারে আমোদ করবে না।
১৯ কারণ সে দরিদ্রদেরকে উৎপীড়ন ও ত্যাগ করতো,
সে যা নির্মাণ করে নি, এমন বাড়ি-ঘর কেড়ে নিত।
২০ তার উদরে শান্তি হত না,
সে তার অভীষ্ট বস্তুর কিছুই রক্ষা করতে পারবে না।
২১ তার গ্রাসে কিছু অবশিষ্ট থাকতো না,
অতএব তার সুদশা থাকবে না।
২২ সে পূর্ণ প্রাচুর্যের সময়ে কষ্টে পড়বে,
নির্যাতিত সকলের হাত তাকে আক্রমণ করবে।
২৩ সে যখন নিজের উদর পূর্ণ করতে উদ্যত হয়,
আল্লাহ্ তার উপরে তাঁর গজবের আগুন নিক্ষেপ করবেন,
তার ভোজনকালে তার উপরে তা বর্ষণ

১২:১৪। [২০:২] জবুর ৪২:৫। [২০:৪] দ্বি:বি ৪:৩২; ৩২:৭। [২০:৫] জবুর ৯৪:৩। [২০:৬] ওব ১:৩-৪। [২০:৮] জবুর ৯০:৫; ইশা ১৭:১৪; ২৯:৭। [২০:১২] জবুর ১০:৭; ১৪০:৩। [২০:১৩] শুমারী ১১:১৮-২০। [২০:১৪] প্রকা ১০:৯। [২০:১৫] লেবীয় ১৮:২৫। [২০:১৬] দ্বি:বি ৩২:৩২। [২০:১৭] দ্বি:বি ৩২:১৪। [২০:১৮] জবুর ১০৯:১১। [২০:১৯] আমোস ৮:৪। [২০:২০] লূক ১২:১৫। [২০:২২] লূক ১২:১৬-২০। [২০:২৩] শুমারী ১১:১৮-২০। [২০:২৪] ইশা ২৪:১৮। [২০:২৫] জবুর ৮৮:১৫-১৬।

অভিযোগ পুনরায় ব্যক্ত করবেন।

২০:১-২৯ আইউবের বন্ধুদের প্রথাগত ধর্মতত্ত্বীয় বক্তব্য অনুসারে দুষ্টদের পরিণতি নিয়ে আরেকটি কাব্যধর্মী বক্তৃতা (৮:১১-১৯; ১৫:২০-৩৫; ১৮:৫-২১ আয়াত দেখুন)।

২০:২-৩ সোফর আইউবের কথাগুলোকে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিয়েছেন, বিশেষ করে ১৯:২৮-২৯ আয়াতে আইউবের শেষ দিককার কথাগুলোকে। আইউব সরাসরি এই মত পোষণ করেছেন যে, সোফরের বক্তব্য অনুসারে মুক্তি লাভের জন্য সোফরকেও আগে বিচার ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২০:৪-১১ সোফর এজন্য গর্বিত যে, তিনি একজন স্বাস্থ্যবান এবং সচ্ছল ব্যক্তি, কারণ তার মতে এর উপরেই নির্ভর করে একজন মানুষের ধার্মিকতা ও ন্যায্যতার প্রমাণ। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তির আনন্দ ও ঐশ্বর্য সব সময়ই ক্ষণকালের জন্য এবং তা মোহ মাত্র (জবুর ৭৩:১৮-২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:৬ তার মহত্ত্ব যদি আসমান পর্যন্ত উঠে। পয়দা ১১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৭ বিষ্ঠা। ক্ষণস্থায়ী ও মূল্যহীন বস্তুর প্রতীক (১ বাদশাহ্ ১৪:১০ আয়াত দেখুন)।

২০:১০ দরিদ্রের প্রতি অন্যায্য আচরণ হচ্ছে প্রকৃত দুষ্টতার নিদর্শন (আমোস ২:৬-৮ আয়াতের নোট দেখুন; ৮:৪-৮ আয়াত দেখুন)। এক্ষেত্রে আইউব সোফরের কথার বিরোধিতা করেন নি (৩১:১৬-২৩ আয়াত দেখুন)।

২০:১১ ধুলা। ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:১২-১৫ আল্লাহ্‌বিহীন লোকদের মন্দ কাজ বিঃস্বাদ খাবারের মত, যা তাদের জিহ্বাতে মিষ্টি মনে হয় কিন্তু পেটে গিয়ে টক স্বাদ তৈরি করে।

২০:১৫ সে ধন গ্রাস করেছে। দরিদ্রদের সমস্ত সহায় সম্পদ গ্রাস করার কথা বলা হয়েছে (১০ ও ১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:১৭ মধু ও দধি। ২৯:৬; দ্বি.বি. ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:১৮ সে তার পরিশ্রমের ফল ... আমোদ করবে না। জ্ঞানপূর্ণ সাহিত্যের একটি সর্বব্যাপী মূল বিষয় (যেমন হেদায়েত ২:১৮-২৩)।

২০:২০-২৫ যদিও দুষ্টেরা তাদের উদর পূর্তি করে, যখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি নিজ ক্রোধ বর্ষণ করেন, তখন তাদের খাওয়ার আর কিছু থাকে না।

২০:২৪ লোহা। ১৯:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

করবেন।
২৪ সে লোহার অস্ত্র থেকে পালিয়ে যাবে,
কিন্তু ব্রোঞ্জের ধনুর্বাণে বিদ্ধ হবে।
২৫ সে তীর টানলে তা তার অঙ্গ থেকে বের হয়,
তার পিত্ত থেকে চক্‌মকে তীরের ফলা বের হয়,
নানা রকম ত্রাস তাকে আক্রমণ করে।
২৬ তার ধন হিসেবে সমুদয় অন্ধকার সঞ্চিত হয়,
বিনা প্ররোচনায় আগুন তাকে গ্রাস করবে।
তার তাঁবুতে অবশিষ্ট সকলই ভস্ম করবে।
২৭ আসমান তার অপরাধ ব্যক্ত করবে,
দুনিয়া তার প্রতিকূলে উঠবে।
২৮ তার বাড়ির সম্পত্তি উড়ে যাবে,
তা আল্লাহ্‌র ক্রোধের দিনে গলে যাবে।
২৯ এটাই আল্লাহ্‌ থেকে দুষ্ট মানুষের লভ্য অংশ,
এটাই আল্লাহ্‌ নিরূপিত তার অধিকার।

হযরত আইউবের জবাব: দুষ্টরা প্রায়ই শাস্তি পায় না

২১ ১ পরে আইউব জবাবে বললেন,
২ তোমরা মন দিয়ে আমার কথা শোন,
তা-ই তোমাদের সান্ত্বনা দেবে।
৩ আমার প্রতি সহিষ্ণু হও, আমিই কথা বলি;
আমার কথনের পরে তুমি বিদ্রূপ করো।
৪ আমার কাতরোক্তি কি মানুষের কাছে?
আমার মন অধৈর্য হবে না কেন?
৫ তোমরা আমার প্রতি নিরীক্ষণ কর,
স্তব্ধ হও, তোমাদের মুখে হাত দাও।
৬ আমার দুর্দশার কথা মনে পড়লেই আমি ভয় পাই,
আমার মাংস কাঁপতে থাকে।
৭ দুর্জনেরা কেন জীবিত থাকে, কেন বৃদ্ধ হয়,
আবার কেন ঐশ্বর্যে শক্তিশালী হয়?
৮ তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের সম্মুখে, তাদের সঙ্গে,
তাদের বংশধরেরা তাদের সম্মুখে বৃদ্ধি পায়।
৯ তাদের বাড়ি শান্তিযুক্ত ও ভয়শূন্য থাকে,
তাদের উপরে আল্লাহ্‌র দণ্ড নেই।
১০ তাদের ষাঁড় সঙ্গম করলে তা ব্যর্থ হয় না;
গাভীর গর্ভসঞ্চার হলে তার গর্ভপাত হয় না।
১১ তারা নিজ নিজ শিশুদের ভেড়া পালের মত বাইরে চালায়,
তাদের সন্তানেরা নৃত্য করে।
১২ তারা তবল ও বীণা বাদ্য করে,
বাঁশীর আওয়াজ শুনলে আনন্দ করে।
১৩ তারা সুখে তাদের আয়ু যাপন করে।
পরে এক নিমিষের মধ্যে পাতালে নামে।
১৪ তবুও তারা আল্লাহ্‌কে বলে,
"তুমি আমাদের কাছ থেকে দূর হও,
কারণ আমরা তোমার পথ জানতে চাই না।
১৫ সর্বশক্তিমান কে যে আমরা তার সেবা করবো?
তাঁর কাছে মুনাজাত করলে আমাদের কি লাভ?"
১৬ দেখ, তাদের সৌভাগ্য তাদের হস্তগত নয়,

[২০:২৬] জবুর ২১:৯।
[২০:২৭] দ্বি:বি ৩১:২৮।
[২০:২৮] ইফি ৫:৬।
[২০:২৯] ইয়ার ১৩:২৫; প্রকা ২১:৮।
[২১:৫] কাজী ১৮:১৯।
[২১:৬] পয়দা ৪৫:৩।
[২১:৭] মালা ৩:১৫।
[২১:৮] মালা ৩:১৫।
[২১:১০] হিজ ২৩:২৬।
[২১:১১] জবুর ৭৮:৫২; ১০৭:৪১।
[২১:১২] পয়দা ৪:২১; মথি ১১:১৭।
[২১:১৩] ইশা ১৪:১৫।
[২১:১৪] ইশা ৩০:১১।
[২১:১৫] ইশা ৪৮:৫।
[২১:১৬] জবুর ১:১।

২০:২৬ অন্ধকার। ১০:২১ আয়াতের নোট দেখুন।
২০:২৭ দ্বি.বি. ৩০:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।
২০:২৮ বাড়ির সম্পত্তি উড়ে যাবে। প্রচণ্ড স্রোত এসে তার সমস্ত সম্পত্তি ও বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, যা সাধারণত অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে হয়ে থাকে (৬:১৫-১৬ আয়াত দেখুন)।
২০:২৯ ১৮:২১ আয়াতে বিল্‌দদের মত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) সোফরও তার বক্তৃতা শেষ করলেন সারাংশ টেনে, যেখানে তিনি দাবী করছেন যা কিছু তিনি বলেছেন তার সবই গুনাহ্‌গারদের বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে ঘটবে। আল্লাহ্‌র দুষ্টদের নিয়তিতে এমন পরিণতিই লিখে রেখেছেন। আইউব ২৭:১৩ আয়াতে এ ধরনের কথাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।
২১:৩ আমার প্রতি সহিষ্ণু হও। ৩৪ আয়াত দেখুন ("আমাকে ... সান্ত্বনা দিচ্ছ"), যা ২ আয়াতে সোফরের প্রতি আইউবের উত্তরকে সংযুক্ত করেছে।
২১:৪ আমার কাতরোক্তি কি মানুষের কাছে? না, আইউব বলছেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি, কারণ তিনিই আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী – অন্তত আইউব সে কথাই ধারণ করছেন।
অধৈর্য। ৯:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন।
২১:৫ আমার প্রতি নিরীক্ষণ কর। আইউব এখানে তাঁর তিন বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।
২১:৬ আমি ভয় পাই। কারণ এ ধরনের অবস্থাতেই মানুষ নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে পড়ে এবং মন্দতা বিস্তার সাধন করে।
২১:৭-১৫ আইউবের প্রতি সান্ত্বনা দানকারীরা দুষ্টের পরিণতি বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন (৮:১১-১৯; ১৫:২০-৩৫; ১৮:৫-২১ দেখুন; ২০ অধ্যায় দেখুন), কিন্তু আইউব বার বার বলেছেন যে, তাঁর তিন বন্ধু যা কিছু বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা ঠিক তার উল্টো কথা বলে। দুষ্টেরা যারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জানতেও চায় না এবং সব সময় মন্দতার মাঝে চলে (আয়াত ১৪-১৫), তারা তাদের সমস্ত কাজেই ফলবান হয়। সোফরের কথা মত তারা তো অকালে মরেই না (আয়াত ২০:১১ দেখুন), উল্টো তারা দীর্ঘজীবি হয় এবং ক্ষমতায় ও শক্তিতে বৃদ্ধি পায় (আয়াত ৭)। বিল্‌দদ দাবী করেছিলেন যে দুষ্টদের কোন বংশধর বা উত্তরাধিকারী থাকে না (আয়াত ১৮:১৯ দেখুন), যা আইউব সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করেছেন (আয়াত ৮, ১১ দেখুন)।
২১:৯ আল্লাহ্‌র দণ্ড। ৯:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।
২১:১৩ সুখ। জবুর ৩৫:২০ আয়াতে এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "যারা শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে বসবাস করে"।
২১:১৬ ২২:১৮ আয়াত দেখুন। আইউব দুষ্টদের কুটিল পরামর্শ অবজ্ঞা করছেন এবং তিনি জানেন যে, আল্লাহ্‌র সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন (আয়াত ১৭), কিন্তু এ ধরনের জ্ঞান তাঁর কাছে আল্লাহ্‌কে আরও বেশি দুর্জ্ঞেয় করে তুলেছে।
২১:১৭ দুষ্টদের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

দুষ্টদের পরামর্শ আমা থেকে দূরবর্তী।
১৭ কতবার দুষ্টদের প্রদীপ নির্বাপিত হয়?
কতবার তাদের বিপদ ঘটে,
এবং আল্লাহ্ ক্রোধে এমন কষ্ট বণ্টন করেন যে,
১৮ তারা বায়ুর সম্মুখস্থ শুকনো ঘাসের মত,
ও ঝটিকা বিতাড়িত তুষের মত হয়?
১৯ তোমরা বল, আল্লাহ্ মানুষের সন্তানদের জন্য তার অধর্ম সঞ্চয় করেন।
তিনি তাকেই অধর্মের ফল দিন, তা হলে সে তা বুঝতে পারবে,
২০ তার নিজের চোখ তার বিনাশ দেখুক,
সে সর্বশক্তিমানের ক্রোধ পান করুক।
২১ কারণ যখন তার মাসের সংখ্যা শেষ হবে,
তখন নিজের ভাবী কুলে তার কি সন্তোষ থাকবে?
২২ কেউ কি আল্লাহ্‌কে জ্ঞান শিক্ষা দেবে?
তিনি তো ঊর্ধ্ববাসীদেরও শাসন করেন।
২৩ কেউ সম্পূর্ণ বলবান অবস্থায় মরে,
সব রকম বিশ্রাম ও শান্তি থাকতে মরে।
২৪ তার সমস্ত ভাণ্ড দুধে পরিপূর্ণ,
তার অস্থির মজ্জা সতেজ থাকে।
২৫ আর কেউ বা প্রাণে তিক্ত হয়ে মরে,
মঙ্গলের আস্বাদ পায় না।
২৬ এরা উভয়ে সমভাবে ধুলায় শায়িত হয়,
উভয়ে কীটে আচ্ছন্ন হয়।
২৭ দেখ, আমি তোমাদের সমস্ত চিন্তা জানি,
আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অন্যায় সমস্ত সঙ্কল্প জানি।
২৮ তোমরা বলছো, "সেই ভাগ্যবানের বাড়ি কোথায়?
সেই দুর্জনদের বসতির তাঁবু কোথায়?"
২৯ তোমরা কি পথিকদেরকে জিজ্ঞাসা কর নি?
ওদের চিহ্নগুলো কি জান না?
৩০ বিনাশের দিন পর্যন্ত দুর্জন রক্ষিত হয়,
ক্রোধের দিন পর্যন্ত তারা উত্তীর্ণ হয়।
৩১ তার সম্মুখে তার পথ কে প্রকাশ করবে?
তার কাজের ফল তাকে কে দেবে?
৩২ আর সে কবরে নীত হবে,
লোকে তার কবর-স্থান পাহারা দেবে।
৩৩ উপত্যকার মাটি তার সুখতর বোধ হবে,
তারপর সকলে তার অনুগামী হবে,
তার আগেও অসংখ্য লোক তদ্রূপ ছিল।
৩৪ তবে কেন আমাকে অনর্থক সান্ত্বনা দিচ্ছ?
তোমাদের উত্তরে তো কেবল অসত্য রয়েছে।

ইলীফসের তৃতীয় কথা: আইউবের দুষ্টতা ভীষণ

২২ ১ পরে তৈমনীয় ইলীফস জবাবে বললেন,
২ মানুষ কি আল্লাহ্‌র উপকারী হতে পারে?
বরং বিবেচক নিজেরই উপকারী হয়।
৩ তুমি ধার্মিক হলে কি সর্বশক্তিমানের আনন্দ হয়?
তুমি সিদ্ধ আচরণ করলে কি তাঁর লাভ হয়?
৪ তিনি কি তোমার ভয়হেতু তোমাকে অনুযোগ করেন,
সেজন্য কি তোমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন?
৫ তোমার দুষ্কর্ম কি বিস্তর নয়?
তোমার অপরাধের সীমা নেই।

[২১:১৮] পয়দা ১৯:১৫।
[২১:১৯] ইউ ৯:২।
[২১:২০] প্রকা ১৪:১০।
[২১:২১] হেদা ৯:৫-৬।
[২১:২২] রোমীয় ১১:৩৪।
[২১:২৩] পয়দা ১৫:১৫।
[২১:২৪] মেসাল ৩:৮।
[২১:২৬] হেদা ৯:২-৩; ইশা ১৪:১১।
[২১:৩০] রোমীয় ২:৫।
[২১:৩১] জবুর ৬২:১২।
[২১:৩২] ইশা ১৪:১৮।
[২২:২] লূক ১৭:১০।
[২২:৩] ইশা ১:১১; হগয় ১:৮।
[২২:৩] জবুর ১৪৩:২।
[২২:৪] ইহি ২০:৩৫।
[২২:৫] উজা ৯:১৩।
[২২:৬] হিজ ২২:২৬।
[২২:৭] মথি ১০:৪২।

২১:১৮ শুকনো ঘাস ... তুষ। ১৩:২৫ আয়াত দেখুন; সেই সাথে জবুর ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:২০ সে সর্বশক্তিমানের ক্রোধ পান করুক। ইশা ৫১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:২২ কেউ কি আল্লাহ্‌কে জ্ঞান শিক্ষা দেবে? ইশা ৪০:১৪ আয়াত দেখুন। অপর দিকে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই শিক্ষা দিতে পারেন (৩৫:১১; ৩৬:২২ আয়াত দেখুন; ৩৮-৪১ অধ্যায় দেখুন)।

২১:২৬ ধুলা। ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৩৪ কেন আমাকে অনর্থক সান্ত্বনা দিচ্ছ? ১৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১–২৬:১৪ বক্তৃতার তৃতীয় পর্বটি প্রথম (অধ্যায় ৪-১৪) এবং দ্বিতীয় (অধ্যায় ১৫-২১) পর্ব থেকে আরও স্বল্প পরিসরের এবং সংক্ষিপ্ত। বিল্‌দদের বক্তৃতা খুবই সংক্ষিপ্ত (২৫:১-৬) এবং সোফর এবার কোন কথাই বলেন নি। আইউব এবং তাঁর বন্ধুদের মধ্যকার কথোপকথন প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, কারণ তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারছিলেন না – যা সত্য নয় তা আইউব কোনভাবেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না।

২২:১ তৈমনীয় ইলীফস। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২-৪ ইলীফসের খোঁড়া যুক্তি অনেকটা এরকম। সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি আল্লাহ্ থেকে। সে কারণে আল্লাহ্ লোকদেরকে যা দিয়েছেন তা তিনি যখন ফিরিয়ে নেন তখন আল্লাহ্ কোনভাবে লাভবান হন না। বস্তুত মানুষের ভাল কাজে আল্লাহ্ আকর্ষিত হন না, কারণ মানুষ ভাল কাজ করবে এমনটাই স্বাভাবিক। সে কারণে মানুষ যখন মন্দ কাজ করেন তখনই আল্লাহ্ প্রতিক্রিয়া দেখান (আয়াত ৪)।

২২:৪ ভয়। ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

বিচারে প্রবৃত্ত হন? ৯:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৫-১১ ইলীফস তার আগের বক্তৃতাগুলোতে সবচেয়ে কম কর্কশ আচরণ করেছিলেন এবং এমনকি তিনি আইউবকে নম্র সুরে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন (৪:৬; ৫:১৭)। কিন্তু ৪:৩-৪ আয়াতে তিনি যা-ই বলে থাকুন না কেন, এখন ইলীফস আইউবকে সামষ্টিক অর্থে সামাজিক গুনাহ্‌র দোষে দোষী করছেন, অর্থাৎ যারা অভাবী, যারা ক্ষুধার্ত ও নগ্ন (আয়াত ৬-৭) এবং যারা বিধবা ও এতিম (আয়াত ৯) তাদেরকে বঞ্চিত করার অপরাধে দোষী করেছেন। আইউবের এই অপরাধের একমাত্র প্রমাণ হিসেবে ইলীফস উপস্থাপন করেছেন আইউবের বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা (আয়াত ১০-১১)। ২৯ অধ্যায়ে আইউব অস্বীকার করে বলেছেন যে, ইলীফস তাঁকে যে ধরনের দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তিনি সে ধরনের কোন অপরাধ করেন নি।

২২:৬ নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে বন্ধক নিতে ... বস্ত্রহীনের বস্ত্র হরণ করতে। নবীরা যে ধরনের অপরাধে লোকদেরকে

৬ তুমি অকারণে নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে
বন্ধক নিতে,
তুমি বস্ত্রহীনের বস্ত্র হরণ করতে।
৭ তুমি পরিশ্রান্তকে পান করতে পানি দিতে না,
ক্ষুধিতকে আহার দিতে অস্বীকার করতে।
৮ কিন্তু দেশ বলবান লোকেরই অধিকার ছিল,
সম্মানের পাত্রই তাতে বাস করতো।
৯ তুমি বিধবাদেরকে খালি হাতে বিদায় করতে,
পিতৃহীনদের বাহু চূর্ণ করা হত।
১০ এই কারণে তোমার চতুর্দিকে ফাঁদ আছে,
আকস্মিক ত্রাস তোমাকে ভয় দেখায়।
১১ অন্ধকার হয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না,
পানির বন্যা তোমাকে আচ্ছন্ন করেছে।
১২ আল্লাহ্ কি উচ্চতম বেহেশতে থাকেন না?
দেখ, তারাগুলো কত উঁচুতে আছে!
১৩ কিন্তু তুমি বলছো, আল্লাহ্ কি জানেন?
অন্ধকারে থেকে তিনি কি শাসন করেন?
১৪ নিবিড় মেঘ তার অন্তরাল, তিনি দেখেন না,
তিনি আসমানের উপরে ঘুরে বেড়ান।
১৫ তুমি কি প্রাচীনকালের সেই পথ ধরবে,
যার পথিকরা দুর্জন ছিল?
১৬ তাদের তো অকালে নিয়ে যাওয়া হল,
তাদের ভিত্তিমূল বন্যায় ভেসে গেল।
১৭ তারা আল্লাহ্কে বলতো, আমাদের কাছ থেকে
দূর হও;
সর্বশক্তিমান আমাদের কি করবেন?
১৮ তবু তিনি তাদের বাড়ি উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ
করতেন;
কিন্তু দুষ্টদের পরামর্শ আমা থেকে দূরবর্তী।
১৯ এই দেখে ধার্মিকরা আনন্দ করে,
নির্দোষ লোকে ওদেরকে ঠাট্টা করে বলে,
২০ "সত্যই আমাদের দুশমনদের বিনষ্ট হয়েছে,
আগুন ওদের অবশিষ্ট সম্পদ গ্রাস করেছে।"
২১ আরজ করি, আল্লাহ্র সঙ্গে পরিচিত হও,
শান্তি পাবে;
তা হলে মঙ্গল তোমাদের কাছে আসবে।
২২ তাঁর মুখ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ কর,
তাঁর কালাম হৃদয়ের মধ্যে রাখ।
২৩ সর্বশক্তিমানের প্রতি ফিরলে তুমি সংগঠিত
হবে,
তোমার নিবাস থেকে অন্যায় দূর কর।
২৪ যদি ধুলার মধ্যে তোমার সোনা ফেলে দাও,
স্রোতের মধ্যে তোমার ওফীরের সোনা ফেলে
দাও;
২৫ তবে সর্বশক্তিমানই তোমাদের সোনা হবেন,
তোমার উজ্জ্বল রূপাস্বরূপ হবেন।
২৬ তখন তুমি সর্বশক্তিমানে আনন্দ করবে,
আল্লাহ্র প্রতি মুখ তুলতে পারবে;
২৭ তাঁর কাছে ফরিয়াদ করবে,
তিনি তোমার কথা শুনবেন,
তুমি তোমার সমস্ত মানত পূর্ণ করবে।
২৮ তুমি কিছু মনস্থ করলে তা তোমার পক্ষে
সফল হবে,
তোমার পথে আলো আলো প্রদান করবে।
২৯ অবনত হলে তুমি বলবে, উন্নতি হবে,

[২২:৮] ইশা ৩:৩।
[২২:৯] লূক ১:৫৩।
[২২:১১] পয়দা ৭:২৩;।
[২২:১৩] ইফি ৬:১২।
[২২:১৫] জবুর ১:১; ৫০:১৮।
[২২:১৬] মথি ৭:২৬ -২৭।
[২২:১৯] জবুর ৫২:৬।
[২২:২১] ১পিতর ৫:৬।
[২২:২২] দ্বি:বি ৮:৩।
[২২:২৩] প্রেরিত ২০:৩২।
[২২:২৪] মথি ৬:১৯।
[২২:২৫] মথি ৬:২০ -২১।
[২২:২৬] জবুর ২:৮।
[২২:২৭] ইশা ৩০:১৯।
[২২:২৮] মেসাল ৪:১৮।
[২২:২৯] মথি ২৩:১২।
[২২:৩০] রোমীয় ৪:৫।

দোষী করতেন (যেমন আমোস ২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৯ বিধবা ... পিতৃহীন। ২৪:৩; ইশা ১:১৭; ইয়াকুব ১:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

বাহু। এখানে শক্তি বোঝানো হয়েছে (৩৮:১৫ আয়াত দেখুন)।

২২:১০ ফাঁদ। ১৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১১ অন্ধকার ... পানির বন্যা। দুর্দশা ও প্রতিকূলতা নির্দেশক দুটি সাধারণ প্রতীক (জবুর ৪২:৭; ইশা ৪:৭-৮; ৮:২২; ৪৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:১২-২০ অবশেষে ইলীফস যেন বিল্দদ ও সোফরের যুক্তিকে সমর্থন জানাতে শুরু করেছেন, যারা একেবারে সুনিশ্চিত ছিলেন যে, আইউব একজন মন্দ ব্যক্তি। ইলীফস খুব মারাত্মক একটি অভিযোগ এনেছিলেন। আইউব দুর্জনের পথ বেছে নিয়েছেন (আয়াত ১৫), তিনি আল্লাহ্র কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং বলেছেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমার কী করতে পারেন?" (আয়াত ১৭; ১৩-১৪ আয়াত দেখুন)। মন্দ ব্যক্তিরা আল্লাহ্র ধার্মিকতাকে অগ্রাহ্য করে (আয়াত ১৮)।

২২:১৮ ২১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২১-৩০ ইলীফস আইউবের মন পরিবর্তন করার জন্য শেষ বারের মত চেষ্টা করলেন। বেশ কয়েকটি দিক থেকেই মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করার এই আহ্বান প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ্র কাছে নিজেকে সমর্পণ করা (আয়াত ২১), নিজ অন্তরে আল্লাহ্র সমস্ত কালাম ধারণ করা (আয়াত ২২), সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে ফিরে আসা এবং সমস্ত মন্দতা পরিহার করা (আয়াত ২৩), ধন সম্পদের মাঝে সুখ না খুঁজে আল্লাহ্র মাঝে সুখ খুঁজে নেওয়া (আয়াত ২৪-২৬), মুনাজাত করা ও বাধ্য থাকা (আয়াত ২৭) এবং গুনাহ্গারদের সম্পর্কে সচেতন থাকা (আয়াত ২৯-৩০)। কিন্তু ইলীফসে বক্তব্য অনুসারে (১) আইউব অত্যন্ত মন্দ একজন মানুষ এবং (২) আইউবের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার বিষয় হচ্ছে তাঁর হারানো সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা (আয়ত ২১)। ১৯:২৫-২৭ আয়াতে আইউব ইতোমধ্যে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহ্র দর্শন পেতে ও তাঁর সঙ্গী হতে প্রচণ্ডভাবে আকাঙ্ক্ষী।

২২:২২ ২৩:১২ আয়াতে আইউবের প্রতিক্রিয়া দেখুন।

তাঁর কালাম হৃদয়ের মধ্যে রাখ। জবুর ১১৯ অধ্যায়ে গজলটির লেখক ইসরাইল জাতির কাছে প্রদত্ত আল্লাহ্র লিখিত কালাম সম্পর্কে ঠিক এ ধরনের কথাই বলেছেন (জবুর ১১৯:১১; আরও দেখুন মেসাল ২:১ আয়াতের নোট)।

২২:২৪ ওফীরের সোনা। সবচেয়ে খাঁটি সোনা (২৮:১৬ দেখুন; সেই সাথে ১ বাদশাহ্ ৯:২৮; ১০:১১; জবুর ৪৫:৯; ইশা ১৩:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২৮ তোমার পথে আলো আলো প্রদান করবে। আল্লাহ্র কালামের প্রতি বাধ্য থাকার মধ্য দিয়ে (অধ্যায় ২২, ২৭, ২৯:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১১৯:১০৫ আয়াত)।

২২:৩০ তোমার হাতের পাক-পবিত্রতায়। জবুর ২৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

আর তিনি অধোমুখের উদ্ধার করবেন।
৩০ যে ব্যক্তি নির্দোষ নয়, তাকেও তিনি উদ্ধার করবেন,
তোমার হাতের পাক-পবিত্রতায় সে উদ্ধার পাবে।

হযরত আইউবের জবাব: আমার অভিযোগ তিক্ত

২৩ ১ তখন আইউব জবাবে বললেন,
২ আজও আমার মাতম তীব্র,
আমার কাতরতা থেকে আমার অসুখ ভারী,
৩ আহা! যদি তাঁর উদ্দেশ পেতে পারি,
যদি তার আসনের কাছে যেতে পারি,
৪ তবে আমি তাঁর সম্মুখে আমার বিচার বর্ণনা করবো,
আমি নানা যুক্তিতর্কে আমার মুখ পূর্ণ করবো।
৫ তিনি কি কি কথায় উত্তর দেবেন, তা জানবো,
তিনি আমাকে কি বলবেন, তা বুঝবো।
৬ তিনি কি তাঁর মহাপরাক্রমে আমার সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর করবেন?
না, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ দেবেন।
৭ সেখানে সরল লোক তার সঙ্গে বিচার করতে পারে,
এবং আমি আমার বিচারকর্তা থেকে চিরতরে উদ্ধার পেতে পারি।
৮ দেখ, আমি অগ্রসর হই, কিন্তু তিনি সেখানে নেই,
পিছনের দিকে যাই, তাঁকে দেখতে পাই না;
৯ বামদিকে যাই, যখন তিনি কাজ করেন,
কিন্তু তাঁর দর্শন পাই না;
তিনি ডান দিকে নিজেকে গোপন করেন,
আমি তাঁকে দেখতে পাই না।
১০ অথচ আমি কোন্ পথে যাই তিনি তা জানেন,
তিনি আমার পরীক্ষা করলে আমি সোনার মতই উত্তীর্ণ হবো।
১১ আমার পা তাঁর পায়ের চিহ্ন ধরে চলেছে,
তাঁর পথে রয়েছি, বিপথগামী হই নি।
১২ তাঁর ওষ্ঠনির্গত হুকুম থেকে আমি সরে আসি নি,
আমার প্রয়োজনীয় যা,
তারচেয়ে তাঁর মুখের কালাম বেশি সঞ্চয় করেছি।
১৩ কিন্তু তিনি একাগ্রচিত্ত; কে তাঁকে ফিরাতে পারে?
তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন।
১৪ তিনি, আমার জন্য যা নির্ধারিত, তা-ই সফল করেন,
এবং এরকম অনেক কাজ তাঁর কাছে রয়েছে।
১৫ এই কারণ আমি তাঁর সাক্ষাতে ভয় পাই;
যখন বিবেচনা করি তা থেকে ভীত হই।
১৬ আল্লাহ্ই আমার হৃদয় মূর্ছিত করেছেন,
সর্বশক্তিমান আমাকে ভীষণ ভয় দেখিয়েছেন,
১৭ যদি আমি অন্ধকারে অবসন্ন হতে পারতাম,
ঘোর অন্ধকার আমার মুখ আচ্ছন্ন করে

[২৩:২] জবুর ৬:৬; ৩২:৪; ইয়ার ৪৫:৩; ইহি ২১:৭।
[২৩:৩] দ্বি:বি ৪:২৯।
[২৩:৭] পয়দা ৩:৮।
[২৩:১০] জবুর ১২:৬; ১পিতর ১:৭।
[২৩:১১] জবুর ১৭:৫।
[২৩:১২] মথি ৪:৪; ইউ ৪:৩২, ৩৪।
[২৩:১৩] ইশা ৫৫:১১।
[২৩:১৪] ১থিষ ৩:৩; ১পিতর ৪:১২।
[২৩:১৫] পয়দা ৪৫:৩; ২করি ৫:১১।
[২৩:১৬] হিজ ৩:৬; প্রকা ৬:১৬।

[২৪:১] ২পিতর ৩:৭; প্রেরিত ১:৭।

২৩:২ আমার মাতম। ২১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।
আমার অসুখ ভারী। ৩৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১ শামু ৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন।
২৩:৩ যদি তাঁর উদ্দেশ পেতে পারি। ৮-৯ আয়াতের নোট দেখুন।
২৩:৬ আমার সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর করবেন। আইউব ন্যায্য বিচার চাচ্ছেন। ৯:১৪-২০ আয়াতে আইউব অত্যন্ত ভীত ছিলেন এই ভেবে যে, হয়তো তিনি আল্লাহ্র সাথে তর্ক করার মত ভাষা খুঁজে পাবেন না। এখন তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, যদি আল্লাহ্ তাঁকে শুনানি দেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজের কথা বলতে পারবেন (১৩:১৩-১৯ আয়াত দেখুন; সেই সাথে জবুর ১৭:১-৩; ২৬:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)।
২৩:৮-৯ আমি অগ্রসর হই ... পিছনের দিকে যাই ... বামদিকে যাই ... ডান দিকে। অর্থাৎ যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক। আইউব যে দিকেই যান না কেন, তিনি আল্লাহ্কে খুঁজে পান না (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১৩৯:৭-১০ আয়াত)।
২৩:৮-১০ তাঁকে দেখতে পাই না ... অথচ আমি কোন্ পথে যাই তিনি তা জানেন। আল্লাহ্র দর্শন না পেয়ে আইউব ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন, কারণ তিনি প্রমাণ করতে চান যে তিনি একজন নির্দোষ ব্যক্তি। ২২:২১ আয়াতে ইলীফসের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আইউব এই কথা বলছেন। "আল্লাহ্র সঙ্গে পরিচিত হও, শান্তি পাবে ... মঙ্গল তোমাদের কাছে আসবে।" আইউব এই জবাব দিয়েছেন যে, এই কাজটিই তিনি সব সময় করে এসেছেন (আয়াত ১১-১২)। তিনি তাঁর নিত্যদিনের খাবার যত না গ্রহণ করেছেন তার চেয়ে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন আল্লাহ্র কালাম। তিনি এ কথা বলছেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে পরীক্ষা করছেন – তাঁর গুনাহ্ থেকে পাক পবিত্র করার জন্য নয়, বরং তিনি যে ইতোমধ্যেই নির্দোষ ও পবিত্র, তিনি যে খাঁটি সোনা তা প্রমাণ করার জন্য (জবুর ১১১৯:১১, ১০১, ১৬৮; ১ পিতর ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।
২৩:১২ ২২:২২ আয়াতে ইলীফস আইউবকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার প্রতি আইউবের জবাব। আমার প্রয়োজনীয় যা, তারচেয়ে তাঁর মুখের কালাম বেশি সঞ্চয় করেছি। দ্বি.বি. ৮:৩; মথি ৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।
২৩:১৩ তিনি একাগ্রচিত্ত। আক্ষরিক অর্থে "তিনি অনন্য"। যদিও আইউব ইসরাইলীয় ছিলেন কিনা তা জানা যায় না, তথাপি তিনি এক ও অভিন্ন আল্লাহ্র এবাদত করতেন, কারণ আর কোন আল্লাহ্ নেই (দ্বি.বি. ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন। আল্লাহ্ সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান (জবুর ১১৫:৩; ১৩৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে লূক ১০:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।
২৩:১৫ আমি তাঁর সাক্ষাতে ভয় পাই। ২১:৬ আয়াতের নোট দেখুন। আইউবের ঈমানের একটি অংশই হচ্ছে এটি উপলব্ধি করা যে, আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন। অপর দিকে আইউবের সান্ত্বনা দানকারী বন্ধুরা বোঝাতে চেয়েছেন আল্লাহ্ কী করবেন তা আগে থেকেই বোঝা যায়।
২৩:১৭ যদি আমি অন্ধকারে অবসন্ন হতে পারতাম। ২২:১১ আয়াতে ইলীফসের অভিযোগের প্রতি আইউব জবাব দিচ্ছেন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

রাখত!

২৪ ১ সর্বশক্তিমান থেকে কেন সময়
নির্ধারিত হয় না?
যারা তাঁকে জানে, তারা কেন তাঁর দিন
দেখতে পায় না?
২ কেউ কেউ ভূমির আল সরিয়ে দেয়,
তারা সবলে ভেড়ার পাল হরণ করে চরায়।
৩ তারা এতিমদের গাধা নিয়ে যায়,
তারা বিধবার গরু বন্ধক রাখে।
৪ তারা দরিদ্রদেরকে পথ থেকে তাড়িয়ে দেয়;
দুনিয়ার দীনহীনেরা একেবারে লুকিয়ে থাকে।
৫ দেখ, মরুভূমিস্থ বন্য গাধাগুলোর মত
তারা নিজের কাজে গিয়ে গ্রাসের খোঁজ করে;
জঙ্গল তাদের সন্তানদের জন্য খাদ্য যোগায়।
৬ তারা ক্ষেতে ওর পশুর খাদ্যশস্য কেটে ফেলে,
দুর্জনের আঙ্গুর-ক্ষেতে অবশিষ্ট ফল চয়ন
করে;
৭ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ হয়ে রাত যাপন করে,
শীতকালে তাদের আচ্ছাদন মাত্র থাকে না।
৮ তারা পর্বতের বৃষ্টিতে ভিজে,
আশ্রয় না থাকায় শৈলের আশ্রয় নেয়।
৯ কেউ কেউ এতিমকে মাতার স্তন থেকে কেড়ে
নেয়,
দরিদ্রের সামগ্রী বন্ধক রাখে।
১০ তাই এরা কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ হয়ে
বেড়ায়,
খিদে নিয়েই শস্যের আঁটি বহন করে।

[২৪:২] দ্বি:বি ২৮:৩১।
[২৪:৪] মেসাল ২৮:১২।
[২৪:৫] পয়দা ১৬:১২।
[২৪:৬] রূত ২:২২।
[২৪:৭] হিজ ২২:২৭।
[২৪:৮] কাজী ৬:২।
[২৪:৯] ইহি ১৮:১২।
[২৪:১০] দ্বি:বি ২৪:১২-১৩।
[২৪:১১] মীখা ৬:১৫।
[২৪:১২] প্রকা ৬:১০।
[২৪:১৩] ইউ ৩:১৯-২০; ১থিষ ৫:৪-৫।
[২৪:১৪] ইশা ৩:১৫; মীখা ৩:৩।
[২৪:১৫] মেসাল ১:১০।
[২৪:১৬] হিজ ২২:২; মথি ৬:১৯।
[২৪:১৮] কাজী ১:১৩।
[২৪:২০] জবুর ৩১:১২; দানি

১১ এরা ওদের প্রাচীরের ভিতরে তেল প্রস্তুত
করে,
আঙ্গুর মাড়াই করে তৃষ্ণার্ত হয়।
১২ নগরের মধ্য থেকে লোকেরা কোঁকায়,
আহত লোকের প্রাণ চিৎকার করে,
তবুও আল্লাহ্ এই দোষে মনোযোগ করেন
না।
১৩ তারা আলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের দলভুক্ত,
তারা তার গতি জানে না,
তারা তার পথে থাকে না।
১৪ হত্যাকারী খুব ভোরে উঠে,
দুঃখী ও দীনহীনকে মেরে ফেলে,
রাতের বেলায় সে চোরের সমান হয়।
১৫ জেনাকারীর চোখও সন্ধ্যাবেলার অপেক্ষা
করে;
সে বলে, কারো চোখ আমাকে দেখতে পাবে
না;
আর সে নিজের মুখ আচ্ছাদন করে।
১৬ তারা অন্ধকারে লোকের বাড়িতে সিঁধ কাটে,
দিবালোকে তারা লুকিয়ে থাকে;
তারা আলো জানে না।
১৭ প্রাতঃকাল তাদের সকলের পক্ষে মৃত্যুচ্ছায়ার
মত
কারণ তারা মৃত্যুচ্ছায়ার ভয়ানকতা জানে।
১৮ এই রকম লোক স্রোতের বেগে চালিত ঘাসের
মত;
দেশে তাদের অধিকার শাপগ্রস্ত হয়,

২৪:১-১২ আইউব এই দুনিয়াতে প্রায়শ ঘটে থাকা চরম অন্যায় ও অবিচারের বর্ণনা দিয়েছেন। যা তাঁর ছিল (আয়াত ২ দেখুন) এবং যা তাঁর ছিল না (আয়াত ৩-৪ দেখুন) উভয়ই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যা তাঁর জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তাঁর এই কষ্টভোগই সম্ভবত তাঁকে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করেছে, যাদেরকে খাবারের জন্য হাত পাততে হয় (আয়াত ৫) এবং ধনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় (আয়াত ৬)। যে দৃশ্যটি তিনি উপস্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ হয়ে শীতের মাঝে রাত যাপন করে (আয়াত ৭-৮), "এতিমকে মাতার স্তন থেকে কেড়ে নেয়" (আয়াত ৯), যারা মাঠে কাজ করে তারা খিদে নিয়েই শস্যের আঁটি বহন করে (আয়াত ১০), আঙ্গুর-ক্ষেতে আঙ্গুর মাড়াই করে কর্মীরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে (আয়াত ১১), আহত লোকদের প্রাণ চিৎকার করে এবং লোকেরা ব্যথায় কোঁকায় (আয়াত ১২)। আইউব বুঝতে পারেন না কেন আল্লাহ্ এত কষ্ট ও দুর্দশা দেখেও নীরব ও উদাসীন হয়ে রয়েছেন (আয়াত ১, ১২)। তবে যেহেতু আল্লাহ্ আইউবের তিন সান্ত্বনা দানকারী বন্ধুর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন, সে কারণে বোঝা যায় আইউব কোন ভাবেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও আনুকূল্যের বাইরে নন এবং তিনি সব সময়ই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র ছিলেন।

২৪:২ কেউ কেউ ভূমির আল সরিয়ে দেয়। প্রাচীন কালে এটি অত্যন্ত গুরুতর একটি অপরাধ ছিল (দ্বি.বি. ১৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:৩ এতিম ... বিধবা। ২২:৯; ইশা ১:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; ইয়াকুব ১:২৭ আয়াত দেখুন।

২৪:৫ বন্য গাধা। ৩৯:৫-৮ আয়াত দেখুন।

২৪:৫ ফল চয়ন করে। রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৭, ১০ আইউব এখানে বিশেষভাবে ইলীফসের অভিযোগকে অস্বীকার করছেন (আয়াত ২২:৬ দেখুন)।

২৪:১৩-১৭ ২-১২ আয়াতে বর্ণিত দুঃখ দুর্দশার জন্য যারা দায়ী তাদের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। হত্যাকারী (আয়াত ১৪), জেনাকারী (আয়াত ১৫), সিঁধেল চোর (আয়াত ১৬)। তারা অন্ধকারের সাথেই থাকে, যার মধ্য দিয়ে তারা সমস্ত অপকর্ম করে (আয়াত ১৪-১৭ দেখুন; ইউহোন্না ৩:১৯; রোমীয় ১:২১ আয়াত দেখুন)।

২৪:১৮-২০ এখানে মনে হচ্ছে যেন আইউব সান্ত্বনা দানকারীদের সাথে একমত পোষণ করছেন। তবে এই আয়াতগুলোকে অপরাধী ও গুনাহ্গারদের বিপক্ষে তাঁর বিষোদগার হিসেবেও দেখা যেতে পারে। তাদেও ভূমি বদদোয়া প্রাপ্ত হোক ... / তাদের কবর লুট করা হোক ... / তাদের মায়ের গর্ভর তাদেরকে ভুলে যাক, / তাদেরকে কীট ভক্ষণ করুক; / দুষ্টদের নাম চিরকালের মত বিস্মৃত হোক / তারা শিকড় উপরে ফেলা গাছের মত হোক।

২৪:২০ তারা কীটের সুস্বাদু খাবার হবে। ২১:২৬ আয়াত দেখুন; ইশা ১৪:১১; ৬৬:২৪ আয়াতের নোট দেখুন; মার্ক ৯:৪৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

গাছের মত অন্যায় ভেঙে পড়বে। ১৯:১০ আয়াতের নোট

তারা আর আঙ্গুর-ক্ষেতের পথে বিহার করে
না।
১৯ অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম যেমন বরফ-গলা পানিকে,
পাতাল তেমনি গুনাহ্গারদেরকে হরণ করে।
২০ মাতৃগর্ভ তাদেরকে ভুলে যাবে,
তারা কীটের সুস্বাদু খাবার হবে,
তারা কারো স্মরণে থাকবে না;
গাছের মত অন্যায় ভেঙে পড়বে।
২১ সে নিঃসন্তান বন্ধ্যা স্ত্রীকে গ্রাস করে,
সে বিধবার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে না।
২২ আল্লাহ্ শক্তি দ্বারা শক্তিশালীদের ধ্বংস করেন,
তিনি উঠলে কারো জীবনের আশা থাকে না।
২৩ তিনি কাউকে আশ্রয় দিলে সে নির্ভয়ে থাকে;
কিন্তু তাদের পথে তাঁর দৃষ্টি থাকে।
২৪ তারা উঁচু হয়, ক্ষণকাল গেলে তারা থাকে না,
তারা নত হয়ে পরে, ঘাসের মত ম্লান হয়ে
যায়,
শস্যের শীষের মতই শুকয়ে যায়।
২৫ যদি এরকম না হয়,
কে আমার কথাগুলো মিথ্যা বলে প্রমাণ
করবে?
কে আমার কথা নিরর্থক বলে দেখাবে?

বিল্দদের তৃতীয় কথা: মানুষ কি আল্লাহ্র সম্মুখে ধার্মিক হতে পারে?

২৫ ১ পরে শূহীয় বিল্দদ জবাবে বললেন,
২ প্রভুত্ব ও ভয়ানকতা তাঁর,
তিনি তাঁর উঁচু স্থানে থেকে শান্তি বিধান
করেন।
৩ তাঁর সৈন্যদল কি গণনা করা যায়?
তাঁর আলো কার উপরে না উঠে?
৪ তবে আল্লাহ্র কাছে মানুষ কেমন করে ধার্মিক
হবে?
স্ত্রীলোকের সন্তান কেমন করে বিশুদ্ধ হবে?
৫ দেখ, তাঁর দৃষ্টিতে চন্দ্রও নিস্তেজ,
তারাগণও নির্মল নয়;
৬ তবে কীটের মত মানুষ কি?
কৃমির মত মানুষের সন্তানের মূল্যই বা কি?

হযরত আইউবের জবাব: আল্লাহ্র মহিমার তত্ত্ব পাওয়া যায় না

২৬ ১ তখন আইউব জবাবে বললেন,
২ তুমি বলহীনের কেমন সাহায্য করলে!
দুর্বল বাহুকে কেমন নিস্তার করলে!
৩ প্রজ্ঞাহীনকে কেমন পরামর্শ দিলে!
বুদ্ধিকৌশল কেমন প্রচুররূপে প্রকাশ করলে!
৪ তুমি কার কাছে কথা বললে?
তোমার মুখ থেকে কার নিশ্বাস বের হল?
৫ জলরাশির নিচে ও জলচর প্রাণীদের নিচে,
মৃতদের রূহ্ ভয়ে ভীষণ কাঁপছে।
৬ তাঁর সম্মুখে পাতাল অনাবৃত,
বিনাশ স্থান অনাচ্ছাদিত।
৭ তিনি শূন্যের উপরে উত্তর কেন্দ্র বিস্তার
করেছেন,
অবস্তুর উপরে দুনিয়াকে স্থাপন করেছেন,

৪:১৪। [২৪:২২] মথি ৬:২৭; ইয়াকুব ৪:১৪। [২৪:২৩] আমোস ৬:১। [২৪:২৪] ইশা ৫:২৪। [২৫:২] প্রকা ১:৬। [২৫:৩] মথি ৫:৪৫; ইয়াকুব ১:১৭। [২৫:৬] জবুর ৮০:১৭। [২৬:৪] ১বাদশা ২২:২৪। [২৬:৫] জবুর ৮৮:১০। [২৬:৬] ইব ৪:১৩। [২৬:৭] জবুর ১০৪:৫; ইশা ৪০:২২। [২৬:৮] পয়দা ১:২; জবুর ১৪৭:৮। [২৬:৯] ২শামু ২২:১০। [২৬:১০] মেসাল ৮:২৭, ২৯; ইশা ৪০:২২।

[২৬:১১] ২শামু ২২:৮।

দেখুন।

২৪:২১-২৪ সারাংশসূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আইউব বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্ দুষ্টদের বিচার করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজস্ব নিরূপিত সময়ে। কিন্তু আইউব চাচ্ছেন যেন আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুবরণের আগে সেই ন্যায় বিচার দেখার ও সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দান করেন (আয়াত ১)।

২৫:১-৬ ২২:১–২৬:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। বিল্দদ এখানে নতুন আর কিছুই বলেন নি এবং সোফর আগেও বলেছেন তিনি আইউবের কথায় প্রচণ্ড বিরক্ত (আয়াত ২০:২) তাই এখানে তিনি একটিও মন্তব্য করেন নি।

২৫:২ তিনি তাঁর উঁচু স্থানে থেকে শান্তি বিধান করেন। যিনি বেহেশতে শান্তি বিধান করেন তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপরে সমান কর্তৃত্ব করেন।

২৫:৩ তাঁর সৈন্যদল। ফেরেশতাগণ।

তাঁর আলো। সূর্য।

২৫:৪-৬ বিল্দদ এর আগে মানুষের পতন সম্পর্কে বলা ইলীফসের কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করলেন (৪:১৭-১৯; ১৫:১৪-১৬)।

২৬:২-৪ সূক্ষ্ম পরিহাসের মাধ্যমে আইউব বিল্দদের কথার জবাব দিলেন (এই আয়াতে "তুমি" ও "তোমার" শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দকে বহুবচনে নয়, একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে), এর মধ্য দিয়ে বোঝায় যায় যে, ইলীফস ও সোফর ইতোমধ্যে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন।

২৬:২ দুর্বল বাহুকে কেমন নিস্তার করলে! ৪:৩-৪; ইশা ৩৫:৩; ইবরানী ১২:১২।

২৬:৫-১৪ আল্লাহ্র অপরিমেয় ক্ষমতা সম্পর্কে আইউবের প্রতীকী বর্ণনা– এটি ছিল বিল্দদের সর্বশেষ বক্তৃতার বিষয়-বস্তু (আয়াত ২৫)।

২৬:৫ মৃত। মেসাল ২:১৮ আয়াতে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের মূল ভাবার্থ হচ্ছে "মৃতদের রূহ্", ইশা ১৪:৯ আয়াতে আছে "বিদেহীদের রূহ্" এবং ইশা ২৬:১৪ আয়াতে আছে "রূহ্গণ"। যারা পরকালের অধিবাসী তাদেরকে বোঝানোর জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে (৩:১৩-১৫, ১৭-১৯ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৩:১৬ আয়াতের নোটও দেখুন)।

২৬:৬ পাতাল। অন্যান্য স্থানে "ত্রাসের বাদশাহ্" নামে এই স্থানটিকে ব্যক্তিকরণ বা চরিত্রায়ণ করা হয়েছে (১৮:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

বিনাশ। ২৮:২২; ৩১:১২ আয়াতও দেখুন; মেসাল ১৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। প্রকাশিত কালাম ৯:১১ আয়াতে অবদ্দোনকে বলা হয়েছে "বিনাশ স্থানের ফেরেশতা"।

২৬:৭ ৩৭:১৮ আয়াত দেখুন।

তিনি। আল্লাহ্।

অবস্তুর উপরে দুনিয়াকে স্থাপন করেছেন। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে আইউব এ কথা স্বীকার করছেন যে, এই দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সমস্ত কিছু একমাত্র আল্লাহ্র ক্ষমতায় ও শক্তিতে

৮ তিনি স্বীয় নিবিড় মেঘে পানি আটকে রাখেন,
তবুও জলধর তার ভারে বিদীর্ণ হয় না।
৯ তিনি পূর্ণচন্দ্রের মুখ আচ্ছাদন করেন,
নিজের মেঘ দ্বারা তা আবৃত করেন।
১০ তিনি জলরাশির উপরে চক্ররেখা লিখেছেন,
অন্ধকার ও আলোর মধ্যবর্তী সীমা পর্যন্ত।
১১ আসমানের সমস্ত স্তম্ভ কেঁপে ওঠে,
তাঁর ভর্ৎসনায় চমকে উঠে।
১২ তিনি নিজের পরাক্রমে সমুদ্রকে উত্তেজিত করেন,
নিজের বুদ্ধিতে রাহবকে আঘাত করেন।
১৩ তাঁর শ্বাসে আসমান পরিষ্কার হয়;
তাঁরই হাত পলায়মান নাগকে বিদ্ধ করেছে।
১৪ দেখ, এসব তাঁর পথের প্রান্ত;
তাঁর বিষয়ে ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যায়;
কিন্তু তাঁর পরাক্রমের গর্জন কে বুঝতে পারে?

হযরত আইউব তাঁর নির্দোষিতা পুনর্ব্যক্ত করেন

২৭ ১ পরে আইউব পুনর্বার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, বললেন,
২ জীবন্ত আল্লাহ্‌র কসম– যিনি আমার বিচার অগ্রাহ্য করেছেন,
সর্বশক্তিমানের কসম– যিনি আমার প্রাণ তিক্ত করেছেন,
৩ কারণ আমার মধ্যে নিশ্বাস এখনও সম্পূর্ণ আছে,
আমার নাসিকায় আল্লাহ্‌র নিঃশ্বাস আছে;
৪ নিশ্চয়ই আমার ওষ্ঠ অন্যায় বলবে না,
আমার জিহ্বা প্রতারণা উচ্চারণ করবে না।
৫ আমি তোমাদেরকে ধার্মিক বলি, এমন যেন না হয়;
প্রাণ থাকতে আমি আমার সিদ্ধতা ত্যাগ করবো না।
৬ আমার ধার্মিকতা আমি রক্ষা করবো, ছাড়ব না।
আমি জীবিত থাকতে আমার মন আমাকে ধিক্কার দেবে না।
৭ আমার দুশমন দুর্জনের মত হোক,
যে আমার বিরুদ্ধে উঠে, সে অন্যায়কারীর সমান হোক।
৮ বস্তুত আল্লাহ্‌বিহীন লোক ধন সঞ্চয় করলেও তার প্রত্যাশা কি?
কেননা আল্লাহ্‌ তার প্রাণ হরণ করবেন।
৯ যখন তার সঙ্কট ঘটে,
আল্লাহ্‌ কি তার কান্না শুনবেন?
১০ সে কি সর্বশক্তিমানে আমোদ করে?
নিত্য কি আল্লাহ্‌কে আহ্বান করে?
১১ আমি আল্লাহ্‌র শক্তির বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেব,
সর্বশক্তিমানের কাছে যা আছে, তা গোপনে রাখবো না।

[২৬:১৩] ইশা ২৭:১।
[২৬:১৪] হবক ৩:২; ১করি ১৩:১২।
[২৭:২] ইশা ৪৫:৯; ৪৯:৪, ১৪।
[২৭:৩] পয়দা ২:৭; জবুর ১৪৪:৪।
[২৭:৬] প্রেরিত ২৩:১; রোমীয় ২:১৫।
[২৭:৮] শুমারী ১৬:২২; লূক ১২:২০।
[২৭:৯] দ্বি:বি ১:৪৫; ১শামু ৮:১৮।
[২৭:১৪] মাতম ২:২২।

অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

২৬:১২ তিনি নিজের পরাক্রমে সমুদ্রকে উত্তেজিত করেন। ইশা ৫১:১৫; ইয়ার ৩১:৩৫ আয়াত দেখুন।

রাহব। ৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১৩ পলায়মান নাগ। সমুদ্রের দানব লিবিয়াথনের কথা এখানে বলা হয়েছে (৩:৮; ইশা ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৬:১৪ দেখ, এসব তাঁর পথের প্রান্ত। প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপরে আল্লাহ্‌ তাঁর কর্তৃত্বের যেটুকু নিদর্শন প্রকাশ করেছেন তা তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ও ক্ষমতার সামান্যতম অংশ, গর্জনের কাছে সামান্য ফিসফিসানির মত। আইউব মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধির সীমিত পরিধি দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে আইউব ব্যর্থ হওয়ায় সোফর তাঁকে তিরস্কার করেছেন (১১:৭-৯), কিন্তু আইউবের তিন বন্ধুর জ্ঞান আইউবের থেকে কোন অংশেই বেশি নয় (১২:৩; ১৩:২ আয়াত দেখুন)।

তাঁর পরাক্রমের গর্জন। আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি তাতে করে তাঁর সম্পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করা আমাদের জন্য বেশ দুঃসাধ্য।

২৭:১-২৩ এই কিতাবটির কথোপকথন ও বাদানুবাদের অংশটি শুরু হয়েছে আইউবের মাতম দিয়ে (আয়াত ৩), যার পর একে একে এসেছে তিন স্তরের বক্তৃতা (অধ্যায় ৪-১৪; ১৫-২১; ২২-২৬) এবং শেষ হয়েছে আইউবের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে (অধ্যায় ২৭), যেখানে তিনি আবারও নিজ নির্দোষিতার কথা প্রকাশ করেছেন (আয়াত ২-৬) এবং দুষ্টদের পরিণতির কথা বলেছেন (আয়াত ১৩-২৩)।

২৭:২ জীবন্ত আল্লাহ্‌র কসম। পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শপথ বাক্য (পয়দা ৪২:১৫)। আইউব বার বার ন্যায় বিচার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও আল্লাহ্‌র উপর থেকে তিনি বিশ্বাস হারান নি।

২৭:৫ তোমাদেরকে। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাপনী এই বক্তব্যে আইউব আবারও তাঁর তিন বন্ধুকে এক সাথে সম্বোধন করে কথা বলছেন।

২৭:৬ আমার ধার্মিকতা আমি রক্ষা করবো। আল্লাহ্‌ আইউব সম্পর্কেও একই ভাবে কথা বলেছেন (২:৩ আয়াত দেখুন)।

২৭:৭ আমার দুশমন দুর্জনের মত হোক। আইউব এখানে তাঁর বন্ধুদেরকেই দুশমন ও বিপক্ষ বলছেন, কারণ তারা ভুলভাবে আইউবকে দোষারোপ করছিলেন এবং তাঁর সাথে এমন আচরণ করছিলেন যেন তিনিই আসলে মন্দ ব্যক্তি (জবুর ১০৯:৬-১৫; ১৩৭:৮-৯ আয়াত)।

২৭:১১ আমি আল্লাহ্‌র শক্তির বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেব। আইউব তাঁর প্রতি সান্ত্বনা দানকারী বন্ধুদেরকে এমন একটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন যা তারা প্রত্যেকেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। প্রকৃত দুর্জন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ক্রোধে পতিত হওয়ার যোগ্য (১৩-২৩ আয়াত দেখুন)। তাঁর তিন বন্ধু আইউবকে অন্যায়ভাবে এই ধরনের দুর্জন লোকদের কাতারে ফেলেছেন।

২৭:১৩-২৩ একটি কবিতা, যেখানে আইউবের এর আগে করা আত্মপক্ষ সমর্থনকে নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে (আয়াত ৭)।

২৭:১৩ আইউব ২০:২৯ আয়াতে করা সোফরের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১২ দেখ, তোমরা সকলেই তোমাদের মধ্যে তা দেখেছ,
তবে কেন এমন অর্থহীন কথাবার্তা?
১৩ দুষ্ট লোক আল্লাহ্‌ থেকে এই শাস্তি পায়,
সর্বশক্তিমান থেকে দুর্দান্তেরা এই পরিণতি লাভ করে।
১৪ এমন লোকের পুত্রবাহুল্য হলে তলোয়ারে বিনষ্ট হবে,
তার সন্তান-সন্ততি ভোজন করে তৃপ্ত হবে না;
১৫ তার অবশিষ্টেরা মারী দ্বারা কবরস্থ হবে;
তার বিধবারা তাদের জন্য কাঁদবে না।
১৬ সে যদিও ধূলিকণার মত রূপা সঞ্চয় করে,
যদিও কাদার মত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে,
১৭ তবু প্রস্তুত করলেও ধার্মিক সেই কাপড়-চোপড় পরবে,
নির্দোষ সেই রূপা ভাগ করে নেবে।
১৮ তার নির্মিত বাড়ি কীটের বাসার মত,
তা আঙ্গুর-ক্ষেতের পাহারা ঘরের মত।
১৯ সে শেষবারের মত ধনী হয়ে শয়ন করে,
কিন্তু সে চোখ খুলে দেখে, তার ধন আর নেই।
২০ জলরাশির মত ত্রাস তাকে আক্রমণ করবে;
রাতে তাকে ঝড়ে উড়িয়ে নেবে।
২১ পূর্বীয় বায়ু তাকে তুলে নেয়, সে চলে যায়,
তা স্বস্থান থেকে তাকে দূরে নিক্ষেপ করে।
২২ আল্লাহ্‌ তার উপরে তীর নিক্ষেপ করবেন, রহম করবেন না;
সে এর হাত এড়াবার জন্য পালিয়ে যাবে।

[২৭:১৫] জবুর ৭৮:৬৪।
[২৭:১৬] ১বাদশা ১০:২৭।
[২৭:১৭] মেসাল ১৩:২২।
[২৭:১৮] ইশা ১:৮; ২৪:২০।
[২৭:২১] ইয়ার ১৩:২৪; ২২:২২।
[২৭:২২] ইয়ার ১৩:১৪।
[২৮:১] মালা ৩:৩।
[২৮:২] দ্বি:বি ৮:৯।
[২৮:৪] ২শামু ৫:৮।
[২৮:৫] পয়দা ১:২৯।
[২৮:৬] ইশা ৫৪:১১।
[২৮:৮] ইশা ৩৫:৯।
[২৮:৯] ইউ ২:৬।
[২৮:১১] ইশা ৪৮:৬।
[২৮:১২] হেদা ৭:২৪।
[২৮:১৩] মথি ১৩:৪৪-৪৬।
[২৮:১৪] রোমীয় ১০:৭।
[২৮:১৫] প্রেরিত ৮:২০।
[২৮:১৬] পয়দা

২৩ লোকে তাকে উপহাস করবে,
শিশ্‌ দিয়ে তাকে স্বস্থান থেকে দূর করবে।

কোথায় প্রজ্ঞা পাওয়া যায়

২৮ ১ বাস্তবিক রূপার খনি আছে,
সোনা পরিষ্কারের স্থানও আছে;
২ ধূলি থেকে লোহা সংগৃহীত হয়,
গলিত পাথর থেকে ব্রোঞ্জ পাওয়া যায়।
৩ মানুষ অন্ধকার ভেদ করে,
অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়াতে যেসব পাথর আছে,
সে প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে মূল্যবান পাথর অনুসন্ধান করে।
৪ তারা বাসস্থান ছেড়ে খনি খনন করে,
মানুষের চরণ তাদেরকে ভুলে যায়,
তারা মানুষ থেকে দূরে ঝুলতে থাকে;
৫ মাটি থেকে শস্যের উৎপত্তি হয়,
তার নিম্নভাগ যেন আগুন দ্বারা লণ্ডভণ্ড হয়।
৬ তার পাথর নীলকান্ত মণির জন্মস্থান,
তার ধূলিকণার মধ্যে সোনা থাকে।
৭ সেই পথ চিলের অজ্ঞাত,
তা শকুনীর চোখের অগোচর;
৮ অহংকারী সমস্ত পশু তা দলিত করে নি,
কেশরী সেখানে পদার্পণ করে নি।
৯ মানুষ দৃঢ় শৈলে হস্তক্ষেপ করে,
পর্বতদেরকে সমূলে উল্টিয়ে ফেলে।
১০ সে শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে সুরঙ্গ কাটে,
তার চোখ সমস্ত রকম মণি দর্শন করে।
১১ সে নদীর সমস্ত উৎস অনুসন্ধান করে,
যা গুপ্ত আছে, তা সে আলোতে আনে।

২৭:১৮ কীটের বাসা ... পাহারা ঘর। ভঙ্গুরতার প্রতীক (৪:১৯; ইশা ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন; ২৪:২০ আয়াত দেখুন)।

২৭:২১ পূর্বীয় বায়ু। ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:১-২৮ মানবীয় দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে আইউবের তিন বন্ধুর প্রথাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে রাখা বক্তব্যের চেয়ে আইউবের ব্যতিক্রমী জবাব বরং কিছুটা সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন করার এই দুই উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে এবং কথোপকথনগুলো পরিণত হয়ে বাদানুবাদে। এ কারণে কিতাবটির লেখক এক চমৎকার জ্ঞানগর্ভ কাব্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন যেখানে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, "কোথায় প্রজ্ঞা পাওয়া যায়?" (আয়াত ১২; আয়াত ২০ দেখুন)। কবিতাটির তিনটি অংশ রয়েছে। (১) মানুষ ভূগর্ভ খনন করে খনি থেকে মূল্যবান পাথর ও ধাতু উত্তোলন করে (আয়াত ১-১১); (২) কিন্তু সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ধন, তথা প্রজ্ঞা সেখানে যাওয়া যায় না এবং খনি থেকে উত্তোলিত মূল্যবান পাথর ও ধাতু দিয়েও তা কেনা যায় না (আয়াত ১২-১৯ দেখুন); (৩) কেবল মাত্র আল্লাহ্‌তে প্রজ্ঞা লাভ করা যায় (আয়াত ২০-২৭)। আর আল্লাহ্‌ মানব জাতিকে বলছেন যে, তাদের জন্য প্রকৃত প্রজ্ঞা হচ্ছে "আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয় এবং মন্দতাকে প্রত্যাখ্যান করা" (আয়াত ২৮)। এ কারণে বলা যায় এই অধ্যায়টি স্বয়ং আল্লাহ্‌র বক্তব্যের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ পূর্বাভাস হিসেবে প্রকাশ করেছে (৩৮:১–৪২:৬) এবং শুরুতে আইউবের প্রতি আল্লাহ্‌ যে প্রশংসা উচ্চারণ করেছিলেন তা প্রতিফলিত হয়েছে (১:১, ৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:১-১১ প্রাচীনকালের ভূগর্ভস্থ খনন কৌশলের একটি চমৎকার কাব্যিক বর্ণনা।

২৮:২ লোহা। ১৯:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৩ মানুষ অন্ধকার ভেদ করে। কৃত্রিম আলোর উৎস ব্যবহার করার মাধ্যমে, যেমন মশাল বা প্রদীপ।

২৮:৪ তারা মানুষ থেকে দূরে ঝুলতে থাকে। এখনকার তুলনায় তৎকালীন সময়ে খনিতে কাজ করা অনেক গুণ কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজ ছিল। ভূগর্ভে খনন কাজ চালাতে গিয়ে খনি শ্রমিকদেরকে অনেক সময় জীবন বাজি রাখতে হত এবং সর্বস্ব ত্যাগ করতে হত।

২৮:৬ নীলকান্ত মণি। ১৬ আয়াত দেখুন; সেই সাথে সোলায়মানের গজল ৫:১৪; ইশা ৫৪:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:১০ শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ। জেরুশালেমের শীলোহ সরোবরের কাছ থেকে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর একটি উৎকীর্ণলিপি থেকে তৎকালীন প্রাচীন সুড়ঙ্গ ও প্রণালী নির্মাণের জটিল প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা যায়।

২৮:১২ ২০ আয়াতে প্রায় একইভাবে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং ২৮ আয়াতে এর জবাব পাওয়া যায়।

২৮:১৬ ওফীরের সোনা। ২২:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১২ কিন্তু প্রজ্ঞা কোথায় পাওয়া যায়?
সুবিবেচনার স্থানই বা কোথায়?
১৩ মানুষ তার মূল্য জানে না,
জীবিতদের দেশে তা পাওয়া যায় না।
১৪ জলধি বলে, তা আমাতে নেই;
সমুদ্র বলে, তা আমার কাছে নেই।
১৫ তা উত্তম সোনা দিয়েও পাওয়া যায় না,
তার মূল্য হিসেবে রূপাও ওজন করা যায় না।
১৬ ওফীরের সোনা তার সমতুল্য নয়,
বহুমূল্য গোমেদক ও নীলকান্তমণিও নয়।
১৭ সোনা ও কাচ তার সমান হতে পারে না,
তার পরিবর্তে সোনার পাত্র দেওয়া হবে না।
১৮ তার কাছে প্রবাল ও স্ফটিকের নাম করা যায় না,
পদ্মরাগমণির মূল্যের চেয়েও প্রজ্ঞার মূল্য বেশী।
১৯ ইথিওপিয়া দেশের পীতমণিও তার সমান নয়,
খাঁটি সোনাও তার সমতুল্য হয় না।
২০ অতএব প্রজ্ঞা কোথা থেকে আসে?
সুবিবেচনার স্থানই বা কোথায়?
২১ তা সমস্ত সজীব প্রাণীর চোখ থেকে গুপ্ত,
তা আসমানের পাখির অদৃশ্য।
২২ বিনাশ ও মৃত্যু বলে,
আমরা স্বকর্ণে তার কীর্তি শুনেছি।
২৩ আল্লাহ্‌ই তার পথ জানেন;
তিনিই কেবল জানেন তা কোথায় থাকে;
২৪ কেননা তিনি দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত দেখেন,
সমস্ত আসমানের অধঃস্থানে তার দৃষ্টি যায়।
২৫ তিনি যখন বায়ুর গুরুত্ব নিরূপণ করলেন,
যখন পরিমাণ দ্বারা পানি পরিমিত করলেন,
২৬ যখন তিনি বৃষ্টির নিয়ম স্থাপন করলেন,
বিদ্যুৎ ও মেঘ-গর্জনের পথ স্থির করলেন,
২৭ তখন প্রজ্ঞাকে দেখলেন ও প্রচার করলেন,
তা স্থাপন করলেন, তার সন্ধানও করলেন;
২৮ আর তিনি মানবজাতিকে বললেন,
দেখ, প্রভুর ভয়ই প্রজ্ঞা,
দুষ্কর্ম থেকে সরে যাওয়াই সুবিবেচনা।

হযরত আইউব নিজের পক্ষে কথা বলা শেষ করেন

২৯ ১ পরে আইউব পুনর্বার কথা প্রসঙ্গে বললেন,
২ আহা! যদি আমি তেমনি থাকতাম,
যেমন আগের মাসগুলোতে ছিলাম!
যেমন আগের দিনগুলোতে ছিলাম,
যখন আল্লাহ্‌ আমাকে প্রহরা দিতেন।
৩ তখন আমার মাথার উপরে তার প্রদীপ জ্বলতো,
তার আলোতে আমি অন্ধকারেও চলতাম।
৪ আমি উত্তম অবস্থায় ছিলাম,
আল্লাহ্‌র গুঢ় মন্ত্রণা আমার তাঁবুর উপরে

১০:২৯। [২৮:১৭] মেসাল ৮:১০। [২৮:১৮] প্রকা ২১:১১। [২৮:১৯] হিজ ২৮:১৭। [২৮:২২] প্রকা ৯:১১। [২৮:২৩] মেসাল ৮:২২-৩১। [২৮:২৪] ইব ৪:১৩। [২৮:২৬] ইশা ৩৫:৭। [২৮:২৭] মেসাল ৩:১৯; ৮:২২-৩১। [২৮:২৮] জবুর ১১:৫; ৯৭:১০। [২৯:২] পয়দা ৩১:৩০। [২৯:৪] জবুর ২৫:১৪। [২৯:৫] জবুর ১২৭:৩-৫। [২৯:৭] ইয়ার ২০:২; ৩৮:৭। [২৯:৮] ১তীম ৫:১।

২৮:১৮ পদ্মরাগমণির মূল্যের চেয়েও প্রজ্ঞার মূল্য বেশি। এর সাথে তুলনা করুন একজন "গুণবতী স্ত্রীর" মূল্য (মেসাল ৩১:১০), যিনি মাবুদকে ভয় করেন (মেসাল ৩১:৩০) এবং সে কারণেই তিনি গুণবতী ও অমূল্য (আয়াত ২৮ দেখুন)।

২৮:১৯ ইথিওপিয়া। নীল নদের উপরস্থিত অববাহিকা, মিসরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি দেশ।

২৮:২১ তা সমস্ত সজীব প্রাণীর চোখ থেকে ... পাখির অদৃশ্য। যেমন মূল্যবান পাথর ও ধাতু ভূগর্ভে গুপ্ত অবস্থায় থাকে (আয়াত ৭ দেখুন)।

২৮:২২ বিনাশ ও মৃত্যু। ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:২৫-২৭ সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রজ্ঞা আল্লাহ্‌র সাথেই ছিল (মেসাল ৮:২২-৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:২৮ প্রভুর ভয়ই প্রজ্ঞা, দুষ্কর্ম থেকে সরে যাওয়াই সুবিবেচনা। ১:১, ৮; ২:৩ আয়াতে আইউবের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দেখুন। মাবুদের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ই প্রজ্ঞার আরম্ভ (জবুর ১১১:১০; মেসাল ৯:১০; আরও দেখুন মেসাল ১:৭)।

২৯:১–৩১:৪০ আইউব তিনটি স্তরে তাঁর সর্বশেষ আত্মপক্ষ সমর্থন প্রকাশ করেছেন। প্রথম স্তরে (অধ্যায় ২৯) তিনি তাঁর হারানো সুখ, ঐশ্বর্য ও সম্মানের স্মৃতিচারণ করেছেন; দ্বিতীয় স্তরে (অধ্যায় ৩০) তিনি তাঁর সমস্ত কিছু, বিশেষ করে সম্মান ও মর্যাদা হারানোর জন্য মাতম করেছেন; তৃতীয় স্তরে (অধ্যায় ৩১) তিনি শেষবারের জন্য তাঁর নির্দোষিতার স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।

২৯:১-২৫ সেমিটিক যুগের আত্মকথনের একটি চমৎকার নিদর্শন, যেখানে নিম্নোক্ত কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে। দোয়া (আয়াত ২-৬), সম্মান (আয়াত ৭-১০), স্নেহ ও মহব্বত (আয়াত ১১-১৭), দোয়া (আয়াত ১৮-২০), সম্মান (আয়াত ২১-২৫)।

২৯:২-৬ প্রচণ্ড আবেগ তাড়িত বক্তব্য। আগের দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র সাথে আইউবের সম্পর্ক ছিল বন্ধুসুলভ।

২৯:৩ তাঁর আলোকে আমি অন্ধকারেও চলতাম। ২২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:৪ আল্লাহ্‌র গুঢ় মন্ত্রণা আমার তাঁবুর উপরে থাকতো। আক্ষরিক অর্থে "যখন আল্লাহ্‌র সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল।" এই অংশটি পয়দা ১৮ অধ্যায়ের মত একটি অবস্থার কথা প্রকাশ করে, যেখানে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর সাথে বেহেশতের আরও দুজন ব্যক্তি ইব্রাহিমের তাঁবুতে বসে ভোজন ও পান করেছিলেন। সেখানেই আল্লাহ্‌ তাঁর বন্ধু ইব্রাহিমকে তাঁর প্রতিজ্ঞাত সন্তান ইসহাকের জন্মের কথা জানিয়েছিলেন এবং সাদুম ও আমুরা নগরী সম্পর্কে তিনি যে পরিকল্পনা করেছেন সে কথাও জানিয়েছিলেন।

২৯:৫ আমার সন্তানেরা আমার চারদিকে ছিল। ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:৬ দুধ ... তেলের নদী। প্রাচুর্য ও বিলাসিতার প্রতীক (২০:১৭; ইহি ১৬:১৯ আয়াত দেখুন)।

২৯:৭ নগরের তোরণদ্বার। যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান ছিল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো সেখানেই নিষ্পত্তি করা হত (রূত ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

চকে আমার আসন প্রস্তুত করতাম। নগরের প্রাচীন বা নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন শাসনকারী পরিষদের একজন সদস্য (পয়দা ১৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

থাকতো;
৫ তখন সর্বশক্তিমান আমার সহায় ছিলেন,
আমার সন্তানেরা আমার চারদিকে ছিল।
৬ আমার পায়ের চিহ্ন দুধে নিমজ্জিত হত,
শৈল হত আমার জন্য তেলের নদী।
৭ আমি নগরের দিকে গিয়ে তোরণদ্বারে উঠতাম,
চকে আমার আসন প্রস্তুত করতাম,
৮ যুবকেরা আমাকে দেখে লুকাত,
বৃদ্ধেরা উঠে দাঁড়াতেন;
৯ নেতৃবর্গ কথা বলা থেকে নিবৃত্ত হতেন,
নিজ নিজ মুখে হাত দিয়ে থাকতেন;
১০ বড় লোকেরা অবাক হয়ে থাকতেন,
তাঁদের জিহ্বা তালুতে লেগে থাকতো;
১১ আমার কথা শুনলে লোকে আমার সাধুবাদ করতো,
আমাকে দেখলে তারা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিত।
১২ কারণ আমি আর্তনাদকারী দুঃখীকে,
এবং এতিম ও অসহায়কে উদ্ধার করতাম।
১৩ হতভাগ্য লোকের দোয়া আমার উপরে বর্তিত;
আমি বিধবার চিত্তকে আনন্দগান করাতাম।
১৪ আমি ধার্মিকতা পরতাম,
আর তা পরতো আমাকে;
আমার ন্যায়বিচার পরিচ্ছদ ও তাজস্বরূপ ছিল।
১৫ আমি অন্ধের চোখ ছিলাম,
আমি খঞ্জের পা ছিলাম।
১৬ আমি দীনহীনের পিতা ছিলাম;
যাকে না জানতাম, তারও বিচারের তদন্ত করতাম;
১৭ আমি অন্যায়কারীর চোয়াল ভেঙ্গে ফেলতাম,
তার দাঁত হতেই শিকার উদ্ধার করতাম।
১৮ তখন বলতাম, আমি নিজের বাড়ি মধ্যে মরবো;
আমার দিন বালুকণার মত বহুসংখ্যক হবে।
১৯ পানির ধারে আমার মূল বিস্তৃত হয়,
সমস্ত রাত আমার শাখায় শিশির থাকে,
২০ আমার গৌরব আমাতে সতেজ থাকে,
আমার ধনুক আমার হাতে নতুনীকৃত হয়।
২১ লোকে আমারই কথা শোনত, প্রতীক্ষা করতো,
আমার পরামর্শের জন্য নীরব হয়ে থাকতো।
২২ আমার কথার পরে তারা আর কথা বলতো না;
আমার কালাম তাদের উপরে বিন্দু বিন্দু ঝরত।
২৩ তারা যেমন বৃষ্টির, তেমনি আমার প্রতীক্ষা করতো;
যেন শেষ বর্ষার জন্য মুখ বিস্তার করতো।
২৪ আমি তাদের প্রতি হাসলে তারা বিশ্বাস করতো না,
তারা আমার মুখের আলো ম্লান করতো না।
২৫ আমি তাদের পথ মনোনীত করতাম ও প্রধানের মত বসতাম;
সৈন্যদলের মধ্যে যেমন বাদশাহ্, তেমনি থাকতাম,
শোকার্তদের সান্ত্বনাকারীর মত থাকতাম।

৩০ ১ সম্প্রতি, যারা আমা থেকে অল্প বয়স্ক,
তারা আমাকে পরিহাস করে;
আমি তাদের পিতাদেরকে আমার পালরক্ষক কুকুরদের সঙ্গে রাখতেও অবজ্ঞা করতাম।
২ তাদের বাহুবলে আমার কি ফল হতে পারে?
তাদের তেজ তো নষ্ট হয়েছে।
৩ তারা দীনতায় ও খাদ্যের অভাবে অসাড় হয়ে পড়ে,
উৎসন্নতা ও শূন্যতার ঘোরে শুকনো ভূমি চর্বণ করে;

[২৯:৯] কাজী ১৮:১৯; মেসাল ৩০:৩২।
[২৯:১০] জবুর ১৩৭:৬।
[২৯:১১] ইব ১১:৪।
[২৯:১২] জবুর ৭২:১২; মেসাল ২১:১৩।
[২৯:১৪] ২শামু ৮:১৫; ইফি ৪:২৪; ৬:১৪।
[২৯:১৫] শুমারী ১০:৩১।
[২৯:১৬] হিজ ১৮:২৬।
[২৯:১৭] জবুর ৩:৭।
[২৯:১৮] জবুর ১:১-৩; মেসাল ৩:১-২।
[২৯:১৯] পয়দা ২৭:৮; জবুর ১৩৩:৩।
[২৯:২০] জবুর ১৮:৩৪; ইশা ৩৮:১২।
[২৯:২২] দ্বি:বি ৩২:২।
[২৯:২৪] শুমারী ৬:২৫।
[৩০:১] জবুর ১১৯:২১।
[৩০:৩] ইশা ৮:২১।
[৩০:৪] ১বাদশা ১৯:৪।

[৩০:৬] ইশা ২:১৯; হোশেয় ১০:৮।

২৯:১২-১৩ এতিম ও অসহায়কে উদ্ধার করতাম ... আমি বিধবার চিত্তকে আনন্দগান করাতাম। ২২:৯ আয়াতে ইলীফসের বক্তব্যের প্রতি এখানে সরাসরি প্রতিবাদ করা হয়েছে (২২:৫-১১ আয়াতের নোট দেখুন)। নিঃস্ব ও অসহায় মানুষের প্রতি যে আইউব সব সময়ই সদয় ছিলেন সে কথা এখানে প্রকাশ পেয়েছে (২৪:৯; ৩১:১৬-১৮, ২১ আয়াত দেখুন)।

২৯:১৪ আমি ধার্মিকতা পরতাম ... ন্যায়বিচার পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষস্বরূপ ছিল। প্রায় একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় জবুর ১৩২:৯,১৬; ইশা ৫৯:১৭; ৬১:১০; রোমীয় ১৩:১৪; ইফি ৪:২৪; ৬:১৪,১৭ আয়াতে। এর সাথে জবুর ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১৮ তখন বলতাম। আইউবের বাকি জীবনটা কেমন কাটবে সে বিষয়ে তিনি আগে থেকেই কল্পনা করতেন।

২৯:২১-২৫ আইউবের পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হত (আয়াত ২১-২৩), তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে সমস্ত কাজ করা হত (আয়াত ২৪) এবং তাঁর নেতৃত্বকে মর্যাদার সাথে স্বীকৃতি জানানো হত (আয়াত ২৫)।

৩০:১-৩১ ২৯ আয়াতে যে সকল অনুগ্রহ ও সম্মানের বিষয়ে ইতিবাচক কথা বলা হয়েছে, তার বিপরীতে এখন আইউব বলছেন সেই সকল দুর্দশা ও অবমাননার কথা যা ভোগ করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর উপরে সর্বগ্রাসী আতঙ্ক ও ত্রাস সঞ্চার করেছেন (আয়াত ১৫)। তাঁর এই অবস্থার উপরে বর্ণিত তাঁর শেষ মাতমে (আয়াত ৩১ দেখুন) দেখানো হয়েছে যে, তাঁর ক্রোধ এখনো নির্বাপিত হয় নি।

৩০:১, ৯ আমাকে পরিহাস করে। এর আগে যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত (২৯:৮-১১, ২১-২৫ আয়াত দেখুন)।

৩০:৪ বিস্বাদু শাক। আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ, যা অনুর্বর ভূমিতে জন্ম নিয়ে থাকে। আইউব ও তাঁর বন্ধুরা যে দেশে বাস করতেন সেখানে এই ধরনের শাক জন্মাতো। এর সাথে তুলনা করুন ৩৯:৬ আয়াত।

রেতম গাছ। এক ধরনের বড় ঝোপালো গাছ যা মধ্য প্রাচ্যের মরু এলাকায় জন্মে থাকে (১ বাদশাহ্ ১৯:৪; জবুর ১২০:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪ তারা ঝোপের কাছে বিস্বাদু শাক তোলে,
রেতম গাছের শিকড় তাদের খাদ্যদ্রব্য।
৫ তারা মানব সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়,
যেমন চোরের, তেমনি লোকে তাদের পিছনে
পিছনে চিৎকার করে।
৬ তারা উপত্যকার ভয়ানক স্থানে থাকে,
ধূলিময় ও পাষাণময় গর্তে বাস করে।
৭ তারা ঝোপের মধ্যে থেকে হ্রেষারব করে,
ঝোপ-ঝাড়ে একত্রীভূত হয়।
৮ তারা মূর্খদের সন্তান, অপদার্থদের সন্তান,
তারা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।
৯ সম্প্রতি আমি তাদের গানের বিষয় হয়েছি,
বস্তুত আমি তাদেরই গল্পের বিষয়।
১০ তারা আমাকে ঘৃণা করে, আমা থেকে দূরে
থাকে,
আমার মুখে থুথু ফেলতে ভয় করে না।
১১ তিনি তো তাঁর দড়ি খুলে আমাকে নত
করেছেন,
তারা আমার সাক্ষাতে তাদের বল্গা ফেলে
দিয়েছে।
১২ ওরা আমার ডান দিকে উঠে,
আমাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে,
আমার বিরুদ্ধে বিনাশের পথ প্রস্তুত করে।
১৩ তারা আমার সমস্ত পথ রোধ করে,
আমার সর্বনাশার্থে সফলকাম হয়;
কেউ তাদের সাহায্য করতে আসে না।
১৪ তারা যেন প্রশস্ত ছিদ্র দিয়ে আসে,
ভঙ্গের মধ্যে আমার উপরে এসে গড়িয়ে
পড়ে।
১৫ নানা রকম ত্রাস আমার সম্মুখে উপস্থিত,
সেসব বায়ুর মত আমার সম্ভ্রম দূর করছে;
মেঘের মত আমার মঙ্গল অতীত হচ্ছে।
১৬ এখন আমার প্রাণ আমার মধ্যে দ্রবীভূত;
দুঃখের দিনগুলো আমাকে আক্রমণ করছে।
১৭ রাতে আমার সমস্ত অস্থি ঝড়ে যায়,
আমার সমস্ত ব্যথ্যা কখনও বিশ্রাম নেয় না।
১৮ (রোগের) প্রবল শক্তিতে আমার পরিচ্ছদ
বিকৃত হয়,
জামার গলার মত আমাতে এঁটে থাকে।
১৯ (আল্লাহ্) আমাকে পঙ্কে মগ্ন করেছেন,
আমি ধূলা ও ভস্মের মত হচ্ছি।
২০ আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করি,
তুমি উত্তর দাও না; আমি দাঁড়িয়ে থাকি,
তুমি আমার প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিপাত করছে।
২১ তুমি আমার প্রতি নির্দয় হয়ে উঠছে,
তোমার বাহুবল আমাকে তাড়না করছে।
২২ তুমি আমাকে তুলে বাতাসে ছেড়ে দিয়েছ,
ঝটিকায় বিলীন করছে।
২৩ বস্তুত আমি জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর কাছে
নিয়ে যাচ্ছ;
সমস্ত জীবিত লোকদের নির্ধারিত স্থানে নিয়ে
যাচ্ছ।
২৪ পড়বার সময়ে লোক কি হাত বাড়িয়ে ধরে
না?
কষ্টের সময়ে কি সাহায্যের জন্য আর্তনাদ
করে না?
২৫ আমি বিপদগ্রস্তের জন্য কি কাঁদতাম না?
দীনের জন্য কি শোকাকুলচিত্ত হতাম না?
২৬ আমি মঙ্গলের অপেক্ষা করলে অমঙ্গল
ঘটলো,
আলোর প্রতীক্ষা করলে অন্ধকার আসল।
২৭ আমার অন্ত্র জ্বলতে থাকে, শান্তি পায় না,
দুঃখের দিনগুলো আমার সম্মুখবর্তী হয়েছে।
২৮ বিনা রৌদ্রে আমি ম্লান হয়ে বেড়াচ্ছি,
আমি সমাজে উঠে দাঁড়াই, আর্তনাদ করি।
২৯ আমি শিয়ালদের ভাই হয়েছি,

[৩০:৮] কাজী ৯:৪।
[৩০:১০] মথি ২৬:৬৭।
[৩০:১১] পয়দা ১২:১৭; রূত ১:২১।
[৩০:১২] জাকা ৩:১।
[৩০:১৩] ইশা ৩:১২।
[৩০:১৪] ২বাদশা :৪।
[৩০:১৫] হিজ ৩:৬।
[৩০:১৭] দ্বি:বি ২৮:৩৫।
[৩০:২০] মীখা ৪:৯।
[৩০:২১] ইশা ৯:১২; ইহি ৬:১৪।
[৩০:২২] কাজী ১:১২।
[৩০:২৩] ২শামু ১৪:১৪।
[৩০:২৪] ইশা ৪২:৩; ৫৭:১৫।
[৩০:২৫] লূক ১৯:৪১।
[৩০:২৬] জবুর ৮২:৫।
[৩০:২৮] মাতম ৪:৮।
[৩০:২৯] ইয়ার ৯:১১।
[৩০:৩০] জবুর ১০২:৩।

[৩১:১] মেসাল ৪:২৫; ১৭:২৪; ২পিতর :১৪।

৩০:৯ সম্প্রতি আমি তাদের গানের বিষয় হয়েছি। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

বস্তুতঃ আমি তাদেরই গল্পের বিষয়। ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:১১ তিনি তো তাঁর দড়ি খুলে আমাকে নত করেছেন। এই আয়াতটি ২৯:২০ আয়াতের বিপরীত, যেখানে আইউব আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছেন, আমার ধনুক আমার হাতে নতুনীকৃত হয়।

৩০:১২ বিনাশের পথ। ১৯:১২ আয়াত দেখুন।

৩০:১৪ ভঙ্গের মধ্যে। নগরীর দেয়াল ভাঙ্গার কথা বলা হচ্ছে।

৩০:১৫ সেসব বায়ুর মত আমার সম্ভ্রম দূর করছে। ২২ আয়াত দেখুন।

৩০:১৭ আমার সমস্ত ব্যথ্যা কখনও বিশ্রাম নেয় না। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:১৮ জামার গলার মত আমাতে এঁটে থাকে। শক্ত ও আঁটসাট জামার গলার মত।

৩০:১৯ ধুলা ও ভস্ম। প্রতীকী অর্থে অপমান ও গুরুত্বহীনতা বোঝানো হয়েছে (পয়দা ১৮:২৭ আয়াতের নোট দেখুন)। আইউব পরবর্তীতে "ধুলা ও ভস্ম" কথাটি দিয়ে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন বুঝিয়েছেন (৪২:৬)।

৩০:২০-২৩ আইউব এখন মানুষের কথা চিন্তা না করে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করছেন। শতবার করুণা ও দয়া ভিক্ষা করে মুনাজাত করার পরও আল্লাহ্ তাঁকে আঘাত করতে থাকার কারণে আইউব এই অভিযোগ করছেন যে, আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন।

৩০:২৪ আইউব অনুভব করছেন যে, আল্লাহ্ ও মানুষ উভয়েই তাঁর সাথে অন্যায্য আচরণ করছেন।

৩০:২৬ এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫:২, ৭।

৩০:২৮ আমি ম্লান হয়ে বেড়াচ্ছি। ৩০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:২৯ শিয়ালদের ভাই হয়েছি ... উটপাখিদের বন্ধু। নবী মিকাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে প্রায় এ ধরনের প্রতীকী চিত্র উপস্থাপন করেছেন মিকাহ্ ১:৮ আয়াতে।

৩০:৩০ আমার অস্থি তাপে দগ্ধ হয়েছে। ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১-৪০ আইউবের তিন স্তর বিশিষ্ট সমাপনী বক্তব্যের

উটপাখিদের বন্ধু হয়েছি।
৩০ আমার চামড়া কালো রংয়ের হয়েছে, খসে
খসে পড়ছে,
আমার অস্থি তাপে দগ্ধ হয়েছে।
৩১ আমার বীণার সুর আজ হাহাকারে পরিণত,
আমার বাঁশীর সুরে শোনা যাচ্ছে বিলাপের
কান্না।

৩১ ১ আমি নিজের চোখের সঙ্গে নিয়ম
করেছি;
কোনও যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত কেন করবো?
২ ঊর্ধ্ববাসী আল্লাহ্ থেকে কি প্রকার অংশ প্রাপ্তি
হয়?
বেহেশতের সর্বশক্তিমান থেকে কি প্রকার
অধিকার প্রাপ্তি হয়?
৩ তা কি অন্যায়কারীর জন্য বিপদ নয়?
তা কি অধর্মচারীদের জন্য দুর্গতি নয়?
৪ তিনি কি আমার সমস্ত পথ দেখেন না?
আমার সকল পদক্ষেপ গণনা করেন না?
৫ আমি যদি মিথ্যার সহচর হয়ে থাকি,
আমার পা যদি ছলের পথে দৌড়ে থাকে,
৬ (তিনি ধর্মনিক্তিতে আমাকে ওজন করুন,
আল্লাহ্ আমার সিদ্ধতা জ্ঞাত হোন;)
৭ আমি যদি বিপথে পদসঞ্চার করে থাকি,
আমার হৃদয় যদি চোখের অনুবর্তী হয়ে থাকে,
আমার হাতে যদি কোন কলঙ্ক লেগে থাকে,
৮ তবে আমি রোপন করলে অন্যে ফল ভোগ
করুক,
ও আমার সমস্ত চারা উৎপাটিত হোক।

[৩১:১] মথি ৫:২৮।
[৩১:২] শুমারী ২৬:৫৫।
[৩১:৩] রোমীয় ২:৯।
[৩১:৪] ২খান্দান ১৬:৯; জবুর ১৩৯:৩; দানি ৪:৩৭; ৫:২৩।
[৩১:৬] পয়দা ৬:৯।
[৩১:৭] জবুর ৭:৩।
[৩১:৮] ইউ ৪:৩৭।
[৩১:৯] দ্বি:বি ১১:১৬; ইয়াকুব ১:১৪।
[৩১:১০] কাজী ১৬:২১।
[৩১:১১] পয়দা ৩৮:২৪; হিজ ২১:১২।
[৩১:১৩] হিজ ২১:২-১১।
[৩১:১৪] কল ৪:১।
[৩১:১৫] মেসাল ২২:২।
[৩১:১৬] ইয়াকুব ১:২৭।
[৩১:১৮] ইশা ৫১:১৮।
[৩১:১৯] ইশা ৫৮:৭।
[৩১:২০] কাজী

৯ আমার হৃদয় যদি রমণীতে মুগ্ধ হয়ে থাকে,
প্রতিবেশীর দরজার কাছে যদি আমি লুকিয়ে
থাকি,
১০ তবে আমার স্ত্রী পরের জন্য যাঁতা পেষণ
করুক,
অন্য লোকে তাকে ভোগ করুক!
১১ কেননা তা জঘন্য কাজ,
তা বিচারকর্তাদের কর্তৃক দণ্ডনীয় অপরাধ;
১২ তা সর্বনাশ পর্যন্ত গ্রাসকারী আগুন,
তা আমার ফসলের শিকড় পর্যন্ত গ্রাস
করতো।
১৩ আমার গোলাম বা বাঁদী আমার কাছে
অভিযোগ করলে,
যদি তাদের বিচারে অবহেলা করে থাকি,
১৪ তবে আল্লাহ্ উঠলে আমি কি করবো?
তিনি প্রশ্ন করলে তাঁকে কি জবাব দেব?
১৫ যিনি মাতৃগর্ভে আমাকে রচনা করেছেন,
তিনিই কি ওকেও রচনা করেন নি?
একই জন কি আমাদেরকে গর্ভে গঠন করেন
নি?'
১৬ আমি যদি দরিদ্রদেরকে তাদের অভীষ্ট বস্তু
থেকে
বঞ্চিত করে থাকি,
যদি বিধবার নয়ন নৈরাশ্যে সজল করে থাকি,
১৭ যদি আমার খাদ্য একা খেয়ে থাকি,
এতিম তার কিছু খেতে না পেয়ে থাকে,
১৮ (বস্তুত আমার বাল্যকাল থেকে সে যেমন
পিতার কাছে,

ক্রান্তিস্থল (২৯:১–৩১:৪০ আয়াতের নোট দেখুন)। এক দিক থেকে অংশটি নেতিবাচক, কারণ এখানে আইউব তাঁর সমস্ত গুনাহ্ অস্বীকার করছেন, কিন্তু এক দিক থেকে তা ইতিবাচক, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান মাবুদ হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছেন। আইনী ভাষায় বলতে গেলে আইউব এখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবানবন্দী দিয়েছেন এবং তাঁর বক্তব্যের পরিপূর্ণতা এনেছেন। এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলা যেত না (আয়াত ৪০)। এখন তিনি তাঁর আত্মসাক্ষ্যের নথিতে স্বাক্ষর করছেন (আয়াত ৩৫)। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে পাহাড় সমান এই অভিযোগ রয়েই গেল যে, তিনি একজন ঘৃণ্য গুনাহ্‌গার এবং তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। ২৭:২-৬ আয়াতে আইউবের ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মপক্ষ সমর্থন এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখানে তিনি তাঁর খোদায়ী ও আল্লাহ্‌ভক্তিতে পূর্ণ জীবনের বর্ণনা দিচ্ছেন। সাতটি পৃথক অস্বীকৃতির (আয়াত ৫-৭, ৯, ১৩, ১৬-২১, ২৪-২৭, ২৯-৩৪, ৩৮-৩৯) প্রত্যেকটির সাথে রয়েছে একটি করে কসম বা বদদোয়া, যেন প্রকৃত দোষী শাস্তি পায় (আয়াত ৮, ১০-১২, ১৪-১৫, ২২-২৩, ২৮, ৪০ তবে ১৪, ৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তথাকথিত পুনঃসম্মিলনের বিধানটি আমরা এখানে দেখতে পাই (হিজ ২১:২৩-২৫; লেবীয় ২৪:২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:১-১২ আইউব তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন অন্তরের গুনাহ্ থেকে, বিশেষ করে যৌন অভিলাষ (আয়াত ১-৪), ব্যবসায়ে ঠকানো (আয়াত ৫-৮) এবং দাম্পত্য সম্পর্কে অবিশ্বস্ততা (আয়াত ৯-১২)।

৩১:১ কোনও যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত। অর্থাৎ কোন যুবতীর প্রতি কামনার দৃষ্টি নিয়ে তাকানো, যা গুনাহ্‌র কাজ (মথি ৫:২৮; ২ পিতর ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৪ ৩৪:২১ আয়াতে ইলীহূ এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

৩১:৬ তিনি ধর্মনিক্তিতে আমাকে ওজন করুন। ৬:২; জবুর ১৬:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২১:২; ২৪:১২; আমোস ৮:৫; মিকাহ্ ৬:১১ আয়াতও দেখুন।

সিদ্ধতা। গুনাহ্‌বিহীন শুদ্ধতাকে বোঝানো হয় নি (১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:১২ সর্বনাশ। ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৩-২৩ এখানে আইউব সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁর বিশেষ উপলব্ধি ও চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মানবীয় সাম্যের মূল ভিত্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম (আয়াত ১৩-১৫), যারা অভাবী তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অপরিহার্য (আয়াত ১৬-২০) এবং ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার কখনোই করা উচিত নয় (আয়াত ২১-২৩)।

৩১:১৪ আমি কি করবো ... ? কিংবা "তখন আমি কী করবো ... ?"

৩১:১৬-১৭ বিধবা ... এতিম। ২৯:১২-১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

তেমনি আমার কাছে বেড়ে উঠত,
কারণ আজন্মকাল আমি বিধবার উপকার করেছি;)
১৯ যখন আমি কাউকেও কাপড়ের অভাবে মরার মত দেখেছি,
দীনহীনকে উলঙ্গ দেখেছি,
২০ যদি তার কোমর আমাকে দোয়া না করে থাকে,
আমার ভেড়ার লোমে তার শরীর উষ্ণ না হয়ে থাকে;
২১ নগর-দ্বারে নিজের সহায়কে দেখতে পাওয়াতে,
যদি এতিমের বিরুদ্ধে হাত তুলে থাকি;
২২ তবে আমার কাঁধের অস্থি খসে পড়ুক,
আমার বাহু সন্ধি থেকে পড়ে যাক।
২৩ কারণ আল্লাহ্‌র দেওয়া বিপদ আমার কাছে ত্রাসের মত হত,
তাঁর মহত্বের জন্য সেরকম কিছু করতে পারতাম না।
২৪ আমি যদি সোনাকে আশাভূমি করে থাকি,
সোনাকে বলে থাকি, তুমি আমার সহায়,
২৫ সম্পদের বৃদ্ধি হয়েছে বলে,
হাতে সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে বলে যদি আনন্দ করে থাকি,
২৬ যখন তেজোময় সূর্যকে দেখেছি,
জ্যোৎস্না-ভরা চন্দ্রকে দেখেছি,
২৭ তখন যদি আমার মন গোপনে মুগ্ধ হয়ে থাকে,
আমার মুখ যদি হাতকে চুম্বন করে থাকে,
২৮ তবে তাও বিচারকর্তাদের শাসনীয় অপরাধ হত,
কেননা তা হলে ঊর্ধ্ববাসী আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতাম।
২৯ আমার বিদ্বেষীর বিপদে কি আনন্দ করেছি?
তার অমঙ্গলে কি উল্লসিত হয়েছি?
৩০ বরঞ্চ আমার মুখকে গুনাহ্ করতে দেই নি;
বদদোয়াসহ ওর প্রাণ যাচঞা করি নি।
৩১ আমার তাঁবুর লোকে কি বলতো না,
কোন্ ব্যক্তি ওর দেওয়া মাংসে তৃপ্ত হয় নি?
৩২ কোনও বিদেশী পথে রাত যাপন করতো না,
কারণ পথিকদের জন্য আমি দরজা খুলে রাখতাম।
৩৩ আমি কি অন্য মানুষের মত আমার অধর্ম ঢেকেছি?
আমার অপরাধ কি বক্ষস্থলে লুকিয়েছি?
৩৪ আমি কি মহৎ জনসমাজকে ভয় করতাম?
গোষ্ঠীগুলোর তুচ্ছতায় কি উদ্বিগ্ন হতাম?
আমি কি নীরব থাকতাম,
দ্বারের বাইরে যেতাম না?
৩৫ হায় হায়! কেউ কি আমার কথা শোনে না?
এই দেখ, আমি যা বলছি তা সত্যি;
সর্বশক্তিমান আমাকে উত্তর দিন,
আমার প্রতিবাদী আমার দোষপত্র লিখুন।
৩৬ অবশ্য আমি তা কাঁধে বহন করবো,
আমার পাগড়ী বলে তা বাঁধব।
৩৭ আমার প্রতিটি পায়ের ধাপের সংখ্যা তাঁকে জানাবো,
রাজপুরুষের মত তাঁর কাছে যাব।
৩৮ আমার ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে কান্না

৬:৩৭।
[৩১:২১] ইয়াকুব ১:২৭।
[৩১:২২] শুমারী ১৫:৩০।
[৩১:২৪] মথি ৬:২৪; লূক ১২:১৫।
[৩১:২৫] লূক ১২:২০-২১।
[৩১:২৬] পয়দা ১:১৬।
[৩১:২৭] ইয়াকুব ১:১৪।
[৩১:২৭] ইয়ার ৮:২; ১৬:১১।
[৩১:২৯] মথি ৫:৪৪।
[৩১:৩০] রোমীয় ১২:১৪।
[৩১:৩২] মথি ২৫:৩৫; রোমীয় ১২:১৩।
[৩১:৩৩] জবুর ৩২:৫।
[৩১:৩৪] হিজ ২৩:২।
[৩১:৩৬] হিজ ২৮:১২।
[৩১:৩৮] পয়দা ৪:১০।
[৩১:৩৯] ইয়াকুব ৫:৪।
[৩১:৪০] পয়দা ৩:১৮; মথি ১৩:৭।

৩১:২৪-২৮ লোভ (আয়াত ২৪-২৫) এবং মূর্তিপূজা (আয়াত ২৬-২৭) দুটোই আল্লাহ্‌র চোখে সমান শাস্তির যোগ্য (আয়াত ২৮; মথি ৬:১৯-২১; কল ৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:২৫ সম্পদে বৃদ্ধি ... সমৃদ্ধি। ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ১:১০ আয়াতও দেখুন।

৩১:২৬-২৮ সূর্য এবং চাঁদ কখনোই এবাদতের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না (পয়দা ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে দেখুন দ্বি.বি. ৪:১৯; ১৭:৩; ইহি ৮:১৬-১৭ আয়াত)।

৩১:২৭ চুম্বন। প্রাচীনকালে এবাদত করার এক ধরনের পদ্ধতি (১ বাদশাহ্ ১৯:১৮; হোসিয়া ১৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:২৯-৩২ অন্যের সম্পত্তিতে লোভ করার বিপক্ষে মূসা (হিজ ২৩:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন) এবং ঈসা মসীহ্ (মথি ৫:৪৩-৪৭ আয়াত দেখুন) নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন।

৩১:৩৩-৩৪ ভণ্ডামির বিপক্ষে দৃঢ় অস্বীকৃতি।

৩১:৩৩ অন্য মানুষের মত। পয়দা ৩:৮-১০; হোসিয়া ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৩৪ এই অস্বীকারমূলক বক্তব্যে (৩১:১-৪০ আয়াতের নোট দেখুন) "তারপর" কথাটি নেই। তার বদলে একটি "যদি" যুক্ত করা হয়েছে (আয়াত ৩৮)।

৩১:৩৫-৩৭ ন্যায় বিচারের প্রতি আইউবের শেষ আহ্বান। তিনি এ পর্যন্ত যত কথা বলেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটিকে সত্য হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে তিনি নিজ স্বীকৃতি প্রদান করছেন।

৩১:৩৫ কেউ কি আমার কথা শোনে না? ৫:১; ৯:৩৩; ১৬:১৮-২১; ১৯:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। সর্বশক্তিমান আমাকে উত্তর দিন। ৩৮:১ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রতিবাদী। এই শব্দটির বুৎপত্তিগত হিব্রু শব্দ "শয়তান" অর্থবোধক নয় (১:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে আইউবের প্রতিবাদী বা অভিযোগকারী হলেন (১) কোন বিপক্ষ মানুষ (সম্ভবত আইউবের তিন বন্ধুর মধ্যে কেউ) অথবা (২) স্বয়ং আল্লাহ্। আইউব ধরে নিয়েছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বেহেশতী বিচারালয়ে পেশ করা হয়েছে এবং এ কারণে আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন।

৩১:৩৬ কাঁধে বহন করব। অনেক সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ খোদাইকৃত লিপি ফলক স্মরণে রাখার জন্য কাঁধের সাথে আটকে রাখা হত (হিজ ২৮:১২ আয়াত দেখুন)।

৩১:৩৮-৪০ নাটকীয় একটি কসম বা বদদোয়া, যা পূর্ববর্তী একটি বিষয়কে পূর্ণতা দান করেছে এবং একটি চমৎকার আবহ তৈরি করেছে। আইউব সম্পূর্ণভাবে সামাজিক ন্যায় বিচারে বিচারিত না হলে তাঁর ভূমি যেন বদদোয়াপ্রাপ্ত হয় সেই মুনাজাত করছেন (আয়াত ১৩-১৫ দেখুন)।

৩১:৪০ এখানে আইউবের কথা শেষ হয়েছে। তাঁর সমস্ত যুক্তিতর্ক এবং অভিযোগ শেষ হয়েছে। এর পরে তিনি কেবল

করে,
তার চাষের সমস্ত রেখা যদি কান্নাকাটি করে,
৩৯ আমি যদি বিনা অর্থে তার ফলভোগ করে
থাকি,
ভূমির অধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হয়ে
থাকি,
৪০ তবে গমের স্থানে কাঁটা উৎপন্ন হোক,
যবের স্থানে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হোক।
এখানে আইউবের কথা শেষ হয়েছে।

ইলীহূ হযরত আইউবের বন্ধুদের দোষারোপ করেন

৩২ ১ পরে ঐ তিন জন আইউবকে জবাব
দিতে ক্ষান্ত হলেন, কারণ তিনি নিজের
দৃষ্টিতে নিজেকে ধার্মিক মনে করেছিলেন।
২ তখন রাম গোষ্ঠীজাত বূষীয় বারখেলের পুত্র
ইলীহূর ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, আইউবের প্রতি
তিনি ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র চেয়ে
নিজেকে ধার্মিক জ্ঞান করেছিলেন। ৩ আবার তাঁর
তিন বন্ধুর প্রতি তাঁর ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, কারণ
তারা জবাব দিতে না পেরেও আইউবকে দোষী
করেছিলেন। ৪ ইলীহূর বয়সের চেয়ে তাদের
সকলের বয়স বেশি ছিল, তাই তিনি আইউবের
কাছে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।
৫ পরে ঐ তিন ব্যক্তির মুখে আর জবাব নেই
দেখে ইলীহূ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ৬ আর বূষীয়
বারখেলের পুত্র ইলীহূ বললেন,

[৩২:২] পয়দা ২২:২১।

[৩২:৪] লেবীয় ১৯:৩২।

[৩২:৭] ১খান্দান ২৯:১৫; ২খান্দান ১০:৬।

[৩২:৮] জবুর ১১৯:৩৪; ইয়াকুব ১:৫।

[৩২:৯] লূক ২:৪৭; ১তীম ৪:১২।

[৩২:১০] জবুর ৩৪:১১।

[৩২:১৩] হেদা ৯:১১।

[৩২:১৮] প্রেরিত ৪:২০; ১করি ৯:১৬; ২করি ৫:১৪।

আমি যুবক, আর আপনারা প্রাচীন,
তাই সঙ্কুচিত ছিলাম,
আপনাদের কাছে আমার মতামত প্রকাশ
করতে ভয় করলাম।
৭ আমি বললাম, বয়সই কথা বলুক,
বছরের বাহুল্যই প্রজ্ঞা শিক্ষা দিক।
৮ কিন্তু মানুষের মধ্যে রূহ্‌ আছে,
সর্বশক্তিমানের নিশ্বাস তাদেরকে বিবেচক
করে।
৯ মহতেরাই যে জ্ঞানবান তা নয়,
প্রাচীনেরাই যে বিচার বোঝেন তাও নয়।
১০ অতএব আমি বলি, আমার কথা শুনুন;
আমিও আমার মতামত প্রকাশ করি।
১১ দেখুন, আমি আপনাদের কথার অপেক্ষা
করেছি;
আপনাদের যুক্তিতর্কে কান দিয়েছি,
যখন আপনারা কি বলবেন, খুঁজছিলেন।
১২ আমি আপনাদের কথায় নিবিষ্টমনা ছিলাম,
কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেউই
আইউবের দোষ ব্যক্ত করেন নি,
তাঁর কথার জবাব দেন নি।
১৩ তবে বলবেন না, আমরা জ্ঞান পেয়েছি;
ওঁকে পরাস্ত করা আল্লাহ্‌রই সাধ্য, মানুষের
অসাধ্য।
১৪ ফলে, তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি,
আমিও আপনাদের বক্তৃতায় তাঁকে জবাব দেব

চলমান আলোচনার প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন (৪০:৩-৫; ৪২:১-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:১–৩৭:২৪ এখানে ইলীহূ নামের চতুর্থ একজন পরামর্শকের আগমন ঘটল। তিনি অন্য তিন পরামর্শকের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট (৩২:৪, ৬-৭, ৯)। এতক্ষণ তিনি পাশে অবস্থান করছিলেন, কনিষ্ঠ বলে নীরব হয়ে ছিলেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের বাগবিতণ্ডা শুনছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন এবং তিনি দেখালেন যে, আইউব এবং তাঁর তিন বন্ধুই আসলে ভুল বলেছেন। লেখক ইলীহূর চারটি কাব্যধর্মী বক্তৃতাকে এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন (৩২:৬–৩৩:৩৩; অধ্যায় ৩৪; অধ্যায় ৩৫; অধ্যায় ৩৬-৩৭), যার শুরুতে রয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা (৩২:১-৫)।

৩২:১ নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে ধার্মিক মনে করেছিলেন। আইউব যে মারাত্মক কষ্ট ভোগ করছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ক্রমাগতভাবে নির্দোষ ও ধার্মিক দাবী করে চলছিলেন।

৩২:২-৩ ক্রোধ। আল্লাহ্‌কে অগ্রাহ্য করে আইউব নিজেকে নির্দোষ দাবী করাতে ইলীহূ সবচেয়ে বেশি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, তবে আইউবের বক্তব্যের জবাব তাঁর বন্ধুরা দিতে না পারাকেও তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি দোষারোপ বলে বিবেচনা করেছিলেন (৩ আয়াতের দেখুন)।

৩২:২ ইলীহূ। এই নামের অর্থ "তিনিই আমার আল্লাহ্‌"। ইলীহূর বক্তব্যের কোন কোন ক্ষেত্রে এর পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র বক্তব্যের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল (৩৮:১–৪২:৬)।

বূষীয়। পূর্বাঞ্চলের মরু এলাকায় অবস্থিত বূষ নগরের অধিবাসী (ইয়ার ২৫:২৩ আয়াত দেখুন)।

৩২:৬-১৭ আপনাদের কাছে আমার মতামত প্রকাশ করতে ভয় করলাম। অসহিষ্ণু ইলীহূ তার জ্ঞান প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এবং তিনি উপযুক্তভাবে তা ব্যক্ত করতে পারার আশাবাদ ব্যক্ত করছেন (৩৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:৬ যুবক ... সঙ্কুচিত। ইয়ার ১:৬-৮; ১ তীম ৪:১২; ২ তীম ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৮ সর্বশক্তিমানের নিশ্বাস। ৩৩:৪ আয়াত দেখুন।

৩২:১৪ আমিও আপনাদের বক্তৃতায় তাঁকে জবাব দেব না। ইলীহূ অনুভব করছিলেন যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু বাদ পড়ে যাচ্ছে। যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে তিনি আল্লাহ্‌র রূহ্‌ দ্বারা (৮ আয়াতের দেখুন) সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন।

৩২:১৫-২২ ইলীহূ এখানে তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন, কিন্তু অন্য যারা শুনছেন তারাও এতে উপকৃত হয়েছেন।

৩২:১৫-১৬ ওঁদের বলবার আর কথা নেই ... ওঁরা নীরব হলেন, কোনও কিছু উত্তর করলেন না। আয়াত ৫ দেখুন। তর্ক বিতর্কের তৃতীয় চক্রটি শেষ হয়েছে বিল্‌দদের কথাকে অসমাপ্ত রেখে এবং সোফরের তৃতীয় বক্তৃতার কোন সুযোগ না দিয়ে (২২:১–২৬:১৪ আয়াত দেখুন)।

৩২:১৮ কেননা আমি কথায় পরিপূর্ণ। ৩৭ অধ্যায় পর্যন্ত ইলীহূর কথা বিরতিহীনভাবে বিস্তৃত হয়েছে। তিনি সত্যিই আইউবের সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। সেই

না।
১৫ ওঁরা ক্ষুব্ধ হলেন, আর জবাব দেবেন না,
ওঁদের বলবার আর কথা নেই।
১৬ আর কেন অপেক্ষা করবো?
ওঁরা তো কিছুই বলেন না,
ওঁরা নীরব হলেন, কোন জবাব দিলেন না।
১৭ আমিও যথাসাধ্য জবাব দেব,
আমিও আমার মতামত প্রকাশ করবো।
১৮ কেননা আমি কথায় পরিপূর্ণ,
আমার অন্তরস্থ রূহ্ আমাকে প্ররোচিত করছে।
১৯ দেখুন, আমার উদর বন্ধ করে রাখা আঙ্গুর-
রসের মত,
তা নতুন কূপার মত ফেটে যাবার মত
হয়েছে।
২০ আমি কথা বলবো, বললে উপশম পাব,
আমি ওষ্ঠাধর খুলে জবাব দেব।
২১ আমি কোন লোকের মুখাপেক্ষাও করবো না,
কোন মানুষের চাটুবাদ করবো না।
২২ কেননা আমি চাটুবাদ করতে জানি না,
করলে আমার নির্মাতা শীঘ্রই আমাকে সংহার
করবেন।

ইলীহূ হযরত আইউবকে ভর্ৎসনা করেন

৩৩ ১ যা হোক, আইউব, আরজ করি,
আমার কথা শুনুন,
আমার সমস্ত কথায় কান দিন।
২ দেখুন, আমি এখন মুখ খুলেছি,
আমার তালুস্থিত জিহ্বা কথা বলছে।
৩ আমার কথা মনের সরলতা প্রকাশ করবে,
আমার ওষ্ঠাধর যা জানে, সরল তা ভাবে
বলবে।
৪ আল্লাহ্‌র রূহ্ আমাকে রচনা করেছেন,
সর্বশক্তিমানের নিশ্বাস আমাকে জীবন দেন।
৫ আপনি যদি পারেন, আমাকে জবাব দিন,
আমার সম্মুখে কথা গুছিয়ে বলুন, উঠে
দাঁড়ান।
৬ দেখুন, আল্লাহ্‌র কাছে আমিও আপনার মত;
আমাকেও মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
৭ দেখুন, আমার ভয়ানকতা আপনাকে ত্রাসযুক্ত
করবে না,
আমার ভার আপনার দুর্বহ হবে না।
৮ আপনি আমার কর্ণগোচরেই কথা বলেছেন,
আমি আপনার কথার আওয়াজ শুনতে
পেয়েছি,
৯ "আমি পাক-পবিত্র, আমার অধর্ম নেই;
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমাতে অপরাধ নেই;
১০ দেখুন, তিনি আমার বিরুদ্ধে ছিদ্র খোঁজ
করেন,
আমাকে আপনার দুশমন গণনা করেন;

[৩২:১৯] ইয়ার ২০:৯; আমোস ৩:৮; মথি ৯:১৭।
[৩২:২০] ইয়ার ৬:১১।
[৩২:২১] লেবীয় ১৯:১৫; ২খান্দান ১৯:৭; মথি ২২:১৬।
[৩২:২২] জবুর ১২:২-৪।
[৩৩:৩] ১বাদশা ৩:৬; জবুর ৭:১০।
[৩৩:৪] পয়দা ১:২।
[৩৩:৪] শুমারী ১৬:২২।
[৩৩:৬] প্রেরিত ১৪:১৫; ইয়াকুব ৫:১৭।
[৩৩:৭] ২করি ২:৪।
[৩৩:১১] মেসাল ৩:৬; ইশা ৩০:২১।
[৩৩:১২] ইশা ৫৫:৮-৯।
[৩৩:১৩] ইশা ৪৫:৯।
[৩৩:১৪] জবুর ৬২:১১।

সাথে আইউবের পূর্বের জীবন সম্পর্কে যে মিথ্যা অভিযোগ এসেছে তার বিরুদ্ধে যেমন তিনি কথা বলেছেন, তিনি আইউবের বিভিন্ন কথা ধরে তাঁর সমালোচনাও করেছেন। সম্ভবত এই কারণেই আল্লাহ্ স্বয়ং যখন কথা বলেছেন তখন তিনি আইউবের অন্য তিন বন্ধুর সাথে ইলীহূকে দোষী সাব্যস্ত করেন নি (৪২:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:১৯ নতুন কূপার মত ফেটে যাবার মত হয়েছে। নিশ্চয়ই পুরাতন কূপা ফেটে যাওয়ার বা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে (মথি ৯:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু নতুন কূপাতে সেই ভয় থাকে না। ইলীহূ কথা বলার জন্য খুবই একাগ্র ছিলেন।

৩৩:১-৩৩ ইলীহূ আইউবের দিকে ফিরলেন এবং সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলেন। অন্য তিন বন্ধুর মত না করে তিনি সরাসরি আইউবের নাম ধরে সম্বোধন করে কথা বললেন (আয়াত ১, ৩১; ৩৭:১৪)।

৩৩:১ আমার সমস্ত কথায় কান দিন। তিনি এখন যে উপদেশ দিতে চলেছেন তার গুরুত্ব এবং তাতে নিহিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন (আয়াত ৩১, ৩৩ দেখুন)।

৩৩:৪ আল্লাহ্‌র রূহ্ আমাকে রচনা করেছেন। পয়দা ১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

সর্বশক্তিমানের নিঃশ্বাস। ৩২:৮ আয়াত দেখুন।

আমাকে জীবন দেন। ২৭:৩ আয়াত দেখুন; সেই সাথে পয়দা ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৫ আমাকে জবাব দিন। তিনি একই ধরনের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু এবং শেষ করেছেন (আয়াত ৩২ দেখুন)।

আপনি যদি পারেন। ইলীহূ তাঁর পুরো বক্তব্য জুড়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন।

৩৩:৬ আমাকেও মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৭ আমার ভার আপনার দুর্বহ হবে না। অন্য সব স্থানে এই প্রবাদ বাক্যটি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে (২৩:২ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ১ শামু ৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:৮ আপনি আমার কর্ণগোচরেই কথা বলেছেন। ইলীহূ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আইউবের কথার উদ্ধৃতি টেনেছেন (আয়াত ৯-১১; ৩৪:৫-৬,৯; ২৫:২-৩) এবং এর পরে তিনি আইউবকে দেখিয়েছেন যে, কোথায় তিনি ভুল করেছেন। উদ্ধৃতিগুলো সব ক্ষেত্রে সরাসরি উদ্ধৃতি নয়, যা দেখায় যে ইলীহূ বস্তুত আইউবের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

৩৩:১১ এখানে ইলীহূ আইউবের বক্তব্য প্রায় প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত করেছেন (১৩:২৭ আয়াত দেখুন)।

৩৩:১২ আপনি যথার্থবাদী নন। ইলীহূ অনুভব করেছেন যে, আইউবকে সংশোধন করানো প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে আইউব যে আল্লাহ্‌কে তাঁর শত্রু হিসেবে দেখছেন (আয়াত ১০; ১৩:২৪; ১৯:১১ দেখুন) তা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। কিন্তু সেই সাথে আইউব নিজেকে ধার্মিক হিসেবে যে দাবী করেছেন তাকেও ইলীহূ ভুল চিন্তা হিসেবে দেখছেন (আয়াত ৯ দেখুন)। অবশ্য আইউব কখনোই সরাসরি নিজেকে "পবিত্র ও গুনাহ্ থেকে মুক্ত" বলে দাবী করেন নি (আয়াত ৯), যদিও তাঁর কোন কোন কথাকে ইলীহূ সেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (আয়াত ১৫:১৪-১৬ আয়াত দেখুন)। আইউব স্বীকার করেছেন যে, তিনি একজন গুনাহ্‌গার (৭:২১; ১৩:২৬) কিন্তু যে মহা গুনাহ্‌র জন্য এই শাস্তি তিনি পাচ্ছেন বলে সাব্যস্ত করা হচ্ছে সেই গুনাহ্ তিনি

১১ তিনি আমার পা শিকল দিয়ে বেঁধেছেন,
আমার সমস্ত পথ নিরীক্ষণ করেন।”
১২ দেখুন, এই বিষয়ে আপনি যথার্থবাদী নন–
আমি আপনাকে জবাব দিই–
কেননা মানুষের চেয়ে আল্লাহ্ মহান।
১৩ আপনি কেন তার সঙ্গে বিতণ্ডা করছেন?
তিনি তো আপনার কোন কথার জবাব দেন
না।
১৪ আল্লাহ্ একবার বলেন, বরং দু'বার,
কিন্তু লোকে মন দেয় না।
১৫ স্বপ্নে, রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মানুষেরা অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হয়, বিছানায়
সুখনিদ্রা যায়,
১৬ তখন তিনি মানুষের কান খুলে দেন,
সাবধান বাণী দিয়ে তাদের ভয় দেখান,
১৭ যেন তিনি মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত করেন,
যেন মানুষ থেকে অহঙ্কার গুপ্ত রাখেন।
১৮ তিনি কূপ থেকে তার প্রাণ,
মৃত্যুর আঘাত থেকে তার জীবন রক্ষা করেন।
১৯ সে নিজের বিছানায় ব্যথিত হয়ে শাস্তি পায়,
তার অস্থিতে নিরন্তর যন্ত্রণা হয়,

[৩৩:১৫] প্রেরিত ১৬:৯।
[৩৩:১৬] জবুর ৮৮:১৫-১৬।
[৩৩:১৮] মথি ২৬:৫২।
[৩৩:১৯] ইয়াকুব ১:৩।
[৩৩:২০] জবুর ১০২:৪; ১০৭:১৮।
[৩৩:২৩] গালা ৩:১৯; ইব ৮:৬; ৯:১৫।
[৩৩:২৫] জবুর ১০৩:৫।
[৩৩:২৬] লূক ২:৫২।
[৩৩:২৭] লূক ১৫:২১।
[৩৩:২৮] জবুর ৩৪:২২; ১০৭:২০।
[৩৩:২৯] ১করি ১২:৬।
[৩৩:৩০] ইয়াকুব

২০ আহারেও তার জীবনের রুচি হয় না,
সুস্বাদু খাদ্যও তার প্রাণে ভাল লাগে না,
২১ তার মাংস ক্ষয় পেয়ে অদৃশ্য হয়,
তার অদৃশ্য অস্থিগুলো বের হয়ে পড়ে।
২২ তার প্রাণ কূপের নিকটস্থ হয়,
তার জীবন মৃত্যুর দূতদের নিকটবর্তী হয়।
২৩ যদি তার সঙ্গে এক জন ফেরেশতা থাকেন,
এক জন অর্থকারক, হাজারের মধ্যে এক জন,
যিনি মানুষকে তার পক্ষে যা ন্যায্য, তা
দেখান,
২৪ তবে তিনি তার প্রতি কৃপা করে বলেন,
“কূপে নেমে যাওয়া থেকে একে মুক্ত কর,
আমি তার কাফ্ফারা পেলাম।”
২৫ তার দেহ বালকের চেয়েও সতেজ হবে,
সে যৌবন কাল ফিরে পাবে।
২৬ সে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে,
আর তিনি তার প্রতি খুশি হন,
তাই সে হর্ষধ্বনিপূর্বক তাঁর মুখ দর্শন করে,
আর তিনি মানুষকে তার ধার্মিকতা ফিরিয়ে
দেন।
২৭ সে মানুষের কাছে গজল গেয়ে বলে, “আমি

করেন নি বলে দাবী জানিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নীরবতার প্রতি আইউবের অভিযোগও (আয়াত ১৩ দেখুন) ইলীহূর কাছে অবমাননাসূচক মনে হয়েছে। তিনি আইউবকে এই জবাবের মধ্য দিয়ে নীরব করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ কখনো মানুষের সাথে কথা বলেন না, যেখানে আইউব বলতে চাচ্ছেন আল্লাহ্ তাঁর এই বর্তমান অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে একেবারেই নীরব হয়ে আছেন।

৩৩:১৫ স্বপ্নে ... যখন মানুষেরা অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হয়। ইলীহূ ইলীফসের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন (৪:১৩ আয়াত দেখুন)।

৩৩:১৮ কূপ। রূপকার্থে কবর বোঝানো হয়েছে (আয়াত ২২, ২৪, ২৮, ৩০ দেখুন), যা অনেক ক্ষেত্রে জবুর শরীফে ব্যবহার করা হয়েছে।

মৃত্যুর আঘাত। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার আক্ষরিক অর্থে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যু। ৩৬:১২ আয়াত দেখুন। দুটো আয়াতেরই এই শব্দের মধ্য দিয়ে জীবিতদের রাজ্য এবং মৃতদের রাজ্যের মধ্যকার পানিময় স্থানকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে নদী শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'শেলা' (যার বুৎপত্তিগত অর্থ “প্রেরণ করা”) এবং অনেক সময় তা “ স্রোতের প্রবাহ” অর্থে ব্যবহৃত হয় (শুমারী ৩:১৫ আয়াতের নোট দেখুন); অর্থাৎ এক ধরনের প্রণালী যার মধ্য দিয়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্রোতযুক্ত পানির ধারা প্রবাহিত করা হয়। এ কারণে “নদী” শব্দটি রূপক অর্থে ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্তী এক বিশেষ অতিক্রমণ স্থান হিসেবে বোঝানো হয়েছে।

৩৩:১৯ সে নিজের বিছানায় ব্যথিত হয়ে শাস্তি পায়। আল্লাহ্ শুধুমাত্র স্বপ্ন বা দর্শনের মধ্য দিয়েই কথা বলেন তা নয় (আয়াত ১৫ দেখুন। তিনি এমন অনেক উপায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন যা আমরা ধারণাও করতে পারি না (১৪ আয়াত দেখুন)। ইলীহূ যথার্থই বলেছেন যে, আল্লাহ্ মানুষকে তাদের গুনাহ্ থেকে ফেরানোর জন্য কথা বলে থাকেন। কিন্তু আইউব কী কী গুনাহ্‌র দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তা বোঝার জন্য আল্লাহ্‌র সাথে মুখোমুখি কথা বলতে চাইলেও আল্লাহ্ তা অগ্রাহ্য করেছেন (১৩:২২-২৩ আয়াত দেখুন)।

৩৩:২৩-২৮ ইলীহূ এতক্ষণ কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে শাস্তি লাভের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেছেন, যা নিয়ে ইলীফস সামান্য কথা এর আগে বলেছেন (৫:১৭ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৫:১৭-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এখন ইলীহূ কথা বলছেন একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে উদ্ধার লাভ ও পুনঃসম্মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে (৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এছাড়াও তিনি বলেছেন আন্তরিকভাবে কেউ যদি মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করে তাহলে আল্লাহ্ তাঁর অসীম অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন (আয়াত ২৭-২৮ দেখুন)। তবে এখন পর্যন্ত ইলীহূ আল্লাহ্‌র সাথে আইউবের সম্পর্কে প্রকৃত ধরন বুঝতে পারেন নি, যা শুধুমাত্র বেহেশতী সভায় বিদিত আছে (অধ্যায় ১-২ দেখুন)।

৩৩:২৪ কূপে নেমে যাওয়া থেকে একে মুক্ত কর। ইশা ৩৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

কাফ্ফারা। জবুর ৪৯:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:২৫ তার দেহ বালকের চেয়েও সতেজ ... যৌবন কাল ফিরে পাবে। ২ বাদশাহ্ ৫:১৪ আয়াতে কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ হওয়া প্রসঙ্গে প্রায় এ ধরনের কথা ব্যবহার করা হয়েছে।

৩৩:২৬ সে হর্ষধ্বনিপূর্বক তাঁর মুখ দর্শন করে। আল্লাহ্‌র মুখ; তবে এখানে কথাটি আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয় নি (পয়দা ১৬:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:২৯ দু'বার, তিনবার করেন। ৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৩০ যেন কূপ থেকে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। ইলীহূ এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, মানুষকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র যে নিষ্ঠুরতা আপাত দৃষ্টিতে লক্ষণীয় হচ্ছে তা আসলে তাঁর ভালবাসারই প্রকৃত প্রকাশ, যেহেতু মানুষ তার জীবনে যত

গুনাহ্ করেছি,
ন্যায়ের বিপরীত করেছি, তবুও তার মত
প্রতিফল পাই নি;
২৮ তিনি কূপে প্রবেশ করা থেকে আমার প্রাণকে
মুক্ত করেছেন,
আমি আলো উপভোগ করার জন্য বেঁচে
থাকব।"
২৯ দেখুন, আল্লাহ্ এসব কাজ করেন,
মানুষের সঙ্গে দু'বার, তিনবার করেন,
৩০ যেন কূপ থেকে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন,
যেন সে জীবনের আলোতে আলোকিত হয়।
৩১ আইউব, অবধান করুন, আমার কথা শুনুন;
আপনি নীরব থাকুন, আমি বলি।
৩২ যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, জবাব দিন,
বলুন,
কেননা আমি আপনাকে নির্দোষ দেখাতে চাই।
৩৩ যদি বক্তব্য না থাকে, তবে আমার কথা শুনুন,
নীরব হোন, আমি আপনাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা
দিই।

ইলীহূ আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার ঘোষণা করেন

৫:১৯।
[৩৩:৩১] ইয়ার ২৩:১৮।
[৩৩:৩৩] মেসাল ১০:৮, ১০, ১৯।
[৩৪:৪] ইব ৫:১৪।
[৩৪:৬] ইয়ার ১০:১৯।
[৩৪:১০] দ্বি:বি ৩২:৪; জবুর ৯২:১৫; রোমীয় ৩:৫; ৯:১৪।
[৩৪:১১] মথি ১৬:২৭।
[৩৪:১২] তীত ১:২; ইব ৬:১৮।
[৩৪:১৩] ইব ১:২।
[৩৪:১৪] শুমারী ১৬:২২।

৩৪ ১ ইলীহূ আরও বলতে লাগলেন,
২ হে বিজ্ঞেরা, আমার কথা শুনুন;
হে জ্ঞানবানেরা, আমার কথায় কান দিন।
৩ কেননা রসনা যেমন খাদ্যের স্বাদ নেয়,
তদ্রূপ কান কথার পরীক্ষা করে।
৪ আসুন, যা ন্যায্য তা-ই মনোনীত করি,
কোন্‌টি ভাল, নিজেদের মধ্যে স্থির করি।
৫ দেখুন, আইউব বললেন, আমি ধার্মিক,
কিন্তু আমার যা ন্যায্য, আল্লাহ্ তা হরণ
করেছেন;
৬ আমি ন্যায়বান হলেও মিথ্যাবাদী গণিত,
বিনা দোষে আমি দারুণ আহত হয়েছি।
৭ আইউবের মত কোন ব্যক্তি আছে?
তিনি পানির মত উপহাস পান করেন,
৮ অধর্মচারীদের সঙ্গে চলেন,
দুর্বৃত্তদের পথে গমন করেন।
৯ কেননা তিনি বলেছেন, মানুষের কোন লাভ
নেই,
যখন সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রণয় রাখে।
১০ অতএব, হে বুদ্ধিমানেরা, আমার কথা শুনুন,
এই কথা দূরে থাকুক যে, আল্লাহ্ দুষ্কর্ম

গুনাহ্ করে থাকে তার মাত্রা অনুসারে আল্লাহ্ কখনোই তাদেরকে প্রাপ্য শাস্তি দেন না (আয়াত ২৭ দেখুন)।

জীবনের আলো। রূহানিক মঙ্গল সাধন (জবুর ৪৯:১৯ আয়াত দেখুন; সেই সাথে জবুর ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)। কোন কোন ক্ষেত্রে এর মধ্য দিয়ে পুনরুত্থান বোঝানো হয়েছে (জবুর ৫৩:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:৩২ কেননা আমি আপনাকে নির্দোষ দেখাতে চাই। শেষ পর্যন্ত ইলীহূর এই চাওয়া পূর্ণ হয়েছে। তবে এখানে ইলীহূ বলছেন যদি আইউব অনুতাপ করেন তাহলেই কেবল তিনি ক্ষমা পেতে পারেন।

৩৪:১-৩৭ ইলীহূর চারটি বক্তৃতার (৩২:১–৩৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) মধ্যে দ্বিতীয় বক্তৃতাটি তিনটি অংশে বিভক্ত। (১) একদল জ্ঞানী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে রাখা বক্তব্য (আয়াত ২-১৫), নিঃসন্দেহে এখানে আইউবের তিন বন্ধুও রয়েছেন; (২) আইউবের প্রতি বক্তব্য (আয়াত ১৬-৩৩); (৩) ইলীহূর নিজের প্রতি বক্তব্য (আয়াত ৩৪-৩৭), যা ৩৫:১৫-২২ আয়াতেও দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৪:২,১০ আমার কথা শুনুন। যদিও ইলীহূ সম্ভবত তাঁর নিজের জ্ঞান নিয়ে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি তিনি নিজেকে নেহায়েত আল্লাহ্‌র একজন বার্তাবাহক হিসেবে দেখেছেন (৩২:৮, ১৮ আয়াত দেখুন এবং ৩২:৮ আয়াতের নোট দেখুন), বিশেষ করে ৪ আয়াতে তাঁর নম্র বক্তব্য অনুসারে তা ধারণা করা যায়।

৩৪:২ বিজ্ঞেরা ... জ্ঞানবানেরা। তাদেরকে "বুদ্ধিমান" বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে (আয়াত ১০, ৩৪ দেখুন)।

৩৪:৩ ইলীহূ ১২:১১ আয়াতে আইউবের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৪:৫,৯ আইউব বললেন ... কেননা তিনি বলেছেন। ইলীহূ আবারও আইউবের উদ্ধৃতি নিয়েছেন এবং এর পরে তিনি আইউবের ভুল ধারণাকে ঘিরে আল্লাহ্ বিচারের স্বপক্ষে কথা বলেছেন (যেমন ৯:১৪-২৪; ১৬:১১-১৭; ১৯:৭; ২১:১৭-১৮; ২৪:১-১২; ২৭:২)। ৫ আয়াতে উদ্ধৃতিটির সারমর্ম সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১২:৪; ১৩:১৮; ২৭:৬) এবং ৬ আয়াতে আইউবকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (২১:৩৪; ২৭:৫ দেখুন; সেই সাতে ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। অবশ্য আইউব কখনোই নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবী করেন নি। ৯ আয়াতটি সরাসরি আইউবের উক্তি নয়, তবে তিনি মন্দদের সম্পর্কে এ ধরনেরই কোন কথা বলেছিলেন (২১:১৫ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত ইলীহূ আইউবের বার বার বলা এই কথাটি চিহ্নিত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ ধার্মিক ও দুষ্ট ব্যক্তিদেরকে একই ভাবে বিচার করেন (এর সাথে তুলনা করুন ৯:২২; ২১:১৭; ২৪:১-১২ আয়াত), যা থেকে আইউব এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে কোন লাভ নেই।

৩৪:৭ তিনি পানির মত উপহাস পান করেন। ১৫:১৬ আয়াতে মানুষ সম্পর্কে ইলীফসের বর্ণনা দেখুন।

৩৪:১০ এই কথা দূরে থাকুক যে, আল্লাহ্ দুষ্কর্ম করবেন। পয়দা ১৮:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। আইউব আল্লাহ্‌কে মন্দতার উৎস হিসেবে অভিযুক্ত করার কারণে ইলীহূ যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয় বিষয়। আইউব তাঁর নৈরাশ্যজনক অবস্থায় ক্ষোভ ও ক্রোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে তাঁর প্রতি ঘটে যাওয়া সমস্ত মন্দ বিষয়গুলোর দায় আল্লাহ্‌র উপরে চাপিয়ে দিচ্ছিলেন (১২:৪-৬; ২৪:১-১২)। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পেরেছেন (আয়াত ৯:২৪ দেখুন)।

৩৪:১১ হেদায়েত ১২:১৪; রোমীয় ২:৬-১১; ২ করি ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:১৩-১৫ ইলীহূ আল্লাহ্‌র গৌরব রক্ষার্থে অত্যন্ত ব্যাকুল, কারণ তিনি এমন এক সর্বশক্তিমান মাবুদ যিনি মানব জাতিকে প্রতি মুহূর্তের জন্য শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে জীবন ধারণের

করবেন,
সর্বশক্তিমান অন্যায় করবেন।
১১ কারণ তিনি মানুষের কাজের ফল তাকে দেন,
মানুষের গতি অনুসারে তার দশা ঘটান।
১২ আল্লাহ্ তো কখনও দুষ্টাচরণ করেন না,
সর্বশক্তিমান কখনও বিচার বিপরীত করেন না।
১৩ দুনিয়ার কর্তৃত্বভার তাঁকে কে দিল?
সমস্ত দুনিয়ার দেখাশুনার কাজে কে তাঁকে লাগাল?
১৪ যদি তিনি তাঁর নিজের কথাই ভাবতেন,
তাঁর রূহ্ ও নিশ্বাস তাঁর নিজের কাছে সংগ্রহ করতেন,
১৫ তবে সমস্ত মানুষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যেত,
মানুষ পুনর্বার ধুলিতে ফিরে যেত।
১৬ যদি আপনার বিবেচনা থাকে, তবে শুনুন,
আমার কথায় কান দিন।
১৭ যে ন্যায়বিদ্বেষী, সে কি শাসন করবে?
আপনি কি ধর্মময় পরাক্রমীকে দোষী করবেন?
১৮ বাদশাহ্‌কে কি বলা যায়, তুমি অপদার্থ?
রাজন্যবর্গকে কি বলা যায়, তোমরা দুষ্ট?
১৯ কিন্তু তিনি শাসনকর্তাদেরও মুখাপেক্ষা করেন না,
দরিদ্রের কাছে ধনবানকেও বিশিষ্ট মনে করেন না,
কেননা তারা সকলেই তাঁর হস্তকৃত বস্তু।
২০ তাদের হঠাৎ মৃত্যু হয়, মধ্যরাত্রে প্রয়াত হয়,
লোকগুলো বিচলিত হয়ে চলে যায়,
পরাক্রমী বিনা হস্তক্ষেপে অপনীত হয়।
২১ কেননা মানুষের পথে তাঁর দৃষ্টি আছে;
তিনি তার প্রতিটি ধাপ দেখেন;
২২ এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নেই,
যেখানে দুর্বৃত্তরা লুকাতে পারে।

[৩৪:১৫] ইউ ৩:১৬।
[৩৪:১৭] রোমীয় ৩:৫-৬।
[৩৪:১৮] ইশা ৪০:২৪।
[৩৪:১৯] প্রেরিত ১০:৩৪।
[৩৪:২০] হিজ ১১:৪।
[৩৪:২১] ইব ৪:১৩।
[৩৪:২২] পয়দা ৩:৮।
[৩৪:২৩] জবুর ১১:৪।
[৩৪:২৪] ইশা ৮:৯; ৯:৪।
[৩৪:২৫] মেসাল ৫:২১-২৩।
[৩৪:২৬] পয়দা ৬:৫।
[৩৪:২৭] ১শামু ১৫:১১।
[৩৪:২৮] হিজ ২২:২৩।
[৩৪:২৯] রোমীয় ৮:৩৪।
[৩৪:৩০] জবুর ২৫:১৫।
[৩৪:৩১] লূক ১৫:২১।
[৩৪:৩২] হিজ ৩৩:১৩।

[৩৪:৩৩] ইউ ৩:৮।

২৩ তিনি মানুষের বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করেন না,
যখন সে আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিচার স্থানে আসে।
২৪ তিনি বিনা সন্ধানে পরাক্রান্তদেরকে খণ্ড খণ্ড করেন,
তাদের স্থানে অন্যদেরকে স্থাপন করেন।
২৫ এভাবে তিনি তাদের সকল কাজের হিসাব রাখেন,
রাতে তাদের উল্টিয়ে ফেলেন, তাতে তারা চূর্ণ হয়।
২৬ তিনি তাদের দুর্জন বলে প্রহার করেন,
সকলের দৃষ্টিগোচরেই করেন;
২৭ কারণ তারা তাঁর পিছনে চলা থেকে ফিরল,
তাঁরা সমস্ত পথ অবহেলা করলো;
২৮ এভাবে দরিদ্রের কান্না তার কাছে আনা হল;
আর তিনি দুঃখীদের কান্না শুনলেন।
২৯ তিনি শান্তি দিলে কে দোষ দিতে পারে?
তিনি মুখ ঢাকলে কে তাঁর দর্শন পেতে পারে?
সে জাতিই হোক বা ব্যক্তিই হোক;
৩০ আল্লাহ্‌বিহীন লোক যেন রাজত্ব না করে,
লোকদেরকে ফাঁদে ফেলতে যেন কেউ না থাকে।
৩১ কেউ কি আল্লাহ্‌কে বলেছে, আমি (শাস্তি) পেয়েছি,
আর গুনাহ্ করবো না,
৩২ যা দেখতে পাই না, তা আমাকে শেখাও;
যদি অন্যায় করে থাকি, আর করবো না?
৩৩ তাঁর প্রতিদান কি আপনার ইচ্ছামত হবে যে,
আপনি তা অগ্রাহ্য করলেন?
মনোনীত করা আপনার কাজ, আমার নয়;
অতএব আপনি যা জানেন, বলুন।
৩৪ বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে বলবেন,
জ্ঞানবানেরা আমার কথা শুনে বলবেন,

সুযোগ দিয়ে তাঁর অপরিমেয় দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন প্রকাশ করছেন।

৩৪:১৫ মানুষ পুনর্বার ধূলিতে ফিরে যেত। হেদায়েত ১২:৭ আয়াত দেখুন; পয়দা ৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:১৬ শুনুন ... আমার কথায় কান দিন। এই ক্রিয়াপদগুলো হিব্রু ভাষায় একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ শুধু আইউবকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বিচারের প্রতি আইউবের মনোভাব সংশোধন করার ইচ্ছা ইলীহূর ছিল (আয়াত ১৭ দেখুন), যে কারণে তিনি সকল মানুষের মাবুদ হিসেবে আল্লাহ্‌র নিরপেক্ষ বিধান ও বিচারের উপরে আলোকপাত করেছেন, বিশেষ করে যখন বেহেশতে দুষ্টদের বিচার সাধন করা হবে (আয়াত ১৮-২০ দেখুন)।

৩৪:১৮ অপদার্থ। দ্বি.বি. ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:২১-২৮ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও সর্বশক্তিময় কর্তৃত্ব এই আশ্বাস দান করে যে, তিনি দুষ্টদের শাস্তি দেওয়ার সময় কোন ভুল করবেন না। মানুষকে বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন আল্লাহ্‌র পরে না (আয়াত ২৩ দেখুন; এর সাথে ২৪:১ আয়াতের তুলনা করুন)।

৩৪:২১ ৩১:৪ আয়াতে আইউবের বক্তব্যকে ইলীহূ পুনরাবৃত্তি করেছেন।

৩৪:২৯ তিনি শান্তি দিলে কে দোষ দিতে পারে? ইলীহূ আল্লাহ্‌র নীরবতার প্রতি আইউবের অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন (অধ্যায় ২৩ দেখুন)। আল্লাহ্ মানুষের উপর এবং জাতিগণের উপর দৃষ্টি রাখেন এবং তাদের মধ্যে ন্যায় সাধিত হচ্ছে কি না তা দেখেন (আয়াত ২৯-৩০)।

৩৪:৩১-৩৩ প্রথমে পরোক্ষভাবে (আয়াত ৩১-৩২) এবং এর পরে প্রত্যক্ষভাবে (আয়াত ৩৩) ইলীহূ আইউবের প্রতি অভিযোগ করেছেন এবং তাঁর মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন।

৩৪:৩৫ আইউব কোন জ্ঞানের বশবর্তী না হয়েই কথা বলেছেন। মাবুদের বক্তৃতার প্রথম বিষয়বস্তু (৩৮:২ আয়াতের নোট দেখুন) এবং আইউবের সর্বশেষ বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল এটি (৪২:৩ আয়াত দেখুন)।

৩৫:১-১৬ ইলীহূর তৃতীয় বক্তৃতাটি (৩২:১–৩৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) আইউবকে উদ্দেশ্য করে রাখা হয়েছিল।

যখন আমরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি

আমরা যখন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি তখন এখানে জিজ্ঞাসা করার জন্য ছয়টি প্রশ্ন আছে। যদি এর উত্তর হ্যাঁ হয় তবে আমাদের যা যা করা উচিত।

প্রশ্ন	আমাদের উত্তর
পাপের জন্য কি আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন?	আপনার জানা পাপ স্বীকার করুন।
ঈসায়ী হিসাবে যেমন আমি বেঁচে থাকতে চাইছি সেজন্য শয়তান কি আমাকে আক্রমন করছে?	শক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করুন।
আমি কি বিশেষ সেবার জন্য প্রস্তুত ও যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে তাদের প্রতি মমতা দেখানোর জন্য শিক্ষা গ্রহণ করছি?	আত্মধার্মিকতার চেষ্টা করবেন না। আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করুন যেন কোন না কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় যেন অন্য যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে তাদের আপনি সাহায্য করতে পারেন।
আমাকে কি বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে আইউবের মত পরীক্ষিত হবার জন্য?	বিশ্বাসীরা যে সাহায্য দান করেন তা গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন যেন তিনি আপনার মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করেন।
আমার উপর যে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসছে সেটা কি প্রাকৃতিক কারণে যার জন্য আপনি সরাসরি দায়ী নন?	এটা স্বীকার করুন যে, এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ভক্ত ও শয়তানের লোক উভয়ই কষ্ট পায়। কিন্তু ভাল লোকের জন্য আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞা আছে যে, একদিন এই দুঃখ-কষ্ট শেষ হবে।
আমার দুঃখ-কষ্ট কি এমন কোন কারণে হচ্ছে যা আমি জানি না?	অন্তরে কান্নার কোন জায়গা দেবেন না। আল্লাহ্র উপর আপনার ঈমান প্রকাশ করুন। এটা জানুন যে, তিনি আপনার যত্ন নেন, তাই ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর সাহায্যের অপেক্ষা করুন।

দুঃখ-কষ্ট কিভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে

দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা যখন সাহায্য হয়	দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা যখন ক্ষতি হয়
কেন দুঃখ-কষ্ট নেমে এসেছে তা বুঝবার জন্য, ধৈর্যের জন্য ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য যখন আমরা আল্লাহ্র কাছে আসি।	আমাদের মন যখন শক্ত হয়ে যায় ও আমরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করি।
আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করি, হতে পারে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে তা নিয়ে যথেষ্ট সময় ধরে চিন্তা করি না।	আমরা কোন প্রশ্ন করতে অস্বীকার করি এবং এতে আমাদের জন্য যে ভাল শিক্ষা রয়েছে তা বুঝতে ব্যর্থ হই।
আমরা এর জন্য প্রস্তুত থাকি বিষয়টি চিহ্নিত করার জন্য ও যারা এই কষ্টের মধ্যে পড়েছে তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য।	এর মধ্য দিয়ে যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তুলি।
যারা আল্লাহ্র পথে চলেন তারা যদি সাহায্য করতে চান তবে তাদের জন্য যেন দরজা খোলা রাখি।	অন্যেরা আমাদের যে সাহায্য দিতে চায় তা নিতে অস্বীকার করি।
আমরা নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্র কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকি।	এই কষ্টভোগ থেকে আল্লাহ্ যে ভাল কিছু নিয়ে আসতে পারেন তা অস্বীকার করি।
মসীহ্ আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে যে কষ্টভোগ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের কষ্টভোগকে চিহ্নিত করে তা বুঝতে চেষ্টা করি।	আল্লাহ্ অন্যায় বিচার করেছেন বলে আমরা যখন তাঁকে দোষারোপ করি ও অন্যদেরকে তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য পরিচালনা দিই।
এই দুনিয়াতে ঈমানদারদের যে কষ্টভোগ চলছে তার সঙ্গে নিজেদের এক করে দেখতে শিখি।	আমরা আমাদের জীবনকে পরিবর্তনের জন্য কোন সুযোগ না দিই।

৩৫ আইউব জ্ঞানশূন্য হয়ে কথা বলছেন,
তার কথা বুদ্ধি বিবর্জিত।
৩৬ আইউবের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত হলেই ভাল,
কেননা তিনি অধার্মিকদের মত জবাব
দিয়েছেন।
৩৭ বস্তুতঃ তিনি গুনাহে অধর্ম যোগ করেন,
তিনি আমাদের মধ্যে হাততালি দেন,
আর তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অনেক কথা
বলেন।

ইলীহূ আত্মধার্মিকতার দোষারোপ করেন

৩৫ ১ ইলীহূ আরও বলতে লাগলেন,
২ আপনিই বলেন এই কথা কি ঠিক
হতে পারে?
আপনি কি বলছেন, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আপনি
ধার্মিক?
৩ কারণ আপনি বলছেন, ধার্মিকতায় আমার কি
লাভ?
গুনাহ্ করলে যা হত, তার চেয়ে আমার কি
বেশি লাভ হবে?
৪ আমি আপনাকে জবাব দেব,
আপনার বন্ধুদেরকেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেব।
৫ আকাশমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,
মেঘমালা নিরীক্ষণ করুন, তা আপনা থেকে
উচ্চ।
৬ আপনি যদি গুনাহ্ করেন, তার বিরুদ্ধে কি
করবেন?
অধর্মের বাহুল্যে আপনি তাঁর কি করবেন?
৭ যদি ধার্মিক হন, তাঁকে কি দিতে পারেন?

[৩৫:৫] পয়দা ১৫:৫; দ্বি:বি ১০:১৪।
[৩৫:৭] রোমীয় ১১:৩৫।
[৩৫:৮] জাকা ৭:৯-১০।
[৩৫:৯] হিজ ২:২৩।
[৩৫:১০] প্রেরিত ১৬:২৫।
[৩৫:১১] লূক ১২:২৪।
[৩৫:১২] ১শামু ৮:১৮।
[৩৫:১২] জবুর ৬৬:১৮।
[৩৫:১৩] মেসাল ১৫:৮।
[৩৫:১৪] জবুর ৩৭:৬।
[৩৫:১৫] আমোস ৮:৭।
[৩৫:১৬] ১করি ৪:২০।

আপনার হাত থেকেই বা তিনি কি গ্রহণ
করবেন?
৮ আপনার নাফরমানীর ফল আপনার মত
মানুষের উপর,
এবং আপনার ধার্মিকতার ফল মানুষের-
সন্তানের উপর বর্তে।
৯ উপদ্রবের বাহুল্যে লোকে কান্নাকাটি করে,
বলবানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য
মিনতি করে।
১০ কিন্তু কেউ বলে না, আমার নির্মাতা আল্লাহ্
কোথায়?
তিনি তো রাতের বেলায় শক্তি দান করেন।
১১ তিনি ভূতলের পশুদের চেয়ে আমাদের বেশি
শিক্ষা দেন,
আসমানের পাখিগুলোর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান
করেন।
১২ সেখানে দুর্বৃত্তদের অহঙ্কারের দরুন লোকে
কান্নাকাটি করে,
কিন্তু তিনি জবাব দেন না।
১৩ বাস্তবিক আল্লাহ্ মিথ্যা ফরিয়াদ শোনেন না,
সর্বশক্তিমান তা নিরীক্ষণ করেন না।
১৪ আর আপনি বলছেন, আমি তাকে দেখতে
পাই না;
বিচার তাঁর সম্মুখে, তাঁর অপেক্ষা করুন।
১৫ কিন্তু এখন তিনি নিজের কোপে শাসন করেন
নি,
দুষ্টতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখেন নি,
১৬ তাই আইউব অসার কথায় মুখ খুলেছেন,

৩৫:২ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আপনি ধার্মিক? ১৩:১৮ আয়াতে আইউবের বক্তব্যে এই 'ধার্মিক' শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে "নির্দোষ"। ইলীহূ মনে করেন আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে ধার্মিক বলে প্রমাণের দাবী করা এবং একই সাথে আমরা ধার্মিক কি না সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না এমন ধারণা পোষণ করা আইউবের পক্ষে একেবারেই অন্যায্য এবং অযৌক্তিক (আয়াত ৩ দেখুন)। কিন্তু একজন মানুষকে অবশ্যই তার অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। জবুর রচয়িতা আল্লাহ্‌র জন্য পিপাসিত হয়েছিলেন (জবুর ৪২:১-২) এবং তিনি প্রশ্ন করেছিলেন কেন আল্লাহ্ তাঁকে ভুলে গিয়েছেন (জবুর ৪২:৯) এবং তাঁকে ত্যাগ করেছেন (জবুর ৪৩:২)।

৩৫:৫ আকাশমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইলীহূ এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, আল্লাহ্ মানুষের নাগাল থেকে এতটাই উঁচুতে অবস্থান করেন যে, তারা ভাল বা মন্দ এমন কোন কাজই করতে পারে না যা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবকে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করবে (আয়াত ৬ দেখুন)।

৩৫:৯ লোকে কান্নাকাটি করে ... রক্ষা পাবার জন্য মিনতি করে। ইলীহূ বলছেন যে, আইউবের মত যারা নির্দোষ হয়েও শাস্তি ভোগ করে সাহায্য লাভের জন্য ক্রন্দন করে তাদের অনেকেই সৃষ্টিকর্তা মাবুদের ন্যায় বিচার ও মঙ্গলময়তার স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে না, যিনি আমাদের সমস্ত প্রজ্ঞা ও আনন্দের উৎসও বটে (আয়াত ১০-১১ দেখুন)। এ ধরনের ব্যর্থতা মানুষের ঔদ্ধত্যকেই নির্দেশ করে (আয়াত ১২ দেখুন)। সে কারণে আল্লাহ্‌র বিচার ও আল্লাহ্‌র নীরবতার বিরুদ্ধে আইউবের অভিযোগ অর্থহীন কথাই বটে (আয়াত ১৩-১৬ দেখুন)।

৩৫:১০-১১ আল্লাহ্ ... শক্তি দান করেন ... শিক্ষা দেন ... বেশি বুদ্ধিমান করেন। আল্লাহ্ মানুষকে বিভিন্ন গুণ ও সক্ষমতা দান করেন যেন তিনি মানুষকে আরও বেশি মহব্বত করতে পারেন ও তাদের ঘনিষ্ঠ হতে পারেন।

৩৫:১২ এই আয়াতটি বেশ জটিল। প্রথম লাইনের পরে একটি কমা থাকার কারণে পুরো বাক্যটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং প্রেক্ষাপট অনুসারে বাক্যটির অর্থ আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। যেহেতু দুষ্টেরা উদ্ধত, সে কারণে আল্লাহ্ তাদের কথা শোনেন না (আয়াত ১৩)। আইউবের মধ্যেও সেই একই ঔদ্ধত্য দেখা দিয়েছিল। তিনিও কোন উত্তর পান নি, কারণ তিনি সঠিকভাবে আবেদন রাখেন নি (আয়াত ১৪)।

৩৫:১৬ না জেনেও। ৩৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

অনেক কথা। "আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে" (৩৪:৩৭)।

৩৬:১–৩৭:২৪ ইলীহূর চতুর্থ এবং সর্বশেষ (৩৬:২ আয়াত দেখুন) বক্তব্য (৩২:১–৩৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন), যার অধিকাংশই আইউবকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে (তবে ৩৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:৪ জ্ঞানে সিদ্ধ। এখানে ইলীহূ নিজের কথা বুঝিয়েছেন, যেখানে তিনি ৩৭:১৬ আয়াতে প্রায় একই ধরনের কথার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌কে বুঝিয়েছেন। যে কারণে তিনি আপাতদৃষ্টিতে

তিনি না জেনেও অনেক কথা বলেন।

ইলীহূ আল্লাহ্‌র মহিমার বন্দনা করেন

৩৬ ১ ইলীহূ আরও বললেন,
২ আপনি আমার প্রতি একটু ধৈর্য ধরুন,
আমি আপনাকে কিছু শিক্ষা দেব,
কারণ আল্লাহ্‌র পক্ষে আমার আরও কথা আছে।
৩ আমি দূর থেকে আমার জ্ঞান আনবো,
আমার নির্মাতার উপর ধর্মময়তা আরোপ করবো।
৪ সত্যিই আমার কথা মিথ্যা নয়,
জ্ঞানে সিদ্ধ এক জন ব্যক্তি আপনার সহবর্তী।
৫ দেখুন, আল্লাহ্ পরাক্রমী, তবু কাউকেও তুচ্ছ করেন না;
তিনি বুদ্ধিবলে পরাক্রমী।
৬ তিনি দুষ্টদের প্রাণ রক্ষা করেন না,
কিন্তু দুঃখীদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন।
৭ তিনি ধার্মিকদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন না;
কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ্‌দের সঙ্গে
তাদেরকে চিরকালের তরে বসান,
তারা উন্নত হয়।
৮ তারা যদি শিকলে বাঁধা পরে,
যদি দুঃখের দড়িতে আবদ্ধ হয়;
৯ তবে তিনি দেখিয়ে দেন তাদের কাজ,
ও তাদের সমস্ত অধর্ম, যা সগর্বে করেছে;
১০ তিনি উপদেশের প্রতি তাদের কান খুলে দেন,
তাদেরকে অধর্ম থেকে ফিরতে হুকুম দেন।

[৩৬:৫] রোমীয় ১১:২৯।
[৩৬:৭] মথি ৬:১৮।
[৩৬:৮] ২শামু ৩:৩৪।
[৩৬:১০] ১থিষ ৫:২২।
[৩৬:১১] ইউ ১৪:২১; ১তীম ৪:৮।
[৩৬:১২] ইফি ৪:১৮।
[৩৬:১৩] রোমীয় ২:৫।
[৩৬:১৫] ২করি ১২:১০।
[৩৬:১৬] হোশেয় ২:১৪।
[৩৬:১৮] হিজ ২৩:৮।
[৩৬:১৯] জবুর ৪৯:৬।
[৩৬:২১] ইব ১১:২৫।
[৩৬:২২] রোমীয় ১১:৩৪।
[৩৬:২৩] রোমীয় ১১:৩৩।
[৩৬:২৪] প্রকা ১৫:৩।
[৩৬:২৫] রোমীয় ১:২০।

১১ তারা যদি কথা শোনে ও তাঁর সেবা করে,
তবে সুসম্পদে নিজ নিজ আয়ু কাটাবে,
সুখে নিজ নিজ সমস্ত বছর যাপন করবে।
১২ কিন্তু যদি না শোনে, তবে অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হবে,
জ্ঞানের অভাবে প্রাণত্যাগ করবে।
১৩ আল্লাহ্‌বিহীন অন্তঃকরণ ক্রোধ সঞ্চয় করে,
তিনি তাদেরকে বাঁধলে ত্রাহি ত্রাহি করে না।
১৪ তারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে,
লজ্জায় তাদেরও জীবনের অবসান ঘটে।
১৫ তিনি দুঃখীকে আরও দুঃখ দিয়ে উদ্ধার করেন,
তিনি উপদ্রবে তাদের কান খুলে দেন।
১৬ তিনি আপনাকেও সঙ্কটের মুখ থেকে বের করে চালাতে চান;
যা সঙ্কীর্ণ নয় এমন প্রশস্ত স্থানে নিয়ে যেতে চান,
আপনার টেবিল পুষ্টিকর দ্রব্যে সাজান হবে।
১৭ কিন্তু আপনি দুর্জনের বিচারে পূর্ণ হয়েছেন;
বিচার ও শাসন আপনাকে ধরেছে।
১৮ সাবধান ক্রোধ আপনাকে উপহাসের পাত্র থেকে প্রলোভিত না করুক,
কাফ্‌ফারার মহত্ব আপনাকে ভ্রান্ত না করুক।
১৯ আপনার সমস্ত কান্না এবং আপনার সমস্ত চেষ্টা
কি আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে?
২০ সেই রাতের আকাঙ্খা করবেন না,

নিজেকে আল্লাহ্ সমান হিসেবে প্রকাশ করছেন। কিন্তু ৩৭:১৬ আয়াতে "জ্ঞান" শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ এই আয়াত থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ইলীহূ সম্ভবত একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর দক্ষতার কথা এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি একজন সুবক্তা হিসেবে নিজের প্রশংসা করছেন (৩২:৬,১০,১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:৫ আল্লাহ্ তাঁর পরাক্রমে নিজ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সাধন করে থাকেন।

৩৬:৬-৯ ধার্মিককে পুরস্কার দান এবং গুনাহ্‌গারকে শাস্তি দানের এক সুবিখ্যাত উক্তি (এর সাথে তুলনা করুন আইউবের নির্দোষিতার দাবী)। ৭ আয়াতে ইলীহূ সম্ভবত আইউবের এই অভিযোগটিকে মাথায় রেখেছেন যে, আল্লাহ্ কখনো তাঁকে ছেড়ে যাবেন না (৭:১৭-১৯ আয়াত দেখুন) এবং ৯ আয়াতে তিনি হয়তো আইউবের এই দাবীটির কথা ভেবেছেন যে, আল্লাহ্ যেন তাঁর বিরুদ্ধে কোন দোষ উত্থাপন না করেন (৩১:৩৫-৩৬ আয়াত দেখুন)।

৩৬:১০ তিনি উপদেশের প্রতি তাদের কান খুলে দেন। ইলীহূ বলতে চাচ্ছেন যে, লোকদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাদের জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করেন।

৩৬:১২ ৩৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:১৩-১৫ ইলীহূ বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষের মৌলিক রূহানিক অভাব অনুভূত হয় তাদের অন্তরের কঠিনতার কারণে– আল্লাহ্‌র কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানানো, কেবল দুর্দশার সময় আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত ও ক্রন্দন করা (জবুর ১০৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন), বা কষ্টভোগের সময় আল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বর শুনতে চাওয়া।

৩৬:১৪ পুংগামী পৌত্তলিক। ১ বাদশাহ্ ১৪:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:১৬-২১ ইলীহূ আইউবকে সাবধান করে দিচ্ছেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার ও মন্দতার সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা নিয়ে কোন প্রশ্ন না তোলেন (আয়াত ২১ দেখুন)। ১৬ আয়াতে দেখা যায় যে, তিনি আইউবকে এখন পর্যন্ত এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখছেন যার জন্য আশা রয়েছে।

৩৬:১৬ তিনি আপনাকেও ... চালাতে চান। মমতা ও সহানুভূতি সহকারে আল্লাহ্ লোকদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন (হোসিয়া ২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:২১ সাবধান, অধর্মের প্রতি ফিরবেন না। আইউবের প্রতি ইলীহূর মূল্যায়ন আল্লাহ্‌র মূল্যায়নের সম্পূর্ণ বিপরীত (১:৮ ও ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:২২-২৩ ৩৮-৪১ অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র বক্তব্যের কিছু কিছু অংশের পূর্বাভাস ইলীহূ আগেই দিয়েছিলেন।

৩৬:২৪ তাঁর কাজের মহিমা ... মানুষ কাওয়ালীর দ্বারা তার কীর্তন করেছে। এ প্রসঙ্গে হিজরত ১৫:১-১৮; কাজী ৫:১-৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

যখন জাতিরা স্বস্থান থেকে বিলুপ্ত হয়।
২১ সাবধান, অধর্মের প্রতি ফিরবেন না,
আপনি তো দুঃখভোগের চেয়ে তা-ই মনোনীত করেছেন।
২২ দেখুন, আল্লাহ্ তাঁর পরাক্রমে সর্বোচ্চ,
তাঁর মত কে শিক্ষা দিতে পারে?
২৩ কে তাঁর গন্তব্য নির্ধারণ করেছে?
কে বলতে পারে, তুমি অন্যায় করেছ?

ইলীহূ আল্লাহ্‌র মহিমা স্বীকার করেন

২৪ মনে রাখবেন, তাঁর কাজের মহিমা স্বীকার করা চাই,
মানুষ কাওয়ালীর দ্বারা তার কীর্তন করেছে।
২৫ সকল মানুষ তা শুনেছে,
প্রত্যেকে দূর থেকে তা দর্শন করে।
২৬ দেখুন আল্লাহ্ মহান, আমরা তাঁকে জানি না;
তাঁর বর্ষ-সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না।
২৭ তিনি পানির সমস্ত বিন্দু আকর্ষণ করেন,
সেগুলো তার বাষ্প থেকে বৃষ্টিরূপে পড়ে;
২৮ মেঘমালা তা ঢেলে দেয়,
তা মানুষের উপরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে।
২৯ মেঘমালার বিস্তারণ কেউ কি বুঝতে পারে?
তাঁর বজ্রের গর্জন কে বোঝে?
৩০ দেখুন, তিনি আপনার চারদিকে স্বীয় আলো বিস্তার করেন,
তিনি সমুদ্রের তলা আবৃত করেন।
৩১ কারণ তিনি এসব দ্বারা জাতিদেরকে শাসন করেন,
তিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করেন।
৩২ তিনি তাঁর অঞ্জলি বিদ্যুতে পূর্ণ করেন,
তাকে লক্ষ্যে বিধবার হুকুম দেন।
৩৩ তার গর্জন তাঁর পরিচয় দেয়,

[৩৬:২৬] ১করি ১৩:১২।
[৩৬:২৭] ২শামু ১:২১।
[৩৬:২৮] মথি ৫:৪৫।
[৩৬:৩০] হিজ ১৯:১৬।
[৩৬:৩১] আমোস ৪:৭-৮।
[৩৬:৩২] জবুর ১৮:১৪।
[৩৭:১] হবক ৩:১৬।
[৩৭:২] জবুর ১৮:১৩; ২৯:৩-৯।
[৩৭:৩] মথি ২৪:২৭।
[৩৭:৪] ১শামু ২:১০।
[৩৭:৫] ইউ ১২:২৯।
[৩৭:৬] দ্বি:বি ২৮:১২।
[৩৭:৮] জবুর ১০৪:২২।
[৩৭:৯] জবুর ১৪৭:১৭।
[৩৭:১০] জবুর ১৪৭:১৭।
[৩৭:১২] জবুর ১৪৭:১৬; ১৪৮:৮।
[৩৭:১৩] পয়দা ৭:৪।
[৩৭:১৭] প্রেরিত ২৭:১৩।

পশুপালগুলোও তার আগমন জানায়।

৩৭ ১ এতেও আমার হৃদয় কাঁপছে,
স্বস্থানে থেকে দুপ্ দুপ্ করছে।
২ শোন শোন, ঐ তাঁর গর্জনের শব্দ,
ঐ তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া স্বর।
৩ তিনি সমস্ত আসমানের নিচে তা পাঠান,
দুনিয়ার অন্ত পর্যন্ত তাঁর বিদ্যুৎ চালান।
৪ এর পরে গর্জনের আওয়াজ আসে,
তিনি তাঁর মহান স্বরে বজ্রনাদ করেন;
তাঁর বাণী শোনা যায়, তিনি ঐ সমস্ত রোধ করেন না।
৫ আল্লাহ্ স্বীয় ধ্বনিতে আশ্চর্যরূপ গর্জন করেন,
আমাদের বোধের অগম্য মহৎ মহৎ কাজ করেন।
৬ ফলে তিনি তুষারকে বলেন, দুনিয়াতে পড়,
সামান্য বৃষ্টিকেও তা বলেন,
তাঁর মূষলধারার বৃষ্টিকেও বলেন।
৭ তিনি প্রত্যেক মানুষের হাত সীলমোহর করে দেন,
যেন তাঁর নির্মিত সকল মানুষই জ্ঞান পায়।
৮ তখন পশুদের আশ্রয় স্থানে প্রবেশ করে,
যার যার গহ্বরে থাকে।
৯ ঝড়ের কক্ষ থেকে ঝটিকা আসে,
উত্তর থেকে শীত আসে।
১০ আল্লাহ্‌র নিশ্বাস থেকে নীহার জন্মে,
এবং বিস্তারিত পানি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।
১১ এছাড়া, আল্লাহ্ ঘন মেঘ পানিতে পূর্ণ করেন,
তাঁর বিদ্যুতের মেঘ বিস্তার করেন।
১২ তাঁর পরিচালনায় তা ঘোরে,
যেন তারা তাঁর হুকুম অনুসারে কাজ করে,
সমস্ত ভূমণ্ডলেই যেন করে।

৩৬:২৬ আমরা তাঁকে জানি না। ৩৭:৫ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্‌র কাজের ধরন এবং তাঁর চিন্তা ধারা যে আমাদের স্তর থেকে অসীম ও উঁচু সেটি ৩৮-৪১ অধ্যায়ের অন্যতম একটি মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু (এছাড়া দেখুন ইশা ৫৫:৮-৯; রোমীয় ১১:৩৩-৩৬)।

৩৬:৩০ সমুদ্রের তলা আবৃত করেন। অর্থাৎ সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান তিনি আলোয় আবৃত করেন।

৩৬:৩১ শাসন করেন। এই আয়াতটির অর্থ হচ্ছে মাবুদ জাতিগণকে ২৭-৩০ আয়াতে উল্লিখিত অনুগ্রহের ধারা দিয়ে প্রতিপালন ও পরিপুষ্ট করে তোলেন।

৩৭:১-১৩ এই পৃথিবীর চারপাশে আল্লাহ্‌র যে অপরূপ সৃষ্টিকর্ম পরিলক্ষিত হয় তার বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে ইলীহূর এই চলমান গজলে, যা শুরু হয়েছে ৩৬:২৭ আয়াত থেকে। শ্বাসরুদ্ধকর এই দৃশ্য দেখে তার হৃৎকম্পন দ্রুততর হয়ে উঠেছে (আয়াত ১ দেখুন)। এই অংশটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থিত জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের এক অপূর্ব বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণ ও এর প্রভাবের কথা ব্যক্ত করে। পানি বাষ্পীভূত হওয়া এবং তা থেকে বৃষ্টি হওয়ার জন্য মেঘে আবার পানি আকারে সঞ্চিত হওয়া (৩৬:২৭ আয়াতের নোট দেখুন), আর্দ্র জলীয় বাষ্পে পূর্ণ পানির ধারক হিসেবে মেঘের ভূমিকা (৩৬:২৮; ৩৭:১১ দেখুন) এবং এবং মেঘরাজির চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি (আয়াত ১২ দেখুন)। আল্লাহ্‌র নির্দেশেই এমন প্রাকৃতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে এবং তা মানব জাতির জন্য তাঁর বিশেষ মঙ্গল ইচ্ছাকে প্রকাশ করে (আয়াত ১৩)।

৩৭:২ শোন। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ এখানে শুধু আইউব নন বা তাঁর বন্ধুরা নন, সেই সাথে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে (৩৬:১–৩৭:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাঁর গর্জনের শব্দ ... মুখ থেকে বের হওয়া স্বর। বজ্রপাত (৪ আয়াত দেখুন; সেই সাথে জবুর ২৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)।

৩৭:৫ আমাদের বোধের অগম্য। ৩৬:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:১০ আল্লাহ্‌র নিশ্বাস। এখানে রূপকার্থে বরফ শীতল বাতাসের কথা বলা হয়েছে।

৩৭:১৪-১৮ ইলীহূ আইউবকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তিনি প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের উপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে বিবেচনা করেন। আল্লাহ্‌র বক্তৃতার সময়েও এ ধরনের কাঠামো সম্বলিত প্রশ্ন দেখা যায় (অধ্যায় ৩৮-৪১ দেখুন)।

৩৭:১৬ পরম জ্ঞানী। ৩৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

আল্লাহ্ কথা বলেন ...

পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাদের সাথে কথা বলেছেন। যারা আল্লাহ্কে জানতে চায়, আল্লাহ্ কোন না কোন ভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাদেরই কিছু কিছু ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরা হল।

যাঁদের সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন	আল্লাহ্ যা বলেছেন	রেফারেন্স
হযরত আদম ও হাওয়া	তাঁরা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছেন ও পাপ করেছেন সেই কথা বলা হয়েছে।	পয়দায়েশ ৩:৮-১৩
হযরত নূহ্	আল্লাহ্ নূহকে জাহাজ তৈরী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।	পয়দায়েশ ৬:১৩-২২;৭:১; ৮:১৫-১৭
হযরত ইব্রাহিম	আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন যেন তিনি তাঁকে যে দেশ দেখান সেই দেশে যান ও আল্লাহ্ তাকে দোয়া করেন। আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর ছেলে ইসহাককে কোরবানী করার আদেশ দেন।	পয়দায়েশ ১২:১-৯ পয়দায়েশ ২২:১-১৫
হযরত ইয়াকুব	মিসরে যাবার জন্য আল্লাহ্ ইয়াকুবকে অনুমতি দেন।	পয়দায়েশ ৪৬:১-৪
হযরত মূসা	বনি-ইসরাইলদের পরিচালনা দিয়ে তাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে আনার জন্য নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ মূসাকে দশ-হুকুম নামা দেন।	হিজরত ৩:১-১০ হিজরত ১৯:১-২০:২০
হযরত মূসা, হারুন, মরিয়ম	পারিবারিক গোলমালের জন্য আল্লাহ্ শাস্তির নির্দেশ দেন।	শুমারী ১২:১-১৫
হযরত ইউসা	আল্লাহ্ যেমন মূসার সঙ্গে ছিলেন তেমনি ইউসার সঙ্গে থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।	ইউসা ১:১-৯
হযরত শামুয়েল	আল্লাহ্ শামুয়েলকে তাঁর মুখপাত্র হিসাবে বেছে নেন।	১ শামুয়েল ৩:১-১৮
হযরত ইশাইয়া	আল্লাহ্ তাঁর বার্তা নিয়ে লোকদের কাছে যাবার জন্য ইশাইয়াকে দায়িত্ব দেন।	ইশাইয়া ৬:১-৩
হযরত ইয়ারমিয়া	আল্লাহ্র নবী হবার জন্য ইয়ারমিয়াকে তিনি উৎসাহ দেন।	ইয়ারমিয়া ১:৪-১০
হযরত ইহিস্কেল	ইহিস্কেলকে ইসরাইল দেশে পাঠান যেন তিনি সেই জাতিকে আসন্ন বিচার সম্বন্ধে সাবধান করেন।	ইহিস্কেল ২:১-৮

১৩ তিনি কখনও শাস্তির জন্য,
কখনও নিজের দেশের জন্য,
কখনও বা দয়ার জন্য এসব ঘটান।
১৪ হে আইউব, আপনি এতে কান দিন,
স্থির থাকুন, আল্লাহ্‌র অলৌকিক সমস্ত কাজ
বিবেচনা করুন।
১৫ আপনি কি জানেন, আল্লাহ্‌ কিভাবে সকল
কিছুর উপরে ভার রাখেন,
আর তাঁর মেঘের বিজলি চমকান?
১৬ আপনি কি মেঘমালার দোলন জানেন?
পরম জ্ঞানীর আশ্চর্য কর্মগুলো জানেন?
১৭ যখন দখিনা বায়ুতে দুনিয়া স্তব্ধ হয়,
তখন আপনার কাপড়-চোপড় কেমন উষ্ণ
হয়?
১৮ আপনি কি তাঁর সঙ্গে আসমান বিস্তার
করেছেন,
যা ছাঁচে ঢালা আয়নার মত দৃঢ়?
১৯ আমাদেরকে জানান, তাঁকে কি বলবো?

[৩৭:১৮] দ্বি:বি ২৮:২৩।
[৩৭:১৯] রোমীয় ৮:২৬।
[৩৭:২১] কাজী ৫:৩১।
[৩৭:২২] হিজ ২৪:১৭।
[৩৭:২৩] রোমীয় ১১:৩৩।
[৩৭:২৪] মথি ১০:২৮।
[৩৮:১] হিজ ১৪:২১।
[৩৮:২] মার্ক ১০:৩৮।
[৩৮:৩] মার্ক ১১:২৯।
[৩৮:৪] ১শামু ২:৮।
[৩৮:৫] জাকা ১:১৬; ৪:৯-১০।

আমরা অন্ধকারে আছি বলে আমাদের মামলা তাঁর কাছে নিতে পারি না।
২০ তাঁকে কি বলা যাবে যে, আমি কথা বলবো?
কেউ কি পরাভূত হতে ইচ্ছা করবে?
২১ এখন মানুষ আলোর দিকে তাকাতে পারে না,
যখন তা আসমানে উজ্জ্বল হয়,
যখন বায়ু বয়ে তা পরিষ্কার হয়ে যায়।
২২ উত্তর দিক থেকে সোনালী উজ্জ্বলতা আসে,
আল্লাহ্‌র চারদিকে ভয় জাগানো মহিমা দেখা
যায়।
২৩ সর্বশক্তিমান! তিনি আমাদের বোধের অগম্য;
তিনি পরাক্রমে মহান,
তিনি ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার বিরুদ্ধাচরণ
করেন না।
২৪ এই কারণ মানুষ তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তিনি বিজ্ঞচিত্তদের মুখাপেক্ষা করেন না।

হযরত আইউবের প্রতি মাবুদের কথা

৩৭:১৮ ২৬:৭ আয়াত দেখুন।

৩৭:১৯ আমাদের মামলা তাঁর কাছে নিতে পারি না। আইউব তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে শুনানি নিতে ভীত বোধ করছেন (৩১:৩৫ দেখুন)। এ কারণে ইলীহূ তাকে লজ্জা দিয়েছেন। কিন্তু পরে ইলীহূ তাঁর কণ্ঠস্বর নরম করে নিজেকে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমান ক্ষমতার অধীনস্থ একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

৩৭:২২ উত্তর দিক থেকে সোনালী উজ্জ্বলতা আসে। জবুর ৪৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র চারদিকে ... মহিমা দেখা যায়। ইলীহূ আইউবকে বলছেন যেন তিনি ঝড়ের মাঝে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন (অধ্যায় ৩৮-৪১ দেখুন)।

৩৭:২৪ ভক্তিপূর্ণ ভয় (২৮:২৮ আয়াত দেখুন; পয়দা ২০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৮:১–৪২:৬ আইউবের কাছে আল্লাহ্‌র এই উপস্থিতিতে আমরা দুটি অংশে মাবুদের বক্তৃতা দেখতে পাই (৩৮:১–৪০:২; ৪০:৬–৪১:৩৪) যার উভয়ের পরে আইউবের সংক্ষিপ্ত উত্তর রয়েছে (৪০:৩-৫; ৪২:১-৬)।

৩৮:১ মাবুদ। ইসরাইলীয়দের সাথে চুক্তি স্থাপনকালে আল্লাহ্‌ নিজেকে এই নামে পরিচয় দেন।

ঘূর্ণিবাতাস। ৪০:৬ আয়াতের নোট দেখুন। ইলীহূ আল্লাহ্‌র উপস্থিতির কল্পনা করেছেন সোনালী উজ্জ্বলতা ও ভয় জাগানো মহিমার মধ্য দিয়ে (৩৭:২২)। তিনি ঝড় বা ঘূর্ণিবাতাসেরও পূর্বাভাস দিয়েছেন (৩৭:২২ আয়াতের নোট দেখুন), যেখান থেকে আইউব আল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। আইউব বলেছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যেন তাঁর কথার জবাব দেন (৩১:৩৫)। আর এখন আল্লাহ্‌ আইউবকে জবাব দিচ্ছেন, কিন্তু আইউব নিজের ধার্মিকতার যে স্বীকৃতি দাবী করছিলেন সেভাবে তিনি আইউবকে জবাব দেন নি। বজ্রপাত সহকারে ঘূর্ণিঝড়ের মধ্য দিয়ে ভয় জাগানো মহিমা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌ আইউবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সৃষ্টিকর্তার কাজের ধারা ও চিন্তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা মানুষের বোধের অগম্য। মানুষ কখনোই আল্লাহ্‌র সম পর্যায়ের প্রজ্ঞা ধারণ করতে পারে না (ইশা ৫৫:৮-৯ আয়াত দেখুন)।

৩৮:২ ৩৫:১৬ আয়াত দেখুন। ৪২:৩ আয়াতে আইউব মাবুদের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আল্লাহ্‌ বলছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আইউবের এই অভিযোগ ও ক্ষোভ আসলে অন্যায্য এবং তা তৈরি হয়েছে সীমিত জ্ঞানের কারণে।

৩৮:৩ ৪০:৭ আয়াতে এর পুনরাবৃত্তি দেখা যায় (এর সাথে ৪২:৪ আয়াতও দেখুন)। আল্লাহ্‌ আইউবকে বিবৃতিমূলক প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তাঁর উত্তর দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটির জবাবে শুধু আইউবের অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। আইউবের কষ্টভোগ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ কোন কথাই বলেন নি, এমন কি তিনি বেহেশতী বিচার সম্পর্কে আইউবের অভিযোগ নিয়েও কোন কথা বলেন নি। আইউবকে দোষীও সাব্যস্ত করা হয় নি আবার নির্দোষ বলেও রায় দেওয়া হয় নি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌ আইউবকে অপমান করেন নি বা তাঁকে দোষী বলেন নি। যদি তাঁর তিন বন্ধু পরামর্শদাতাদের কথা ঠিক হত, তাহলে আল্লাহ্‌ সেটাই করতেন। এ কারণে এখানে পরোক্ষভাবে আইউবকে সমস্ত দোষের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে ধার্মিক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে (৪২:৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন)। এর পরে আল্লাহ্‌র এই বচন আইউবকে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তার উপরে পূর্ণ ঈমান স্থাপন করতে সাহায্য করেছে, যদিও তিনি যেভাবে প্রশ্ন করেছিলেন সে অনুসারে সরাসরি কোন উত্তর তিনি পান নি।

৩৮:৪-৩৮ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগতের জড় পদার্থসমূহও তাঁর সার্বভৌমত্ব ও সর্বশক্তিমত্তার কথা সাক্ষ্য দেয় (পৃথিবী, আয়াত ৪-৭, ১৮; সমুদ্র, আয়াত ৮-১১, ১৬; সূর্য, আয়াত ১২-১৫; দক্ষিণা বায়ু, আয়াত ১৭; আলো ও অন্ধকার, আয়াত ১৯-২০; আবহাওয়া, আয়াত ২২-৩০; ৩৪-৩৮; নক্ষত্রপুঞ্জ, আয়াত ৩১-৩৩)। ৩৮:৩৯–৩৯:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:৪-৫ আগুরের প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন ও উপহাসমূলক বক্তব্য দেখা যায় মেসাল ৩০:৪ আয়াতে (ইশা ৪০:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৮ ১ পরে মাবুদ ঘূর্ণিবাতাসের মধ্য
থেকে আইউবকে জবাবে বললেন,
২ এ কে, যে জ্ঞানহীন কথা দ্বারা মন্ত্রণাকে
অন্ধকারে ঢেকে রাখে?
৩ তুমি এখন বীরের মত কোমরবন্ধনী পর;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,
তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও।
৪ যখন আমি দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন করি,
তখন তুমি কোথায় ছিলে?
যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তবে বল,
৫ তুমি কি জান, কে দুনিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ
করলো?
কে তার উপরে মানরজ্জু ধরলো?
৬ তার ভিত্তিগুলো কিসের উপরে স্থাপিত হল?
কে বা তার কোণের পাথর বসালো?
৭ তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগুলো একসঙ্গে
আনন্দধ্বনি করলো,
আল্লাহ্‌র পুত্ররা সকলে জয়ধ্বনি করলো।
৮ কে কবাট দিয়ে সমুদ্রকে রুদ্ধ করলো?
যখন তা বের হল, দুনিয়ার গর্ভাশয় থেকে বের
হল?
৯ তৎকালে আমি মেঘকে তার বস্ত্র করলাম,
ঘন অন্ধকারকে তার আচ্ছাদন করলাম;
১০ আমি তার জন্য আমার বিধি নির্ধারণ করলাম,
অর্গল ও কবাট স্থাপন করলাম,
১১ বললাম, তুমি এই পর্যন্ত আসতে পার, আর
নয়;
এই স্থানে তোমার তরঙ্গের গর্ব নিবারিত হবে।
১২ তুমি কি আজন্মকাল কখনও প্রভাতকে হুকুম
দিয়েছ,
অরুণকে তার উদয় স্থান জানিয়েছ;
১৩ যেন তা দুনিয়ার প্রান্ত সকল ধরে,
আর দুষ্টদেরকে তা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়?
১৪ দুনিয়া সীলমোহরকৃত মাটির মত আকার পায়,
সকলই কাপড়ের মত প্রকাশ পায়;
১৫ দুষ্টদের থেকে আলো নিবারিত হয়,
আর তাদের উঁচু বাহু ভেঙ্গে যায়।
১৬ তুমি কি সমুদ্রের উৎসে প্রবেশ করেছ?
জলধি-তলে কি পদার্পণ করেছ?
১৭ তোমার কাছে কি মৃত্যুর কবাট প্রকাশিত
হয়েছে?
তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখেছ?
১৮ এই দুনিয়াটা কত বড় তা কি তুমি জান?
বল, যদি সমস্তই জান।
১৯ আলোর নিবাসে যাবার পথ কোথায়?
অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায়?
২০ তুমি কি তার সীমাতে তাকে নিয়ে যেতে
পার?
তার বাড়ি যাবার পথ কি তুমি জান?
২১ আছ বৈ কি, তখন তো তোমার জন্ম
হয়েছিল!
তোমার তো অনেক বয়স হয়েছে!
২২ তুমি কি তুষারের ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছ,
সেই শিলাবৃষ্টির ভাণ্ডার কি তুমি দেখেছ,
২৩ যা আমি সঙ্কটকালের জন্য রেখেছি,
সংগ্রাম ও যুদ্ধ দিনের জন্য রেখেছি?
২৪ কোন্ পথ দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে,
ও পূর্বীয় বায়ু ভুবনময় ব্যাপ্ত হয়?
২৫ অতিবৃষ্টির জন্য কে প্রণালী কেটেছে,
বজ্র-বিদ্যুতের জন্য কে পথ করেছে,
২৬ যেন নির্জন দেশে বৃষ্টি পড়ে,
জনশূন্য মরুভূমিতে বর্ষা হয়,
২৭ যেন মরুভূমি ও শুকনো স্থান তৃপ্ত হয়,
এবং কোমল ঘাস উৎপন্ন হয়?
২৮ বৃষ্টির পিতা কেউ কি আছে?
শিশির-বিন্দুগুলোর জনকই বা কে?
২৯ বরফ কার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়েছে?
আকাশ থেকে যে তুষার পড়ে তার জন্ম কে

[৩৮:৭] পয়দা ১:১৬।
[৩৮:৮] জবুর ৩৩:৭।
[৩৮:৯] পয়দা ১:২।
[৩৮:১০] ইশা ৪০:১২।
[৩৮:১১] জবুর ৬৫:৭।
[৩৮:১৩] জবুর ১০৪:৩৫।
[৩৮:১৪] হিজ ২৮:১১।
[৩৮:১৫] পয়দা ১৭:১৪।
[৩৮:১৭] প্রকা ১:১৮।
[৩৮:১৮] ইশা ৪০:১২।
[৩৮:১৯] পয়দা ১:৪।
[৩৮:২২] দ্বি:বি ২৮:১২।
[৩৮:২৩] প্রকা ১৬:২১।
[৩৮:২৪] ইয়ার ১০:১৩; ৫১:১৬।
[৩৮:২৬] ইশা ৪১:১৮।
[৩৮:২৭] জবুর ১০৪:১৪।
[৩৮:৩১] আমোস ৫:৮।
[৩৮:৩২] ইশা ১৩:১০।
[৩৮:৩৩] জবুর ১৪৮:৬।
[৩৮:৩৬] ইয়াকুব ১:৫।

৩৮:৭ জবুর ১৪৮:২-৩ আয়াত দেখুন এবং জবুর ৬৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। যখন এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয় তখন সেখানে ফেরেশতারা সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা গজল গেয়েছিলেন, কিন্তু আইউব সেখানে ছিলেন না (৪-৫ আয়াত দেখুন)। এ কারণে দুনিয়া ও মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা তার লেশমাত্র উপলব্ধি করার প্রত্যাশা করা আইউবের উচিত নয়।

আল্লাহ্‌র পুত্ররা। ফেরেশতাগণ। এই আয়াতসহ ১:৬ ও ২:১ আয়াতের দেখুন।

৩৮:১০-১১ জবুর ৩৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন; ইয়ার ৫:২২।

৩৮:১১ বললাম। পিতা আল্লাহ্‌ তাঁর মুখের কথায় সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যেভাবে আল্লাহ্‌র পুত্র করেছেন (মার্ক ৪:৪১; লূক ৮:২৪-২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৮:১২-১৩ ভোরের সূর্যের আলোতে দুষ্টরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়।

৩৮:১৪ সীলমোহরকৃত মাটি। সম্ভবত বেলনাকৃতির কোন সীলমোহর (পয়দা ৩৮:১৮) বা কোন গোলাকৃতির চ্যাপ্টা সীলমোহর।

৩৮:১৫ দুষ্টদের আলো। দুষ্টেরা যখন সক্রিয় থাকে তখন তাদের মধ্য হতে রাতের কালো অন্ধকার নির্গত হয়, যা আলোকে ঢেকে দেয় (ইউহোন্না ৩:১৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে লূক ১১:৩৫ আয়াত দেখুন)।

তাদের উঁচু বাহু ভগ্ন হয়। ২২:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:১৬ সমুদ্রের উৎস। পয়দা ৭:১১; ৮:২ আয়াত দেখুন।

৩৮:১৭ মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার। ১৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২৬:৫-৬ আয়াতও দেখুন।

৩৮:২২-২৩ শিলাবৃষ্টি ... সংগ্রাম ও যুদ্ধ দিন। হোসিয়া ১০:১১; ইশা ২৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:২৪ পূর্বীয় বায়ু। ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:৩১-৩২ কৃত্তিকা ... কালপুরুষ ... সপ্তর্ষি। ৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:৩৬ অন্তঃকরণ ... মন। এই দুটি শব্দের উৎসগত অর্থ মূলত দুটি পাখির নাম নির্দেশ করে। এদের মধ্যে প্রথমটির ইংরেজী নাম রনরং বা এক প্রকার সারস পাখি, যা আবহাওয়ার

দিয়েছে?
৩০ পানি জমে পাথরের মত হয়,
জলধির মুখ কঠিন হয়ে যায়।
৩১ তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্রগুলোকে বাঁধতে পার?
কালপুরুষ নামে তারার কটিবন্ধ কি খুলতে পার?
৩২ রাশিগুলোকে কি স্ব স্ব ঋতুতে চালাতে পার?
সপ্তর্ষি ও তার পুত্রদেরকে পথ দেখাতে পার?
৩৩ তুমি কি আকাশমণ্ডলের অনুশাসন জান?
দুনিয়াতে তার কর্তৃত্ব কি নির্ধারণ করতে পার?
৩৪ তুমি কি মেঘ পর্যন্ত তোমার ধ্বনি তুলতে পার?
যেন অতিবৃষ্টি তোমাকে আচ্ছন্ন করে?
৩৫ তুমি কি বিদ্যুৎগুলো পাঠালে তারা যাবে?
তোমাকে কি বলবে, এই যে আমরা!
৩৬ কে অন্তঃকরণকে জ্ঞান দিয়েছে?
মনকে কে বুদ্ধি দিয়েছে?
৩৭ কে প্রজ্ঞাবলে মেঘগুলোকে গণনা করতে পারে?
আসমানের কুপাগুলো কে উল্টাতে পারে,
৩৮ যাতে ধূলা দ্রবীভূত ধাতুর মত গলে যায়,
ও মাটি জমাট বাঁধে?
৩৯ তুমি কি সিংহীর জন্য শিকার খোঁজ করবে?
সিংহের বাচ্চাদের ক্ষুধা কি নিবৃত্ত করবে,
৪০ যখন তারা গুহামধ্যে শয়ন করে,
গুপ্ত স্থানে বসে শিকারের অপেক্ষায় থাকে?
৪১ কে দাঁড়কাককে আহার জোগায়,
যখন তার বাচ্চাগুলো আল্লাহ্‌র কাছে আর্তনাদ করে,
ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে?

৩৯ ১ তুমি কি শৈলবাসী বন্য ছাগীগুলোর প্রসবকাল জান?
হরিণীর প্রসবের রীতি কি নির্ণয় করতে পার?
২ তারা কত মাস গর্ভধারণ করে,
তা কি নির্ণয় করতে পার?
তাদের প্রসবকাল কি জান?
৩ তারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি দুঃখ ঝেড়ে ফেলে।
৪ তাদের বাচ্চাগুলো বলবান হয়,
তারা মাঠে বৃদ্ধি পায়, প্রস্থান করে,
আর ফিরে আসে না।
৫ কে বন্য গাধাকে স্বাধীন করে ছেড়ে দিয়েছে?
কে তাদের বন্ধন মুক্ত করেছে?
৬ আমি মরুভূমিতে তার বাড়ি করেছি,
লবণ-ভূমিকে তার নিবাস করেছি।
৭ সে নগরের কলরবকে পরিহাস করে,
চালকের আওয়াজ শোনে না।
৮ পর্বতশ্রেণী তার চারণভূমি;
সে যাবতীয় নবীন ঘাসের খোঁজ করে।
৯ বন্য ষাঁড় কি তোমার সেবা করতে সম্মত হবে?
সে কি তোমার যাবপাত্রের কাছ থাকবে?
১০ তুমি কি জমিতে বন্য ষাঁড়কে লাঙ্গলে বাঁধতে পার?
সে কি তোমার পেছন পেছন ক্ষেতে মই দেবে?
১১ তার প্রচুর বলের জন্য তুমি কি তাকে বিশ্বাস করবে?
তোমার কাজ কি তাকে করতে দেবে?
১২ তুমি কি তার প্রতি এমন বিশ্বাস রাখবে যে,
সে তোমার শস্য আনবে, তা খামারে একত্র করবে?
১৩ উট পাখির ডানা উল্লাস করে,
কিন্তু সারসের ডানা ও পালকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

[৩৮:৩৭] ইউসা ৩:১৬।
[৩৮:৩৮] লেবীয় ২৬:১৯।
[৩৮:৩৮] ১বাদশা ১৮:৪৫।
[৩৮:৩৯] পয়দা ৪৯:৯।
[৩৮:৪১] পয়দা ৮:৭; লূক ১২:২৪।
[৩৯:১] দ্বি:বি ১৪:৫।
[৩৯:২] পয়দা ৩১:৭-৯।
[৩৯:৫] পয়দা ১৬:১২।
[৩৯:৬] জবুর ১০৭:৩৪; ইয়ার ২:২৪।
[৩৯:৮] ইশা ৩২:২০।
[৩৯:৯] শুমারী ২৩:২২।
[৩৯:১০] জবুর ৩২:৯।
[৩৯:১১] জবুর ১৪৭:১০।
[৩৯:১৩] জাকা ৫:৯।
[৩৯:১৫] ২বাদশা ১৪:৯।
[৩৯:১৬] মাতম ৪:৩।

[৩৯:২০] যেয়েল ২:৪-৫; প্রকা ৯:৭।

পূর্বাভাস দিতে পারে বলে মনে করা হত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে rooster বা মোরগ। মাবুদের প্রথম বক্তব্যের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অংশের সূচনা করেছে এই আয়াতটি।

৩৮:৩৯–৩৯:৩০ আল্লাহ্‌র জীবন্ত সৃষ্টি তাঁর সার্বভৌমত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ও মহব্বতের সাক্ষ্য দেয় (সিংহ, ৩৮:৩৯-৪০; দাঁড়কাক, ৩৮:৪১; বন্য ছাগী, ৩৯:১-৪; বন্য গাধা, আয়াত ৫-৮; বন্য ষাঁড় আয়াত ৯-১২; উট পাখি, আয়াত ১৩-১৮; ঘোড়া, আয়াত ১৯-২৫; বাজ পাখি, আয়াত ২৬; ঈগল পাখি, আয়াত ২৭-৩০)। ৩৮:৪-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:৪১ কে দাঁড়কাককে আহার জোগায়? আল্লাহ্‌ সমস্ত প্রকার পাখির যত্ন নেন ও তাদের খাবার যুগিয়ে দেন, যাদের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে দাঁড়কাকের কথা বলা হয়েছে (লূক ১২:২৪ আয়াতের সাথে মথি ৬:২৬ আয়াতের তুলনা করুন)।

৩৯:৫ বন্য গাধা। ২৪:৫ আয়াত দেখুন; সেই সাথে পয়দা ১৬:১২ আয়াদে ইসমাইলের বর্ণনা দেখুন এবং উক্ত আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:৯-১২ এর আগে বন্য গাধা এবং গৃহপালিত গাধার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৭ দেখুন), সে কারণে এখানে স্পষ্টভাবে বন্য ষাঁড় এবং গৃহপালিত ষাঁড়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে।

৩৯:১১ প্রচুর বল। পুরাতন নিয়মে বন্য ষাঁড়কে অনেক সময় শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন শুমারী ২৩:২২; ২৪:৮; দ্বি.বি. ৩৩:১৭; জবুর ২২:২১; ২৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। হাতি ও গন্ডারের পর বন্য ষাঁড় ছিল পুরাতন নিয়মের যুগের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী স্থলচর পশু।

৩৯:১৩-১৮ এই অংশটি একেবারে আলাদা, কারণ এখানে আল্লাহ্‌ আইউবকে কথার মধ্য দিয়ে কোন প্রশ্ন করেন নি।

৩৯:১৩ সারসের ডানা ও পালক। সারস পাখির ডানা বিশেষভাবে বৃহদাকৃতি ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল (জাকা ৫:৯ আয়াত দেখুন)।

৩৯:১৮ ঘোড়া ও তার সওয়ার। এই কথাটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করেছে।

৩৯:১৯-২৫ এই আলোচ্য অংশে ঘোড়া একমাত্র গৃহপালিত পশু। বস্তুত যদিও বিষয়টি অপ্রত্যাশিত, তথাপি তা আল্লাহ্‌র লক্ষ্য সাধিত করেছে, যেহেতু এখানে যুদ্ধের ঘোড়াকে সামনে রেখে কথাটি বরা হয়েছে।

৩৯:২০ পঙ্গপালের মত। ইয়ারমিয়া ৫১:২৭; প্রকা ৯:৭ আয়াতেও ঘোড়া ও পঙ্গপালকে এক সাথে তুলনা করা হয়েছে;

দুঃখ-কষ্টভোগ সম্বন্ধে চারটি মতামত

শয়তানের অভিমত	লোকেরা আল্লাহ্‌র উপর মাত্র তখনই বিশ্বাস করে যখন তারা জীবনে দুঃখ-কষ্ট নয়, কিন্তু উন্নতি লাভ করে। এই অভিমতটি ভুল।
আইউবের তিন বন্ধুর অভিমত	পাপের বিচার হিসাবে আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। এই অভিমতটি সব সময় সত্যি নয়।
ইলিহূর অভিমত	দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা হল আল্লাহ্‌র একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে তিনি শৃঙ্খলা শিক্ষা দেন ও সংশোধন করেন। এটা সত্যি কিন্তু অপর্যাপ্ত তথ্য।
আল্লাহ্‌র অভিমত	দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ প্রকৃতপক্ষে যা তাতেই যেন আমরা নির্ভর করি তা শিক্ষা পাই, কিন্তু তিনি যা করেন তার উপর নির্ভর করতে শিক্ষা পাই না।

হযরত আইউব ও ঈসা মসীহ্‌

আইউব নবীর কিতাব ও ইঞ্জিল শরীফের মধ্যেকার সম্পর্ক খুবই গভীর, কারণ আইউব যেসব প্রশ্ন করেছেন ও সমস্যা তুলে ধরেছেন তার উত্তর মাত্র প্রভু ঈসা মসীহের মধ্যেই নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়।

বিষয় ও আইউব কিতাবে এর রেফারেন্স	কেমনভাবে ঈসা মসীহ্‌ এর নিখুঁত উত্তর
আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানোর জন্য কাউকে না কাউকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে (৯:৩২,৩৩)।	১ তীমথিয় ২:৫
মৃত্যুর পরে কি কোন জীবন আছে (১৪:১৪)?	ইউহোন্না ১১:২৫
আমাদের পক্ষে বেহেশতে একজন আছেন কাজ করার জন্য (১৬:১৯)।	ইবরানী ৯:২৪
এমন একজন আছেন যিনি আমাদের শাস্তি ও বিচার থেকে রক্ষা করতে পারেন (১৯:২৫)।	ইবরানী ৭:২৪, ২৫
আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি (২১:৭-১৫)?	মথি ১৬:২৬; ইউহোন্না ৩:১৬
আল্লাহ্‌কে আমরা কোথায় পেতে পারি (২৩:৩-৫)?	ইউহোন্না ১৪:৯

১৪ সে তো ভূমিতে তাঁর ডিম পারে,
ধুলায় উষ্ণ হতে দেয়।
১৫ তার মনে থাকে না যে, হয়তো চরণে তা চূর্ণ
করবে,
কিংবা বন্য পশু তা দলিত করবে।
১৬ সে তাঁর বাচ্চাগুলোর প্রতি নির্দয় ব্যবহার
করে,
প্রসব-বেদনা বিফল হলেও নিশ্চিন্ত থাকে;
১৭ যেহেতু আল্লাহ্ তাকে জ্ঞানহীন করেছেন,
তাকে বুদ্ধি দেন নি।
১৮ সে যখন পাখা তুলে গমন করে,
তখন ঘোড়া ও তার সওয়ারকে পরিহাস করে।
১৯ তুমি কি ঘোড়াকে শক্তি দিয়েছ?
তার ঘাড়ে কি সুন্দর কেশর দিয়েছ?
২০ তাকে কি পঙ্গপালের মত লাফ দেওয়াতে
পেরেছ?
তার নাসিকা ধ্বনির তেজ অতি ভয়ানক।
২১ সে উপত্যকায় খুর ঘসে,
নিজের বিক্রমে উল্লাস করে,
অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়।
২২ সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, উদ্বিগ্ন হয় না,
তলোয়ারের সম্মুখ থেকে ফেরে না,
২৩ তূণ তাঁর বিরুদ্ধে আওয়াজ করে,
শাণিত বর্শা ও শূল আওয়াজ করে।
২৪ সে উগ্রতায় ও ক্রোধে ভূমি খেয়ে ফেলে,
তূরীবাদ্য শুনলে দাঁড়িয়ে থাকে না।
২৫ তূরী ধ্বনির সঙ্গে সে হ্রেষা আওয়াজ করে,
দূর থেকে যুদ্ধের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ শোনে।
২৬ তোমারই বুদ্ধিতে কি বাজপাখি ওড়ে,
দক্ষিণ দিকে তাঁর পাখা মেলে দেয়?
২৭ তোমারই হুকুমনামায় কি ঈগল উপরে উঠে,
উঁচু স্থানে তার বাসা করে?
২৮ সে শৈলে বসতি করে, সেখানে তার বাসা,
সে শৈলাগ্রে ও দুর্গম স্থানে থাকে।
২৯ সেখান থেকে সে শিকার অবলোকন করে,
তার চোখ দূর থেকে তা নিরীক্ষণ করে।
৩০ তার বাচ্চাগুলোও রক্ত চোষে,
যে স্থানে লাশ, সেই স্থানে সেও থাকে।

৪০ ১ মাবুদ আইউবকে আরও বললেন,
২ সর্বশক্তিমানের সঙ্গে যে ঝগড়া
করছে সে কি তাঁকে সংশোধন করবে?
আল্লাহ্র সঙ্গে বিতর্ককারী এর উত্তর দিক।

মাবুদের প্রতি হযরত আইউবের কথা

৩ তখন আইউব জবাবে মাবুদকে বললেন,
৪ দেখ, আমি অযোগ্য; তোমাকে কি জবাব
দেব?
আমি নিজের মুখে হাত দিই।
৫ আমি একবার কথা বলেছি, আর জবাব দেব
না;
দুই বার বলেছি, পুনর্বার বলবো না।

হযরত আইয়ুবের প্রতি মাবুদের আহ্বান

৬ মাবুদ ঘূর্ণিবাতাসের মধ্য থেকে আইউবকে
আরও বললেন,
৭ তুমি এখন বীরের মত কোমরবন্ধনী পর;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝিয়ে
দাও।

[৩৯:২১] ইয়ার ৮:৬।
[৩৯:২৩] ইশা ৫:২৮।
[৩৯:২৪] আমোস ৩:৬।
[৩৯:২৫] ইয়ার ৮:৬।
[৩৯:২৭] ওব ১:৪; হবক ২:৯।
[৩৯:২৮] ইয়ার ৪৯:১৬; ওব ১:৩।
[৩৯:৩০] মথি ২৪:২৮।
[৪০:২] রোমীয় ৯:২০।
[৪০:৪] কাজী ১৮:১৯।
[৪০:৬] হিজ ১৪:২১।
[৪০:৮] রোমীয় ৩:৩।
[৪০:৯] ইশা ৬:৮; ইহি ১০:৫।
[৪০:১০] জবুর ২৯:১-২।
[৪০:১১] জবুর ৭:১১; ইশা ৫:২৫।
[৪০:১২] ১শামু ২:৭; ১পিতর ৫:৫।
[৪০:১৩] শুমারী ১৬:৩১-৩৪।
[৪০:১৪] ইশা

যোয়েল ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:২৬ বাজপাখি। এই প্রজাতির পাখি ইসরাইলে সব সময় দেখা না গেলেও শীতকালে অতিথি পাখি হিসেবে এদের আগমন ঘটত।

৩৯:২৭ ঈগল। অথবা এখানে "শকুন" বোঝানো হয়ে থাকতে পারে (আয়াত ৩০)।

৪০:১-২ আল্লাহ্র প্রথম বক্তৃতার সমাপ্তি। আবারও এখোনে আল্লাহ্ তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আইউবকে জবাব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

৪০:৩-৫ এর আগেই আইউব যথেষ্ট তিরস্কৃত হয়েছেন, এ কারণে তিনি দ্বিতীয়বার কোন অভিযোগ জানাতে অস্বীকৃতি জানালেন।

৪০:৪ আমি অযোগ্য। হিব্রু ভাষায় এই শব্দটির অর্থ বোঝানো যেতে পারে "ছোট" বা "তাৎপর্যহীন"।

৪০:৫ একবার ... দুই বার। ৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:৬ ৩৮:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:৭ ৩৮:৩ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:৮-১৪ আল্লাহ্র দ্বিতীয় বক্তৃতার প্রারম্ভিক অংশ, যা শেষ হয়েছে ৪১:৩৪ আয়াতে গিয়ে। এই অংশটি প্রথম বক্তৃতার মত নয়, কারণ এখানে আল্লাহ্ তাঁর নিজের বিচার নিয়ে এবং আইউব যেভাবে নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন তা নিয়ে কথা বলেছেন। ২১ ও ২৪ অধ্যায়ে আইউব দুষ্টদের মন্দ কাজের প্রতি আল্লাহ্র উদাসীনতার প্রতি অভিযোগ করেছেন। এখানে মাবুদ তাঁর নিজ বিচার সাধনের ক্ষেত্রে তাঁর সক্ষমতা ও তাঁর প্রত্যয়ের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, যার উপরে আইউবের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এ কারণে পরোক্ষভাবে আইউবকে তাঁর অভিযোগের সমস্ত বিষয়, এমনকি তাঁর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার প্রচেষ্টাকেও (আয়াত ১৪ দেখুন) শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (আয়াত ৯ দেখুন)।

৪০:৮ নিজে ধার্মিক হবার জন্য আমাকে দোষী করবে? ১৯:৬ আয়াতে আইউব বলেছেন, "আল্লাহ্ আমার প্রতি অন্যায় করেছেন।"

৪০:১০ গৌরব ও মহিমা পরিধান কর। এই অংশটির ভাবার্থক একই হিব্রু বাক্যাংশ জবুর ১০৪:১ আয়াতে দেখা যায়। "তুমি গৌরব ও মহিমা পরিহিত।" এখানে মাবুদ আইউবকে গৌরবের পোশাক পরিধান করার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন– যদি তিনি তা পারেন।

পরিধান কর। জবুর ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১১-১২ ইশা ১৩:১১ আয়াত দেখুন, যেখানে মাবুদ এই সমস্ত কাজ করেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪০:১৩ ধূলি। ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১৪ তোমার ডান হাত তোমাকে বিজয়ী করতে পারে। এর

৮ তুমি কি সত্যিই আমার বিচার অগ্রাহ্য করবে?
নিজে ধার্মিক হবার জন্য আমাকে দোষী
করবে?
৯ তোমার কি আল্লাহ্‌র মত বাহু আছে?
তুমি কি তাঁর মত বজ্রনাদ করতে পার?
১০ তবে প্রাধান্যে ও মহত্বে বিভূষিত হও,
গৌরব ও মহিমা পরিধান কর।
১১ তোমার ভীষণ গজব ঢেলে দাও,
প্রত্যেক অহঙ্কারীকে দেখামাত্র নত কর;
১২ দেখামাত্র তার অহঙ্কার খর্ব কর,
দুষ্টদেরকে স্ব স্ব স্থানে দলিত কর;
১৩ তাদেরকে একসঙ্গে ধূলিতে আচ্ছন্ন কর,
গুপ্ত স্থানে তাদের মুখ বন্ধ কর।
১৪ তখন আমিও তোমার এই প্রশংসা করবো,
তোমার ডান হাত তোমাকে বিজয়ী করতে
পারে।
১৫ বহেমোৎকে দেখ, আমি তোমার সঙ্গে তাকেও
নির্মাণ করেছি;
সে গরুর মতই ঘাস খায়।
১৬ দেখ, তার কোমরে তার বল,
উদরস্থ পেশীতে তার সামর্থ।
১৭ সে এরস গাছের মত লেজ নাড়ে,
তার উরুদ্বয়ের শিরাগুলো জোড়া।
১৮ তার অস্থিগুলো ব্রোঞ্জের নলের মত,
তার পাঁজর লোহার অর্গলবৎ;
১৯ আল্লাহ্‌র কাজের মধ্যে সে অগ্রগণ্য;
তবুও তার নির্মাতা তলোয়ার নিয়ে তার কাছে
যান।
২০ পর্বতমালা তার খাদ্য যোগায়;
সমস্ত বন্য পশুও সেই স্থানে ক্রীড়া করে।
২১ সে শয়ন করে পদ্মবনে,
নল-বনের অন্তরালে, জলাভূমিতে।
২২ পদ্ম গাছ তার নিচে তাকে আচ্ছাদন করে,
উপত্যকার বাইশি গাছ তার চারদিকে থাকে।
২৩ দেখ, নদী উত্তাল হলে সে ভয় করে না,
জর্ডান ছাপিয়ে তার মুখে এসে পড়লেও সে
সুস্থির থাকে।
২৪ সে সজাগ থাকলে কে তাকে ধরতে পারে?
দড়ি দিয়ে কে তার নাসিকা ফুঁড়তে পারে?

৪১ ১ তুমি কি বড়শীতে লিবিয়াথনকে
তুলতে পার?
দড়ি দিয়ে তার জিহ্বা বাঁধতে পার?
২ নলকাঠি দিয়ে কি তার নাক কি ফুঁড়তে পার?
বর্শা দিয়ে তার হনূ কি বিঁধতে পার?
৩ সে কি তোমার কাছে বহু ফরিয়াদ করবে,
বা তোমাকে কোমল কথা বলবে?
৪ সে কি তোমার সঙ্গে চুক্তি করবে?
তুমি কি তাকে নিয়ে চিরদিনের জন্য গোলাম
করবে?
৫ পাখির সঙ্গে যেমন খেলা করে,
তেমনি কি তার সঙ্গে খেলা করবে?
তোমার যুবতীদের জন্য কি তাকে বেঁধে
রাখবে?
৬ জেলের দল কি তাকে দিয়ে ব্যবসা করবে?
অংশ অংশ করে কি বণিকদেরকে দেবে?
৭ তুমি কি তার চামড়া লোহার ফলা দিয়ে,
তার মাথা ধীবরের টেঁটা দিয়ে বিঁধতে পার?
৮ তোমার হাত তার উপরে রাখ;
যুদ্ধ স্মরণ কর, আর সেরকম করো না।
৯ দেখ, তাকে ধরবার প্রত্যাশা মিথ্যা;
তাকে দেখামাত্র লোকে কি পড়ে যায় না?
১০ তাকে জাগাবে, এমন সাহসী কেউ নেই;

৪১:১০। [৪০:১৫] ইশা ১১:৭; ৬৫:২৫। [৪০:১৮] ইশা ১১:৪; ৪৯:২। [৪০:১৯] জবুর ৪০:৫; ১৩৯:১৪; ইশা ২৭:১। [৪০:২০] জবুর ১০৪:১৪। [৪০:২১] পয়দা ৪১:২; জবুর ৬৮:৩০; ইশা ৩৫:৭। [৪০:২২] জবুর ১:৩; ইশা ৪৪:৪। [৪০:২৩] ইশা ৮:৭; ১১:১৫। [৪০:২৪] ২বাদশা ১৯:২৮; ইশা ৩৭:২৯। [৪১:৩] ১বাদশা ২০:৩১। [৪১:৪] হিজ ২১:৬। [৪১:১০] ২খান্দান ২০:৬; ইশা ৪৬:৫; ইয়ার ৫০:৪৪; প্রকা ৬:১৭। [৪১:১১] জবুর ২৪:১; ৫০:১২; ইউসা ৩:১১; প্রেরিত ৪:২৪; ১করি ১০:২৬।

[৪১:১৪] জবুর ২২:১৩।

সাথে তুলনা করুন জবুর ৪৯:৭-৯ আয়াত (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:১৫-২ এই আলোচনার দুটি পদ্যের মধ্যে প্রথমটি (৪১ অধ্যায়ে দ্বিতীয়টি শুরু হয়েছে)। দুটি পদ্যই একটি বৃহদাকৃতির পশুর বর্ণনা দিয়েছেন এবং ৩৯ অধ্যায়ে প্রাণী নিয়ে যে ভাব-ধারায় আলোচনার ধারাবাহিকতা চলছিল তা ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

৪০:১৫ বহেমোৎ। হিব্রু এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে "শ্রেষ্ঠ পশু," যার মধ্য দিয়ে কোন বৃহৎ স্থলচর পশুর কথা বলা হয়েছে। এই অংশে অর্থাৎ ১৬-২৪ আয়াতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার অধিকাংশই অত্যন্ত উচ্চমার্গীয় ও সাঙ্কেতিক।

আমি ... নির্মাণ করেছি। এটি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট একটি প্রাণী, কোন পৌরাণিক বা রূপকথার পশু নয়।

৪০:১৮ লোহা। ১৯:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১৯ আল্লাহ্‌র কাজের মধ্যে সে অগ্রগণ্য। মেসাল ৮:২২ আয়াতে এই বাক্যাংশের হিব্রু সংস্করণের অনুবাদ করা হয়েছে "তাঁর হাতের কাজ", যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রজ্ঞাকে বোঝানো হয়েছে (মেসাল ৮:১২ আয়াত দেখুন)। এখানে বহেমোৎ কথাটির মধ্য দিয়ে এমন একটি বড় প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীনে থাকে।

৪০:২১-২৩ পদ্মবন ... নল বন ... জলাভূমি। যে এলাকার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তা সম্ভবত গালীল সাগরের উত্তর দিকে অবস্থিত হুলিহ্ অঞ্চল।

৪০:২৪ বহেমোৎকে ধরার কথাটি বলার মধ্য দিয়ে লিবিয়াথনকে ধরার বিষয়ে কথা শুরু করা হয়েছে ৪১:১ আয়াতে।

৪১:১-৩৪ আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বক্তব্যের দুটি পদ্যের মধ্যে দ্বিতীয়টি (৪০:১৫-২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪১:১ লিবিয়াথন। এই অধ্যায়ে লিবিয়াথনের বর্ণনা শুনলে বোঝা যায় তা ৪০ অধ্যায়ে বর্ণিত বহেমোতের চেয়েও বেশি ভয়ানক ছিল।

৪১:১০ লিবিয়াথন শক্তিশালী বটে, কিন্তু আল্লাহ্ আরও বেশি ক্ষমতাধর।

৪১:১১ রোমীয় ১১:৩৫ আয়াতে পৌলের কথায় এই বক্তব্যের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়।

৪১:১৪-১৫ মুখের কবাট ... দন্তাবলি চারদিকে ত্রাস ... তার মেরুদণ্ড ফলকশ্রেণীর মত শোভা পায়। এর সাথে কুমিরের শারীরিক আকৃতির বর্ণনা মিলে যায়।

তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াতে পারে?
১১ কে আগে আমার উপকার করেছে যে, আমি
তার প্রত্যুপকার করবো?
সমস্ত আসমানের নিচে সকলই আমার।
১২ তার অঙ্গের সম্বন্ধে আমি নীরব থাকব না,
তার বিপুল বল ও শরীরের সৌষ্ঠবের কথা
বলবো।
১৩ তার বর্ম কে খুলে দিতে পারে?
তার দন্তশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যেতে পারে?
১৪ তার মুখের কবাট কে খুলতে পারে?
তার দন্তাবলীর চারদিকে ত্রাস থাকে।
১৫ তার মেরুদণ্ড ফলকশ্রেণীর মত শোভা পায়,
তা সীলমোহরের মত দৃঢ়ভাবে বদ্ধ।
১৬ সেসব পরস্পর এমন সংলগ্ন যে,
তার অন্তরালে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না।
১৭ সেসব পরস্পর সংযুক্ত, সেগুলো একত্র
সংলগ্ন,
কিছুতেই আলাদা করা যায় না।
১৮ তার হাঁচিতে আলো ছুটে বের হয়;
তার নয়ন প্রভাতের সূর্যরশ্মির মত।
১৯ তার মুখ থেকে জ্বলন্ত মশাল বের হয়,
আগুনের ফুল্‌কি উৎপন্ন হয়।
২০ তার নাসারন্ধ্র থেকে ধোঁয়া বের হয়,
যেমন ফুটন্ত পাত্র ও নল-খাগড়ার ধোঁয়া।
২১ তার নিশ্বাসে অঙ্গার জ্বলে উঠে,
তার মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হয়।
২২ তার গ্রীবায় বল অবস্থিতি করে,
তার সম্মুখে ত্রাস নৃত্য করে।
২৩ তার মাংসের ভাঁজ পরস্পর সংযুক্ত;
তা তার উপরে দৃঢ়ীভূত, সরতে পারে না।
২৪ তার হৃৎপিণ্ড পাথরের মত দৃঢ়,
যাঁতার নিচের পাটের মত দৃঢ়।
২৫ সে উঠলে বলবানেরাও উদ্বিগ্ন হয়,
ভয়ীণ ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।
২৬ তলোয়ার দিয়ে তাকে আক্রমণ করলে কিছু
হবে না,
বর্শা, তীর ও বল্লম বিফল হয়।
২৭ সে লোহাকে নাড়ার মত,
পিত্তলকে পচা কাঠের মত জ্ঞান করে।
২৮ ধনুর্বাণ তাকে তাড়াতে পারে না,
ফিঙ্গার পাথর তার কাছে যেন তুষ।
২৯ সে গদাকে এক টুকরা খড়ের মতই মনে
করে,
বর্শার শব্দে সে হাসে।
৩০ তার তলদেশ শাণিত খোলার মত,
সে কাদার উপর দিয়ে কাঁটার মই চালায়।
৩১ সে অগাধ পানিকে পাত্রের পানির মত
ফোটায়।
সে সমুদ্রকে মলমের মত করে।
৩২ তার পিছনে পথ চক্‌মক করে,
জলধির পাকা চুলের মত মনে হয়।
৩৩ দুনিয়াতে তার মত কিছুই নেই;
তাকে নির্ভীক করে নির্মাণ করা হয়েছে।
৩৪ সে যাবতীয় উচ্চবস্তু দর্শন করে,
যাবতীয় গর্বিত-সন্তানের বাদশাহ্ হয়।

হযরত আইউবের উক্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ

৪২ ১ পরে আইউব মাবুদকে জবাবে
বললেন,
২ আমি জানি, তুমি সবই করতে পার;
কোন সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।
৩ এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে?
সত্যি আমি তা-ই বলেছি, যা বুঝি নি,
যা আমার পক্ষে অদ্ভুত, আমার অজ্ঞাত।
৪ আরজ করি, নিবেদন শোন, আমি কিছু বলি;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝিয়ে
দাও।

[৪১:১৯] দানি ১০:৬।
[৪১:২০] জবুর ১৮:৮।
[৪১:২১] জবুর ১৮:৮; ইশা ১০:১৭; ইয়ার ৪:৪।
[৪১:২৪] মথি ১৮:৬।
[৪১:২৬] ইউসা ৮:১৮।
[৪১:২৮] জবুর ৯১:৫।
[৪১:৩০] ইশা ২৮:২৭; ৪১:১৫; আমোস ১:৩।
[৪১:৩১] ১শামু ২:১৪।
[৪১:৩৪] জবুর ১৮:২৭; ১০১:৫; ১৩১:১; মেসাল ৬:১৭; ২১:৪; ৩০:১৩।
[৪২:২] পয়দা ১৮:১৪; মথি ১৯:২৬।
[৪২:৫] কাজী ১৩:২২; ইশা ৬:৫; মথি ৫:৮; লূক ২:৩০; ইফি ১:১৭-১৮।
[৪২:৬] ইহি ৬:৯; রোমীয় ১২:৩।
[৪২:৭] ইউসা ১:৭।
[৪২:৮] শুমারী ২৩:১, ২৯; ইহি ৪৫:২৩।

৪১:১৮-২১ কাব্যিক ঢংয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথাগুলো বলা হয়েছে।
৪১:২৭ লোহা। ১৯:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।
৪১:৩০ শাণিত খোলা। মাটির পাত্রের ভাঙ্গা অংশ।
৪১:৩৪ যাবতীয় গর্বিত-সন্তানের বাদশাহ্। একমাত্র মাবুদই পারেন এ ধরনের প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আইউব কখনোই তা করার প্রত্যাশা করতে পারেন না, যদিও আল্লাহ্ তাঁকে এই কাজ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করছেন – যদি তিনি তা পারেন (৪০:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন)।
৪২:১-৬ আইউবের শেষ বক্তব্যটি আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় বক্তব্যের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া।
৪২:২ অবশেষে আইউব বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর উদ্দেশ্য অনুধাবন করা নিজ বুদ্ধিতে অসম্ভব বিষয়।
৪২:৩ এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে? এখানে আইউব ৩৮:২ আয়াতে মাবুদের বলা কথা উদ্ধৃত করেছেন।
৪২:৪ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝিয়ে দাও। আইউব এখানে ৩৮:৩; ৪০:৭ আয়াতে বলা আল্লাহ্‌র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।
৪২:৫ আইউব এবং তাঁর তিন বন্ধু ও ইলীহূ আল্লাহ্ সম্পর্কে কেবলই নানা কথা শুনেছেন, কিন্তু কেউই কখনো আল্লাহ্‌কে নিজের চোখে দেখেন নি (ইশা ৬:৫ আয়াত দেখুন) এবং তাঁদের ঈমানে ও রূহের উপলব্ধিতে অনুভব করেন নি। এ কারণে এখন আইউব আল্লাহ্‌কে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারছেন (আয়াত ২ দেখুন) এবং সেই সাথে সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণাকেও তিনি হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন।
আমার চোখ তোমাকে দেখল। ১৯:২৬ আয়াতে যে আশাবাদ ব্যক্ত হয়ে তার প্রতিফলন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।
৪২:৬ আমি নিজেকে ঘৃণা করছি। ৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন। আইউব তাঁর অন্তরের নম্রতা প্রকাশের সাথে (৪০:৪-৫ আয়াত দেখুন) এর আগে তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে যে সমস্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তার জন্য অনুশোচনা করছেন।
ধুলা ও ভস্ম। ৩০:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।
৪২:৭-৯ আইউব তাঁর কথায় ও আচরণে ভুল ভ্রান্তি করলেও এখন তাঁকে প্রশংসা করা হচ্ছে এবং তাঁর পরামর্শক বন্ধুদেরকে

দুঃখ-কষ্টের উৎসসমূহ

উৎসসমূহ	কে এর জন্য দায়ী	কার জীবনে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে	কিভাবে তাকে সাড়া দেওয়া প্রয়োজন
আমার পাপ	আমি	আমার ও অন্যদের	আল্লাহ্‌র কাছে অনুতাপ ও পাপ স্বীকার করা
অন্যদের পাপ	যে লোক পাপ করে ও অন্যদের দিয়ে পাপ করায়।	সম্ভবত অনেক লোক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও যে পাপ করে সেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	পাপপূর্ণ ব্যবহারকে আমাদের বাধা দিতে হবে এবং একই সংগে পাপীকেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে।
প্রাকৃতিক ও জাগতিক যে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আমরা নিজেদের দূরে রাখতে পারি।	যে লোক কারণগুলোকে অস্বীকার করে বা রক্ষা পাবার যেসব উপায় আছে সেগুলোকে অস্বীকার করে।	যার বেশীরভাগ কারণই স্পষ্ট।	যদি সম্ভব হয় তবে তা বাধা দিতে হবে, কিন্তু যদি তা না হয় তবে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে মোকাবেলা করার জন্য।
প্রাকৃতিক ও জাগতিক যে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আমরা নিজেদের দূরে রাখতে পারি না।	আল্লাহ্‌ ও শয়তান।	বেশীরভাগই বর্তমান।	আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততার উপর নিজেদের আস্থা ও নির্ভরতা চলমান রাখা।

যখন দুঃখ-কষ্ট বা সমস্যা আসে তখন কি সবসময়ই শয়তানের কাছ থেকে আসে? হযরত আইউব নবীর কাহিনীতে দেখা যায় যে, আইউব নবীর উপর যে সমস্ত দুঃখ ও যাতনা নেমে এসেছে তা শয়তানের কাছ থেকেই এসেছে। কিন্তু এটা সব সময়ই সত্য নয়। উপরে যে চার্টটি দেওয়া হয়েছে তাতে দুঃখ দুর্দশার চারটি উৎস দেওয়া হয়েছে। এ চারটির যে কোন একটি বা একসঙ্গে কয়েকটির কারণে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন নেমে আসতে পারে। যদি আমরা জানি কেন এই কষ্ট আমাদের উপর ঘটছে তবে আমরা পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি নিজেদের রক্ষা করার জন্য। তখন সেই কারণকে জানাটা আমাদের জন্য মূল্যবান হয়। যাহোক, এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন আমাদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে তখন আমরা কিভাবে তাতে সাড়া দেব।

৫ আগে তোমার বিষয় শুনেছিলাম,
কিন্তু সম্প্রতি আমার চোখ তোমাকে দেখল।
৬ এজন্য আমি নিজেকে ঘৃণা করছি,
ধুলায় ও ভস্মে বসে তওবা করছি।

হযরত আইউবের বন্ধুদের বিরুদ্ধে মাবুদের কথা

৭ আইউবকে এসব বলবার পর মাবুদ তৈমনীয় ইলীফসকে বললেন, তোমার ও তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে, কারণ আমার গোলাম আইউব যেমন বলেছে, তোমরা আমার বিষয়ে তেমন যথার্থ কথা বল নি। ৮ অতএব তোমরা সাতটি ষাঁড় ও সাতটি ভেড়া নিয়ে আমার গোলাম আইউবের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য পোড়ানো-কোরবানী দাও। আর আমার গোলাম আইউব তোমাদের জন্য মুনাজাত করবে; কারণ আমি তাকে গ্রাহ্য করবো; নতুবা আমি তোমাদেরকে তোমাদের মূর্খতানুযায়ী প্রতিফল দেব; কেননা আমার গোলাম আইউবের মত তোমরা আমার বিষয়ে যথার্থ কথা বল নি। ৯ তখন তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিলদ্‌দ ও নামাথীয় সোফর গিয়ে মাবুদের কথা অনুসারে কাজ করলেন; আর মাবুদ আইউবকে গ্রাহ্য করলেন।

[৪২:৯] পয়দা ১৯:২১; ২০:১৭; ইহি ১৪:১৪।

[৪২:১০] জবুর ৮৫:১-৩; ১২৬:৫-৬; ফিলি ২:৮-৯; ইয়াকুব ৫:১১।

[৪২:১১] পয়দা ৩৭:৩৫।
[৪২:১৭] পয়দা ১৫:১৫

হযরত আইউবের দুর্দশার মোচন ও দ্বিগুণ ফিরে পাওয়া

১০ পরে আইউব তাঁর বন্ধুদের জন্য মুনাজাত করলে মাবুদ তার দুর্দশার পরিবর্তন করলেন; বস্তুত মাবুদ আইউবকে আগের সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন। ১১ পরে আইউবের ভাই ও বোনেরা সকলে এবং পূর্বপরিচিত লোকেরা সকলে তাঁর কাছে এসে তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে ভোজন করলো ও তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো এবং মাবুদ কর্তৃক ঘটিত সমস্ত বিপদের বিষয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিল, আর প্রত্যেকে তাঁকে এক

তিরস্কার করা হচ্ছে। কেন? কারণ যখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, আল্লাহ্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখনও তিনি নিজের অবস্থানে সৎ ছিলেন। অপরদিকে তাঁর প্রতি পরামর্শ দানকারী বন্ধুরা ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যি কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু যে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান দেখিয়ে তারা কথাগুলো বলেছিলেন তাঁর সম্পর্কে তাদের কোন সত্যিকার সম্যক ধারণা ছিল না। আইউব আল্লাহ্‌র প্রতি কথা বলেছিলেন; তারা কেবল আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। এমন কি তাদের রূহানিক ঔদ্ধত্যের কারণে তারা এমন জ্ঞান ধারণ করার দাবী করেছিলেন যা আসলে তাদের ছিল না। আইউব কেন কষ্টভোগ করছেন তা তারা জানেন বলে প্রকাশ করেছিলেন।

৪২:৭-৮ আমার গোলাম আইউব। এই বাক্যাংশটি এই দুই আয়াতে মোট চার বার ব্যবহৃত হয়েছে (১:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪২:১০ মথি ৫:৪৪ আয়াতে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ ঈসায়ী আদর্শের যে শিক্ষা দিয়েছেন, পুরাতন নিয়মে তারই প্রতিফলন হচ্ছে আইউবের এই মুনাজাত। এখানে আইউবের প্রতি যারা নির্দয় আচরণ করেছেন তাদেরই পক্ষ হয়ে তিনি মুনাজাত করছেন (জবুর ৩৫:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। আইউবের এই মুনাজাতটিই মূলত তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্তনের মোড় হিসেবে কাজ করেছে। মাবুদ আইউবকে আগের সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন। জবুর ১৪:৭ আয়াত দেখুন।

৪২:১১ এর সাথে তুলনা করুন ১৬:২; ১৯:১৩ আয়াত।

এক খণ্ড কসীতা মুদ্রা। রৌপ্য মুদ্রা। এই আয়াতের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি পুরাতন নিয়মের শুধুমাত্র পয়দা ৩৩:১৯ ও ইউসা ২৪:৩২ আয়াতে দেখা যায়।

৪২:১২-১৬ শয়তান, তথা অপবাদকের সাথে আল্লাহ্‌র মহাজাগতিক লড়াই শেষ হয়েছে এবং এ কারণে এখন আইউবকে মুক্ত করা হয়েছে। এখন আর আইউবের কষ্ট ভোগ করার কোন কারণ নেই, কারণ তিনি গুনাহ্‌গার ছিলেন না এবং এই শাস্তি তাঁর প্রাপ্য ছিল না। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে অহেতুক কষ্ট দেন না। এমন কি যদিও আল্লাহ্‌ তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের সামনে কখনো উন্মোচন করেন না (ইশা ৫৫:৮-৯ আয়াত দেখুন) তথাপি আমাদের অবশ্যই তাঁকে আমাদের আল্লাহ্‌ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে, কারণ আমাদের জীবনের জন্য যা মঙ্গলজনক সেটাই তিনি সাধন করবেন (পয়দা ১৮:২৫; জবুর ১১৯:১২১; ইহি ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪২:১২ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রাণীগুলোর সংখ্যা আইউবের এর আগে যা ছিল (আয়াত ১:৩ দেখুন) তার দ্বিগুণ করে বলা হয়েছে (আয়াত ১০ দেখুন)।

৪২:১৩ সাত পুত্র ও তিন কন্যা। এর আগে তিনি যে সন্তানদের হারিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে (১:২, ১৮-১৯ আয়াত দেখুন)।

৪২:১৪ অবাক হওয়ার মত বিষয় হচ্ছে, শুধুমাত্র কন্যাদের নাম এখানে দেওয়া হয়েছে। যিমীমা নামের অর্থ "কবুতর"। কৎসীয়া, যার অর্থ "দারুচিনি"। কেরণহপ্পূক, যার নামের অর্থ "ঝিনুকের খোল," যা দিয়ে খুব দামী চোখ সাজানো প্রসাধনী তৈরি করা হয় (ইয়ার ৪:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪২:১৫ তাদের পিতা তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদেরকে উত্তরাধিকার দিলেন। এর সাথে তুলনা করুন সলফাদের কন্যাদেরকে (শুমারী ২৭:১-১১; অধ্যায় ৩৬)।

৪২:১৬ আর একশত চল্লিশ বছর। একজন গোষ্ঠীপিতার প্রকৃত আয়ুষ্কাল (হিজ ৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। তাঁর পুত্র পৌত্রাদি চার পুরুষ পর্যন্ত দেখলেন। পয়দা ৫০:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:১৭ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে ইন্তেকাল করলেন। ৫:২৬; পয়দা ২৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন।